অন্ত্য-লীলা

পঞ্চদশ পরিচ্ছেদ

দুর্গমে কৃষ্ণভাবাব্ধৌ নিমগ্নোন্মগ্নচেতসা। | গৌরেণ হরিণা প্রেমমর্য্যাদা ভুবি দর্শিতা ॥ ১

শ্লোকের সংস্কৃত টীকা।

দুর্গমে ব্রহ্মাদীনামপি অগম্যে মর্য্যাদা সীমা। ইতি চক্রবর্ত্তী। ১

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

অন্ত্যলীলার এই পঞ্চদশ পরিচ্ছেদে শ্রীমন্মহাপ্রভুর দিব্যোন্মাদ-অবস্থার কয়েকটী ভাব বর্ণিত হইয়াছে।

শ্লো। ১। অন্বয়। দুর্গমে (অপরের পক্ষে—দুর্ব্বোধ) কৃষ্ণভাবাব্ধৌ (কৃষ্ণপ্রেমসাগরে) নিমগ্নোন্মগ্নচেতসা (নিমগ্ন ও উন্মগ্ন চিত্ত) গৌরেণ (শ্রীগৌরহরিদ্বারা) ভুবি (পৃথিবীতে) প্রেমমর্য্যাদা (প্রেমের সীমা) দর্শিতা (প্রদর্শিত হইয়াছে)।

অনুবাদ। (অপরের পক্ষে—এমন কি ব্রহ্মাদির পক্ষেও) দুর্ব্বোধ কৃষ্ণপ্রেমসমুদ্রে নিমগ্নোন্মগ্নচিত্ত শ্রীগৌরহরি পৃথিবীতে শ্রীকৃষ্ণপ্রেমের সীমা দেখাইয়া গিয়াছেন। ১

দুর্গমে—দুর্ব্বোধ। যাঁহারা শ্রীকৃষ্ণের কান্তাভাবের পরিকর, কেবলমাত্র তাঁহারাই—কৃষ্ণপ্রেমের যে বৈচিত্রীতে দিব্যোন্মাদ অভিব্যক্ত হয়, সেই বৈচিত্রীর মর্ম্ম অবগত আছেন; অপরের পক্ষে—এমন কি ব্রহ্মাদির পক্ষেও তাহা দুরধিগম্য; কারণ, ব্রহ্মাদিতে ব্রজের ভাব নাই। এতাদৃশ দুরধিগম্য যে কৃষ্ণপ্রেম, সেই **কৃষ্ণপ্রেমাব্ধৌ**—কৃষ্ণপ্রেম-সমুদ্রে; শ্রীকৃষ্ণের প্রতি শ্রীরাধিকাদি ব্রজসুন্দরীদিগের যে প্রেম, তাহার অত্যধিক গভীরতা ও বিস্তৃতির প্রতি লক্ষ্য রাখিয়াই তাহাকে সমুদ্রের তুল্য বলা হইয়াছে। এই অধ্যায়ে রাধাভাবে ভাবিত শ্রীমন্মহাপ্রভুর দিব্যোন্মাদ বর্ণিত হইয়াছে, এই শ্লোকেও তাহারই সূচনা করা হইয়াছে; কান্তাভাবোচিত প্রেমেই দিব্যোন্মাদ সম্ভব; তাই এস্থলে কৃষ্ণ-প্রেম শব্দে শ্রীকৃষ্ণের প্রতি ব্রজসুন্দরীদিগের প্রেমই লক্ষিত হইয়াছে। অকূল সমুদ্রে পতিত হইলে লোক যেমন তরঙ্গের-ঘাত-প্রতিঘাতে একবার ডুবিয়া যায়, আবার জলের উপরে ভাসিয়া উঠে, শ্রীরাধার ভাবে আবিষ্ট হইয়া কৃষ্ণপ্রেমসমুদ্রে নিমজ্জিত শ্রীশ্রীগৌরাঙ্গ-সুন্দরের চিত্তও তদ্রূপ যেন একবার ডুবিয়া পড়িতেছিল এবং একবার ভাসিয়া উঠিতেছিল। **নিমগ্নোন্মগ্নচেতসা**—নিমগ্ন ও উন্মগ্ন (ভাসমান) হয় চেতঃ (চিত্ত) যাঁহার, তৎকর্ত্তৃক। ভাবের হিল্লোলে প্রভুর চিত্ত একবার যেন ভাবসমুদ্রে ডুবিয়া পড়ে এবং একবার যেন তাহা হইতে ভাসিয়া উঠে; যখন একেবারে ডুবিয়া পড়ে, তখন প্রভুর কিঞ্চিন্মাত্রও বাহ্যজ্ঞান থাকে না (তখন মনের কোনও ভাবই বাক্যাদির দ্বারা প্রকাশিত হইতে পারে না বলিয়া, মনকে বা মনের অবস্থাকে লোকে জানিতে পারে না—জলনিমগ্ন ব্যক্তিকে যেমন কেহ দেখিতে পায় না, তদ্রূপ; তাই বাহ্যজ্ঞানহীন অবস্থাকে চিত্তের নিমগ্নাবস্থা বলা যায়); আর যখন অর্দ্ধবাহ্য অবস্থা হয়, তখন প্রলাপাদির সহযোগে মনের অবস্থা কিঞ্চিৎ প্রকাশিত হইয়া পড়ে, লোকে তখন তাহা জানিতে পারে—জলের উপরে ভাসমান লোককে যেমন লোকে দেখিতে পায়, তদ্রূপ; তাই অর্দ্ধবাহ্য অবস্থাকে চিত্তের উন্মগ্ন-অবস্থা বলা যায়। প্রেমসমুদ্রে প্রভু যখন এইরূপ উন্মগ্ন ও নিমগ্ন অবস্থায় ছিলেন, তখন তাঁহার এই অবস্থা দ্বারাই তিনি **প্রেমমর্য্যাদা**—কৃষ্ণপ্রেমের সীমা, কৃষ্ণপ্রেমের চরমতম অভিব্যক্তি **ভুবি**—জগতে, জগতের জীবগণকে দেখাইয়া গিয়াছেন।

জয়জয় শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য অধীশ্বর।
জয় নিত্যানন্দ পূর্ণানন্দকলেবর॥১
জয়াদ্বৈতাচার্য্য কৃষ্ণচৈতন্যপ্রিয়তম।
জয়জয় শ্রীনিবাস-আদি ভক্তগণ॥ ২
এইমত মহাপ্রভু রাত্রি দিবসে।
আত্মস্ফূর্ত্তি নাহি, রহে কৃষ্ণপ্রেমাবেশে॥ ৩
কভু ভাবে মগ্ন, কভু অর্দ্ধবাহ্যস্ফূর্ত্তি।
কভু বাহ্যস্ফূর্ত্তি,—তিন-রীতে প্রভুর স্থিতি॥ ৪
স্নান-দর্শন-ভোজন দেহ-স্বভাবে হয়।
কুমারের চাক যেন সতত ফিরয়॥ ৫

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

স্থূলমর্ম্ম এই যে, দিব্যোন্মাদ বস্তুটী যে কিরূপ, তাহা জগতের জীব জানিত না; কাহারও তাহা প্রত্যক্ষ করার সৌভাগ্য বা সুযোগ হইয়াছিল না। রাধাভাবে আবিষ্ট মহাপ্রভুর দিব্যোন্মাদ-লীলাকালে তাঁহার প্রলাপবাক্যাদি হইতে এবং তাঁহার শ্রীঅঙ্গে প্রকটিত লক্ষণাদি হইতে তাঁহার নীলাচল-পরিকরগণ ইহার কিছু কিছু পরিচয় লাভ করিয়াছেন এবং তাঁহাদের কৃপায় জগতের অন্যান্য লোকও তাহা জানিতে পারিয়াছেন।

এই শ্লোকে এই পরিচ্ছেদে বর্ণিত লীলার আভাস দেওয়া হইল।

"ভুবি"-স্থলে কোনও কোনও গ্রন্থে "ভুরি" পাঠান্তর দৃষ্ট হয়। ভুরি—প্রচুর পরিমাণ।

১। **অধীশ্বর**—সর্ব্বেশ্বর, স্বয়ং ভগবান্। **পূর্ণানন্দ-কলেবর**—পূর্ণানন্দ-ঘনবিগ্রহ; যাঁহার দেহ (কলেবর) আনন্দনির্ম্মিত, কিন্তু প্রাকৃত অস্থিমাংসময় নহে।

২। **কৃষ্ণচৈতন্য-প্রিয়তম**—শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য-মহাপ্রভুর পার্ষদগণের মধ্যে যিনি সর্ব্বাপেক্ষা প্রভুর প্রিয়।

গ্রন্থকার কবিরাজ গোস্বামী এই পরিচ্ছেদে শ্রীমন্মহাপ্রভুর প্রলাপ বর্ণনা করিতেছেন; বর্ণনার শক্তিলাভের আশায় সর্ব্বাগ্রে সপরিকর শ্রীমন্মহাপ্রভুর বন্দনা করিতেছেন—দুই পয়ারে।

৩। **এই মত**—পূর্ব্ব পরিচ্ছেদে প্রভুর যে অবস্থা বর্ণিত হইয়াছে, সেই অবস্থায়। **আত্মস্ফূর্ত্তি নাহি**—বাহ্যস্মৃতি নাই; প্রভু যে শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য নামক সন্ন্যাসী, অথবা তিনি যে শ্রীকৃষ্ণ, এই জ্ঞান প্রভুর ছিল না। **রহে কৃষ্ণপ্রেমাবেশে**—শ্রীরাধার ভাবে শ্রীকৃষ্ণবিষয়ক প্রেমে আবিষ্ট হইয়াই প্রভু সর্ব্বদা অবস্থান করেন।

৪। কি কি অবস্থায় প্রভুর দিন অতিবাহিত হইত, তাহা বলিতেছেন।

কভু ভাবে মগ্ন—কখনও কখনও প্রভু শ্রীরাধার ভাবে নিমগ্ন (সম্যক্‌রূপে আবিষ্ট) থাকিতেন, তখন কিঞ্চিন্মাত্র বাহ্যজ্ঞানও থাকিত না। সম্পূর্ণ অন্তর্দ্দশা।

কভু অর্দ্ধবাহ্যস্ফূর্ত্তি—কখনও বা প্রভু অর্দ্ধবাহ্যদশা প্রাপ্ত হইতেন। যে অবস্থায় নিবিড় ভাবও থাকে, অথচ চতুষ্পার্শ্বস্থ লোকদিগের অস্তিত্বও অনুভব করিতে পারা যায়, কিন্তু তাহাদিগের বা নিজের স্বরূপের উপলব্ধি হয় না—সেই অবস্থাকে অর্দ্ধবাহ্য দশা বলে। প্রভুর সঙ্গীয় ভক্তবৃন্দের চেষ্টায় অন্তর্দ্দশা ছুটিয়া বাহ্যদশা স্ফূর্ত্তির পূর্ব্বে প্রভুর অর্দ্ধ-বাহ্যদশা হইত। **কভু বাহ্যস্ফূর্ত্তি**—কখনও কখনও সম্পূর্ণ বাহ্যজ্ঞান হইত। বাহ্যজ্ঞান হইলে নিজের স্বরূপের এবং পার্শ্ববর্ত্তী সকলের স্বরূপেরই উপলব্ধি হইত। **এই তিন-রীতে**—অন্তর্দ্দশা, অর্দ্ধবাহ্যদশা এবং বাহ্যদশায়।

৫। উক্ত তিন দশার কখন কোন্ দশায় প্রভু থাকিতেন, তাহার কোনও নিয়ম ছিল না; স্নান, ভোজন, কি জগন্নাথ-দর্শনে যাওয়ার সময়েও হয় তো অন্তর্দ্দশা কি অর্দ্ধবাহ্য-দশা থাকিত; তথাপি প্রভুর পার্ষদগণের চেষ্টায় এবং দেহের স্বভাব বা পূর্ব্ব সংস্কার বশতঃই প্রভু যেন যন্ত্রের মত পরিচালিত হইয়াই স্নান-ভোজনাদি নির্ব্বাহ করিতেন।

দর্শন—শ্রীজগন্নাথ দর্শন। **দেহ-স্বভাব**—পূর্ব্বাভ্যাস বশতঃ, পূর্ব্ব-সংস্কার বশতঃ। **কুমার**—কুম্ভকার। **চাক**—চক্র; যাহাতে ঘটাদি প্রস্তুত হয়। **সতত**—সর্ব্বদা। **ফিরয়**—ঘুরিতে থাকে। **কুমারের চাক** ইত্যাদি—কুমারের চাকা একবার ঘুরাইয়া দিলেই তারপর আপনা-আপনি ঘুরিতে থাকে, প্রত্যেক বার ঘুরাইবার প্রয়োজন হয় না; প্রথমবার ঘুরাইবার পরে, ঘুরাটাই যেন চাকার সংস্কার হইয়া দাঁড়ায়, তাই চাকা নিজেই ঘুরিতে থাকে।

একদিন করে প্রভু জগন্নাথ দরশন।
জগন্নাথে দেখে—সাক্ষাৎ ব্রজেন্দ্র-নন্দন ॥ ৬
একিবারে স্ফুরে প্রভুর কৃষ্ণের পঞ্চগুণ।
পঞ্চগুণে করে পঞ্চেন্দ্রিয় আকর্ষণ ॥ ৭
এক মন পঞ্চদিকে পঞ্চগুণে টানে।
টানাটানি প্রভুর মন হৈল অগেয়ানে॥ ৮

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

লোকের সংস্কারও এইরূপ ; পুনঃ পুনঃ কোনও কাজ করিতে গেলেই একটা সংস্কার জন্মে। প্রত্যহ যে রাস্তা দিয়া আমরা আমাদের কার্য্যস্থলে যাই, কিছুকাল অভ্যাসের পরে, ঐ রাস্তা সম্বন্ধে আমাদের এমন একটা সংস্কার জন্মে যে, পথের প্রতি কোনওরূপ লক্ষ্য না থাকিলেও, সম্পূর্ণরূপে অন্যমনস্ক থাকিলেও অভ্যস্ত রাস্তায় উপস্থিত হওয়া মাত্রই আমাদের চরণদ্বয়ই যেন আমাদিগকে টানিয়া কার্য্যস্থলে উপস্থিত করে; প্রত্যহ এক পথে যাইতে যাইতে ঐ পথে চলিবার নিমিত্ত চরণের যেন একটা স্বভাব জন্মিয়া যায়। ইহাই চরণের সংস্কার। সমস্ত ইন্দ্রিয়েরই অভ্যস্ত কার্য্যে এইরূপ সংস্কার জন্মিয়া থাকে। আহার করিতে বসিলে, আমাদের হাত যেন আপনা-আপনিই আহার্য্য গ্রহণ করিতে থাকে, মুখে আহার্য্য তুলিয়া দিতে থাকে, মুখও যেন আপনা-আপনিই আহার্য্য চর্ব্বণ করিয়া উদরে প্রবেশ করাইয়া দেয় ; সম্পূর্ণ অন্যমনস্ক ভাবেও আহার করা চলে। এই সমস্তই পূর্ব্বসংস্কারের বা দেহ-স্বভাবের ফল। অন্তর্দ্দশা বা অর্দ্ধবাহ্য দশায় প্রভুও এ জাতীয় সংস্কার-বশতঃই স্নান-ভোজনাদি সমাধা করিতেন ; কিন্তু প্রভু যে স্নান-ভোজনাদি করিতেছেন, এই জ্ঞান তখন তাঁহার থাকিত না।

৬। প্রভুর ভাবের সাধারণ বর্ণনা দিয়া এক্ষণে একদিনের ভাবের বিশেষ বিবরণ দিতেছেন।

একদিন করে প্রভু ইত্যাদি—প্রভু একদিন শ্রীজগন্নাথ-দর্শনের নিমিত্ত শ্রীমন্দিরে গিয়াছেন, শ্রীজগন্নাথকে দর্শনও করিতেছেন বটে, কিন্তু শ্রীমূর্ত্তির স্বরূপ দেখিতে পাইতেছেন না ; শ্রীমূর্ত্তি-স্থানে বংশীবদন ব্রজেন্দ্র-নন্দনকেই দেখিতে পাইতেছেন। "শ্রীরাধারূপে তিনি শ্রীকৃষ্ণকে দর্শন করিতেছেন"—এই ভাবে আবিষ্ট হইয়াই প্রভু বোধ হয় সেই দিন জগন্নাথ-দর্শনে গিয়াছিলেন ; দর্শনের সময়েও তাঁহার আবিষ্টাবস্থা ছিল ; তাই শ্রীজগন্নাথের শ্রীমূর্ত্তিতেও তিনি শ্যামসুন্দর বংশীবদনকে দেখিতে পাইয়াছেন। ইহা উদ্‌ঘূর্ণা নামক দিব্যোন্মাদের লক্ষণ।

৭। **একিবারে**—একই সময়ে ; যুগপৎ। **স্ফুরে প্রভুর**—প্রভুর চিত্তে স্ফুরিত হয়। **কৃষ্ণের পঞ্চগুণ**—শ্রীকৃষ্ণের রূপ, রস, গন্ধ, স্পর্শ ও শব্দ এই পাঁচটি গুণ (একই সময়ে প্রভুর চিত্তে স্ফুরিত হইল)। **পঞ্চগুণে**—রূপ-রসাদি পাঁচটি গুণ। অথবা উক্ত পাঁচটি গুণরূপ রজ্জুদ্বারা। **পঞ্চেন্দ্রিয়** চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা, জিহ্বা ও ত্বক্।

জগন্নাথের শ্রীমূর্ত্তিতে প্রভু ব্রজেন্দ্র-নন্দনকেই দেখিলেন ; দেখিয়া শ্রীকৃষ্ণের রূপ, রস, গন্ধ, স্পর্শ ও শব্দ আস্বাদন করিবার নিমিত্ত একই সময়ে প্রভুর চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা, জিহ্বা ও ত্বকের লোভ জন্মিল। শ্রীকৃষ্ণের অসমোর্দ্ধ মাধুর্য্যময় রূপ দর্শনের নিমিত্ত প্রভুর চক্ষুর, শ্রীকৃষ্ণের অধর-রস পান করিবার নিমিত্ত প্রভুর জিহ্বার, শ্রীকৃষ্ণের অঙ্গ-সৌরভ গ্রহণ করিবার নিমিত্ত প্রভুর নাসিকার, শ্রীকৃষ্ণের কোটিচন্দ্র-সুশীতল অঙ্গ-স্পর্শের নিমিত্ত প্রভুর ত্বকের এবং শ্রীকৃষ্ণের মধুর শ্রীমুখবচনাদি শুনিবার নিমিত্ত প্রভুর কর্ণের লোভ জন্মিল। শ্রীকৃষ্ণের পাঁচটী গুণে প্রভুর পাঁচটী ইন্দ্রিয় এত প্রবল বেগে আকৃষ্ট হইতেছিল যে, মনে হইতেছিল যেন, পাঁচটি গুণই রজ্জুরূপে প্রভুর পাঁচটী ইন্দ্রিয়কে বেগে আকর্ষণ করিতেছে। যাহাকে রজ্জুদ্বারা আকর্ষণ করা হয়, তাহার যেমন আর অন্যদিকে যাওয়ার শক্তি থাকে না, শ্রীকৃষ্ণের রূপ-রসাদির আকর্ষণে প্রভুর চক্ষু-কর্ণাদিও তদ্রূপ অন্য কোনও বিষয়ের অনুসন্ধান-গ্রহণে অসমর্থ হইয়া পড়িয়াছিল। প্রভুর সমস্ত চিত্তবৃত্তিই শ্রীকৃষ্ণের রূপ-রসাদিতে কেন্দ্রীভূত হইয়াছিল।

৮। **একমন**—প্রভুর একটী মন (চিত্ত)। **পঞ্চদিকে**—শ্রীকৃষ্ণের রূপের দিকে, অধর-রসের দিকে, অঙ্গ-গন্ধের দিকে, অঙ্গস্পর্শের দিকে এবং বচন-মাধুরীর দিকে। **পঞ্চগুণে**—শ্রীকৃষ্ণের রূপ, রস, গন্ধ, স্পর্শ ও শব্দ এই

হেনকালে ঈশ্বরের উপলভোগ সরিলা।
ভক্তগণ মহাপ্রভুকে ঘরে লঞা আইলা ॥ ৯
স্বরূপ রামানন্দ এই দুইজনে লঞা।
বিলাপ করেন দুঁহার কণ্ঠেতে ধরিয়া ॥ ১০
কৃষ্ণের বিয়োগে রাধার উৎকণ্ঠিত মন।
বিশাখাকে কহে আপন উৎকণ্ঠা-কারণ ॥ ১১
সেই শ্লোক পড়ি আপনে করে মনস্তাপ।
শ্লোকের অর্থ শুনায় দোঁহাকে করিয়া বিলাপ ॥১২

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

পাঁচটি গুণ, পাঁচটি রজ্জুরূপে। **অগেয়ানে**—অজ্ঞান, বিচার-শক্তিহীন। কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ়। বিচার-শক্তি-হীনতাই চিত্তের অজ্ঞানতা।

একটী প্রাণীকে যদি পাঁচজনে পাঁচটী রজ্জু দ্বারা পাঁচদিকে প্রবল বেগে আকর্ষণ করিতে থাকে, তাহা হইলে যেমন পাঁচজনের আকর্ষণে প্রাণীটীর চৈতন্য লোপ পায়, তদ্রূপ শ্রীকৃষ্ণের রূপ-রসাদি পাঁচটী গুণের প্রবল আকর্ষণে প্রভুর চিত্তও যেন কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হইয়া পড়িল; মনের বিচারশক্তি লোপ পাইল; শ্রীকৃষ্ণের রূপ-রসাদির প্রত্যেকটি আস্বাদন করিবার নিমিত্তই সমভাবে বলবতী বাসনা প্রভুর চিত্তে বর্ত্তমান; সুতরাং কোনটিকে আস্বাদন করিবেন, তাহা কিছুই প্রভু স্থির করিতে পারিতেছেন না, কোনওটীকে ছাড়িবার ইচ্ছাও হয় না; তাই প্রভুর চিত্ত যেন হতবুদ্ধি হইয়া পড়িল।

৯। **হেন কালে**—যে সময় প্রভুর চিত্তের উক্তরূপ অবস্থা, সেই সময়। **ঈশ্বরের**—শ্রীজগন্নাথের। **উপল ভোগ সরিলা**—জগন্নাথের উপল ভোগ শেষ হইল।

১০। **দুঁহার**—স্বরূপের ও রামানন্দের। **কণ্ঠেতে ধরিয়া**—গলা জড়াইয়া ধরিয়া; অত্যন্ত দরদী-মর্ম্মী লোকের মত।

১১। মধ্যাহ্ন-লীলায় শ্রীকৃষ্ণ গোচারণার্থ বাহির হইয়া গিয়াছেন; শ্রীকৃষ্ণের সহিত মিলনের নিমিত্ত, শ্রীকৃষ্ণের রূপ-রসাদি আস্বাদনের নিমিত্ত বলবতী উৎকণ্ঠার সহিত, গৃহ হইতে বহির্গত হইবার সুযোগের অপেক্ষায় শ্রীরাধা গৃহে বসিয়া আছেন। চিত্তের উৎকণ্ঠা তাঁহার মুখে আপন ছায়া বিস্তার করিয়াছে; তাহা দেখিয়া প্রাণ-প্রিয়াসখী বিশাখা শ্রীরাধার সহিত সহানুভূতি প্রকাশার্থ নিকটবর্ত্তিনী হইলে, শ্রীরাধা তাঁহার নিকটে যে ভাবে স্বীয় উৎকণ্ঠার কারণ বিবৃত করিয়াছেন, শ্রীমন্মহাপ্রভুও শ্রীরাধার ভাবে শ্রীকৃষ্ণ-বিরহে অধীর হইয়া, রামানন্দ এবং স্বরূপ-দামোদরের গলা জড়াইয়া ধরিয়া ঠিক-সেই ভাবে নিজের উৎকণ্ঠার হেতু প্রকাশ করিলেন। রামানন্দ-রায় ব্রজের বিশাখাসখী এবং স্বরূপ দামোদর ব্রজের ললিতাসখী।

১২। **সেই শ্লোক**—যে শ্লোকে শ্রীরাধা বিশাখার নিকটে নিজের উৎকণ্ঠার কারণ বলিয়াছেন, সেই শ্লোক; পরবর্ত্তী "সৌন্দর্য্যামৃত" ইত্যাদি শ্লোক।

প্রভু প্রথমে এই "সৌন্দর্য্যামৃত" শ্লোকটি উচ্চারণ করিয়া নিজের মনোদুঃখ জ্ঞাপন করিলেন; তাহার পরে, বিলাপ করিতে করিতে স্বরূপ-দামোদর ও রায় রামানন্দকে ঐ শ্লোকের অর্থ করিয়া শুনাইলেন। প্রভু যে ভাবে অর্থ করিয়াছেন, পরবর্ত্তী ত্রিপদী-সমূহে তাহা বিবৃত হইয়াছে।

এই "সৌন্দর্য্যামৃত" ইত্যাদি শ্লোকটি আমরা শ্রীগোবিন্দ-লীলামৃত গ্রন্থে দেখিতে পাই। শ্রীগোবিন্দ-লীলামৃত গ্রন্থখানি প্রভুর অপ্রকটের অনেক পরে শ্রীল কবিরাজ-গোস্বামী রচনা করিয়াছেন। অথচ এই পয়ারে জানা যায়, প্রভুই এই শ্লোকটি উচ্চারণ করিলেন। ইহাতে বুঝা যায়, এই শ্লোকটি ভাবের আবেগে প্রভুর নিজের মুখেই স্ফুরিত হইয়াছিল; দাস-গোস্বামীর নিকটে শুনিয়া, অথবা স্বরূপ-দামোদরাদির কড়চায় ইহা লিখিত আছে দেখিয়া কবিরাজ-গোস্বামী তাঁহার গোবিন্দ-লীলামৃতে ইহা উদ্ধৃত করিয়াছেন।

তথাহি গোবিন্দলীলামৃতে (৮।৩)
সৌন্দর্য্যামৃতসিন্ধুভঙ্গললনাচিত্তাদ্রিসংপ্লাবকঃ
কর্ণানন্দিসনর্ম্মরম্যবচনঃ কোটীন্দুশীতাঙ্গকঃ।
সৌরভ্যামৃতসংপ্লবাবৃতজগৎপীযূসরম্যাধরঃ
শ্রীগোপেন্দ্রসুতঃ স কর্ষতি বলাৎ পঞ্চেন্দ্রিয়াণ্যালি মে ॥ ২

শ্লোকের সংস্কৃত টীকা।

ইন্দ্রিয়ৈরিতি যদুক্তং তদেব ব্যক্তমাহ। হে আলি! মে পঞ্চেন্দ্রিয়াণি স কৃষ্ণ আকর্ষতি। কীদৃশঃ? সৌন্দর্য্যরূপামৃতসমুদ্রস্য তরঙ্গৈঃ স্ত্রীণাং চিত্তপর্ব্বতানাং সংপ্লাবকঃ ইত্যনেন নেত্রেন্দ্রিয়ম্। কর্ণমানন্দয়িতুং শীলং যস্য তাদৃশনর্ম্মসহিতং বচনং যস্যেতি কর্ণম্। কোটীন্দুশীতাঙ্গকঃ ইতি স্পর্শেন্দ্রিয়ম্। সৌরভ্যেত্যাদিনা ঘ্রাণম্। পীযূষেত্যাদিনা রসনাম্। ইতি সদানন্দবিধায়িনী। ২

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

শ্লো। ২। অন্বয়। অন্বয় সহজ।

অনুবাদ। হে সখি! যিনি সৌন্দর্য্যরূপ অমৃত-সমুদ্রের তরঙ্গদ্বারা ললনাগণের চিত্তরূপ পর্ব্বতকে সংপ্লাবিত করেন, যাঁহার রম্যবচন পরিহাসময় এবং কর্ণসুখদ, যাঁহার অঙ্গ কোটিচন্দ্র হইতেও সুশীতল, যিনি স্বীয় সৌরভ্যামৃতদ্বারা সমস্ত জগৎকে সংপ্লাবিত করেন, এবং যাঁহার অধর অমৃত হইতেও রমণীয়, সেই গোপেন্দ্র-নন্দন বলপূর্ব্বক আমার (শ্রীরাধার) পঞ্চেন্দ্রিয়কে আকর্ষণ করিতেছেন। ২

পূর্ব্ববর্ত্তী ১১।১২ পয়ারের টীকা দ্রষ্টব্য।

সৌন্দর্য্যামৃতসিন্ধুভঙ্গ-ললনাচিত্তাদ্রিসংপ্লাবকঃ—সৌন্দর্য্যরূপ অমৃতের যে সিন্ধু (সমুদ্র), তাহার ভঙ্গ (বা তরঙ্গ) দ্বারা ললনাগণের চিত্তরূপ অদ্রির (পর্ব্বতের) সংপ্লাবক যে শ্রীগোপেন্দ্রসুত, তিনি। শ্রীকৃষ্ণের সৌন্দর্য্য অত্যন্ত মনোরম—অত্যন্ত মধুর, চিত্তাকর্ষক- বলিয়া তাহাকে অমৃত বলা হইয়াছে এবং সেই সৌন্দর্য্য পরিমাণেও অত্যন্ত অধিক—অসমোর্দ্ধ, অপরিসীম—বলিয়া তাহাকে সমুদ্রতুল্য বলা হইয়াছে। পর্ব্বত যেমন অচল অটল, সর্ব্বদাই স্বীয় মস্তক সমুন্নত করিয়া দণ্ডায়মান থাকে, সতীশিরোমণি ব্রজললনাগণের চিত্তও তদ্রূপ অচল, অটল—সতীত্বগৌরবে সর্ব্বদাই সমুন্নত, তাই তাঁহাদের চিত্তকে অদ্রির (পর্ব্বতের) সঙ্গে তুলনা করা হইয়াছে। সমুদ্রের তরঙ্গ তীরস্থিত পর্ব্বতের পাদদেশ ধৌত করিয়া দিতে পারে সত্য, কিন্তু কখনও তাহার চূড়াকে স্পর্শ করিতে পারে না, তাহাকে সংপ্লাবিত (সম্যক্‌রূপে প্লাবিত) করা তো দূরের কথা। কিন্তু শ্রীকৃষ্ণের সৌন্দর্য্যরূপ অমৃত-সমুদ্রের তরঙ্গের এমনই এক অদ্ভুত শক্তি যে, তাহা ব্রজললনাদিগের চিত্তরূপ সমুচ্চ পর্ব্বতকেও সম্যক্‌রূপে প্লাবিত করিয়া থাকে। অথবা, সমুদ্রগর্ভে দণ্ডায়মান কোনও পর্ব্বতের শীর্ষস্থান পর্য্যন্তও যেমন উত্তাল-তরঙ্গাঘাতে সম্যক্‌রূপে প্লাবিত হইয়া যায়, তখন তাহার অতি ক্ষুদ্র—এমন কি গোপনতম অংশও—যেমন সমুদ্র-জল দ্বারা পরিষিক্ত হইয়া পড়ে, তদ্রূপ শ্রীকৃষ্ণের সৌন্দর্য্যরূপ অমৃতসিন্ধুর তরঙ্গও ব্রজললনাদের চিত্তরূপ পর্ব্বতের অতি ক্ষুদ্র গোপনতম অংশকেও পরিষিক্ত করিয়া ফেলে। তাঁহাদের চিত্তের সর্ব্বত্রই শ্রীকৃষ্ণরূপের ছাপ লাগিয়া আছে, শ্রীকৃষ্ণরূপ ব্যতীত অন্য কিছুই তাঁহাদের চিত্তে স্থান পায় না।

কর্ণানন্দি-সনর্ম্মরম্যবচনঃ—কর্ণের আনন্দদায়ক এবং নর্ম্মের সহিত বর্ত্তমান বা পরিহাসময় রমণীয় বচন যাঁহার, সেই শ্রীগোপেন্দ্রসুত। শ্রীকৃষ্ণের বাক্য নর্ম্ম-পরিহাসময়, কর্ণরসায়ন এবং তাই অত্যন্ত রমণীয় ও চিত্তাকর্ষক। তাই তাঁহার মুখনিঃসৃত বাক্য শুনিবার নিমিত্ত ব্রজসুন্দরীগণ উৎকর্ণা হইয়া থাকেন।

কোটীন্দুশীতাঙ্গকঃ—কোটী চন্দ্র হইতেও সুশীতল (সুস্নিগ্ধ) অঙ্গ যাঁহার, সেই শ্রীগোপেন্দ্রসুত। **সৌরভ্যামৃত-সংপ্লবাবৃতজগৎ**—সৌরভ্যরূপ (গাত্রের সুগন্ধরূপ) যে অমৃত, তাহার যে সংপ্লব (বন্যা), তাহা হইল সৌরভ্যামৃত-সংপ্লব ; যাঁহার সৌরভ্যামৃতসংপ্লবদ্বারা আবৃত (আচ্ছাদিত বা সংপ্লাবিত) হইয়াছে সমস্ত জগৎ, সেই শ্রীগোপেন্দ্রসুত।

যথারাগঃ—

কৃষ্ণ-রূপ-শব্দ-স্পর্শ,— সৌরভ্য অধররস,
যার মাধুর্য্য কহন না যায়।
দেখি লোভি পঞ্চজন, এক অশ্ব মোর মন,
চঢ়ি পঞ্চ পাঁচদিগে ধায় ॥ ১৩
সখি হে! শুন মোর দুঃখের কারণ।
মোর পঞ্চেন্দ্রিয়গণ, মহা লম্পট দস্যুপণ
সভে করে হরে পরধন ॥ ধ্রু ॥ ১৪

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

শ্রীকৃষ্ণের অঙ্গগন্ধ অমৃত অপেক্ষাও মধুর ও চিত্তাকর্ষক; তাহাই জগৎকে যেন সম্যক্রূপে প্লাবিত করিয়া রাখিয়াছে—এতই তাহার শক্তি। **পীযুষরম্যাধরঃ**—পীযুষ (অমৃত) হইতেও রম্য (রমণীয়—মধুর, চিত্তাকর্ষক) যাঁহার অধর, সেই শ্রীগোপেন্দ্রসুত। শ্রীকৃষ্ণের অধর অর্থাৎ অধর-সুধা অমৃত অপেক্ষাও মধুর। এইরূপ অপূর্ব্ব শক্তিসম্পন্ন সৌন্দর্য্যাদিময় যে শ্রীকৃষ্ণ, তিনি **বলাৎ**—বলপূর্ব্বক, শ্রীরাধার পঞ্চ-ইন্দ্রিয়কে আকর্ষণ করিতেছেন। শ্রীকৃষ্ণের সৌন্দর্য্যাদি শ্রীরাধার নয়নাদি ইন্দ্রিয়বর্গকে এতই প্রবলভাবে আকর্ষণ করিতেছে যে, শ্রীরাধা শতচেষ্টা করিয়াও যেন আর তাঁহার ইন্দ্রিয়বর্গকে নিজের আয়ত্তাধীন রাখিতে পারিতেছেন না।

পরবর্ত্তী ত্রিপদী-সমূহে এই শ্লোকের বিস্তৃত ব্যাখ্যা প্রদত্ত হইয়াছে।

১৩। শ্রীমন্ মহাপ্রভু "সৌন্দর্য্যামৃত" ইত্যাদি শ্লোকের অর্থ করিতেছেন। "কৃষ্ণরূপ" হইতে "মোর দেহে না রহে জীবন' পর্য্যন্ত ১৩-১৬ ত্রিপদীতে শ্লোকের "শ্রীগোপেন্দ্রসুতঃ" ইত্যাদি অংশের অর্থ।

কৃষ্ণরূপ-শব্দ-স্পর্শ-সৌরভ্য অধররস—শ্রীকৃষ্ণের রূপ, শব্দ, স্পর্শ, সৌরভ (সুগন্ধ) এবং অধর-রস। **যার মাধুর্য্য কহনে না যায়**—শ্রীকৃষ্ণের যে রূপ-রসাদির মাধুর্য্য বর্ণনা করা যায় না (অনির্ব্বচনীয়)। **দেখি**—শ্রীকৃষ্ণ-রূপাদি দেখিয়া। **লোভি**—লোভযুক্ত; আস্বাদন করিবার নিমিত্ত লালসান্বিত। **পঞ্চজন**—পাঁচজন; চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা, জিহ্বা ও ত্বক্, এই পাঁচ ইন্দ্রিয়। **এক অশ্ব মোর মন**—আমার মন একটী অশ্ব (ঘোড়া) সদৃশ, আর তাহাতে আরোহী চক্ষু-কর্ণাদি পাঁচ জন। **চঢ়ি**—আমার মনোরূপ একটী অশ্বে চড়িয়া। **পঞ্চ**—পাঁচজন; চক্ষু-কর্ণাদি পাঁচ ইন্দ্রিয়। **পাঁচদিগে ধায়**—রূপ-রসাদি পাঁচটী আস্বাদ্য বস্তুর দিকে ধাবিত হয়।

শ্রীরাধার ভাবে প্রভু বলিলেন—"সখি! শ্রীকৃষ্ণের রূপের মাধুর্য্যই বল, কণ্ঠ-স্বরের মাধুর্য্যই বল, অঙ্গ-স্পর্শের মাধুর্য্যই বল, অঙ্গ-গন্ধের মাধুর্য্যই বল, অধর-রসের মাধুর্য্যই বল,—সমস্তই অনির্ব্বচনীয়; তাহা বর্ণনা করিবার ভাষা কাহারও নাই। শ্রীকৃষ্ণের রূপ-রসাদিতে এমন একটা অদ্ভুত মাদকতা আছে যে, আস্বাদন করা তো দূরে, রূপরসাদির কথা শুনিলেই আস্বাদন করিবার নিমিত্ত যেন একটা মত্ততা জন্মে। সখি! শ্রীকৃষ্ণের রূপ দেখিবার নিমিত্ত আমার চক্ষুর, তাঁহার কণ্ঠস্বর শুনিবার নিমিত্ত আমার কর্ণের, তাঁহার অঙ্গ-স্পর্শের নিমিত্ত আমার ত্বকের, তাঁহার অঙ্গের সুগন্ধ অনুভব করিবার নিমিত্ত আমার নাসিকার এবং তাঁহার অধর-রস পান করিবার নিমিত্ত আমার রসনার বলবতী লালসা জন্মিয়াছে। সখি! আমার ইন্দ্রিয়বর্গের লালসা আমি কিছুতেই দমন করিতে পারিতেছি না। পাঁচজন লোক একটীমাত্র ঘোড়ায় চড়িয়া প্রবল বেগে পাঁচটী বিভিন্নদিকে ধাবিত হইতে চেষ্টা করিলে ঘোড়ার যে অবস্থা হয়, সখি! পঞ্চেন্দ্রিয়ের আকর্ষণে আমার মনেরও সেই অবস্থা হইয়াছে।"

ঘোড়ার সাহায্যে লোক যেমন গন্তব্য স্থানে যায়, তদ্রূপ মনের সাহায্যে ইন্দ্রিয়বর্গ তাহাদের বিষয় গ্রহণ করে; তাই মনকে অশ্ব এবং ইন্দ্রিয়বর্গকে আরোহী বলা হইয়াছে।

"লোভি" স্থলে "লোভে" পাঠান্তরও দেখিতে পাওয়া যায়।

১৪। **সখি হে**—শ্রীরাধা যেমন বিশাখাকে সম্বোধন করিয়া নিজের মনের দুঃখ প্রকাশ করিয়াছেন, রাধাভাবে ভাবিত (নিজেকে শ্রীরাধা মনে করিয়া) শ্রীমন্মহাপ্রভুও তেমনি রামানন্দরায়কে সখী বিশাখা মনে করিয়া মনের দুঃখ প্রকাশ করিতেছেন। রামানন্দ ব্রজলীলায় বিশাখা ছিলেন। **পঞ্চেন্দ্রিয়গণ**—চক্ষু-কর্ণাদি পাঁচটী ইন্দ্রিয়।

এক অশ্ব একক্ষণে, পাঁচ পাঁচদিগে টানে,
এক মন কোন্ দিগে যায় ?
এককালে সভে টানে, গেল ঘোড়ার পরাণে,
এই দুঃখ সহন না যায় ॥ ১৫

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

মহালম্পট—নিজ নিজ বিষয়-আস্বাদনের নিমিত্ত অত্যন্ত লালসান্বিত ; রূপ দেখিবার নিমিত্ত চক্ষু, গন্ধ অনুভবের নিমিত্ত নাসিকা ইত্যাদি অত্যন্ত লালসান্বিত। **দস্যুপণ**— দস্যুদিগের পণ (প্রতিজ্ঞা)। **দস্যুপণ সভে করে**— পরের ধন-সম্পত্তি দেখিয়া লোভ জন্মিলে তাহা অপহরণ করিবার নিমিত্ত দস্যুগণ যেমন প্রতিজ্ঞা করে, অপহরণ করিতে পারিবে কিনা, নিজেদের কোনওরূপ বিপদের আশঙ্কা আছে কিনা, ইত্যাদি বিষয়ে যেমন দস্যুদের তখন আর কোনওরূপ অনুসন্ধানই থাকে না ; তদ্রূপ শ্রীকৃষ্ণের রূপ-রসাদিতে প্রলুব্ধ হইয়া আমার ইন্দ্রিয়বর্গও যেন তাহা আস্বাদন করিবার নিমিত্ত দৃঢ়-প্রতিজ্ঞ হইয়াছে, আস্বাদনের লালসায় ইন্দ্রিয়বর্গ এতই উন্মত্ত হইয়াছে যে, আস্বাদন তাহাদের পক্ষে সম্ভব হইবে কিনা, সেই বিষয়েই তাহাদের কোনও অনুসন্ধান নাই। আস্বাদনের স্পৃহাতেই তাহারা ভরপুর।

হরে পরধন—প্রতিজ্ঞা করিয়া দস্যুগণ যেমন পরের ধন হরণ করে, আমার ইন্দ্রিয়বর্গও তদ্রূপ দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হইয়া শ্রীকৃষ্ণের রূপ-রসাদি আস্বাদন করিয়া থাকে।

এস্থলে শ্রীকৃষ্ণ-রূপাদির সঙ্গে পরধনের তুলনা দেওয়া হইয়াছে ; ইহার ধ্বনি এই :—"শ্রীরাধার পক্ষে শ্রীকৃষ্ণ পরপুরুষ, শ্রীরাধা কুলবতী পর-রমণী ; সুতরাং শ্রীকৃষ্ণ-মাধুর্য্য-আস্বাদনে শ্রীরাধার অধিকার নাই।" ইহা লীলার কথা ; যোগমায়ার শক্তিতে শ্রীরাধা-কৃষ্ণ নিজেদের স্বরূপের কথা ভুলিয়া রহিয়াছেন বলিয়াই শ্রীরাধা শ্রীকৃষ্ণকে পর-পুরুষ মনে করিতেছেন ; বস্তুতঃ শ্রীরাধা শ্রীকৃষ্ণের নিত্যকান্তা, শ্রীকৃষ্ণও শ্রীরাধার নিত্যকান্ত।

দস্যুগণের সহিত ইন্দ্রিয়বর্গের তুলনা দেওয়ার তাৎপর্য্য এই—পরধন-হরণের লোভে দস্যুগণ যেমন হিতাহিত জ্ঞান হারাইয়া ফেলে, ধর্ম্মাধর্ম্মবিচারের প্রতি কোনওরূপ লক্ষ্য রাখে না, তদ্রূপ শ্রীকৃষ্ণের রূপরসাদি আস্বাদনের বলবতী লালসায় শ্রীরাধার ইন্দ্রিরবর্গও সমস্ত হিতাহিত জ্ঞান হারাইয়া ফেলিয়াছে, তাঁহার ধর্ম্মাধর্ম্মবিচারের ক্ষমতা লোপ করিয়া দিয়াছে ; তাই কুলবধূ হইয়াও আর্য্য-পথাদি পরিত্যাগ পূর্ব্বক শ্রীকৃষ্ণমাধুর্য্য-আস্বাদনের নিমিত্ত তাঁহার ইন্দ্রিয়বর্গ তাঁহাকে উন্মত্ত করিয়া তুলিয়াছে।

শ্রীরাধার ভাবে রায়রামানন্দের নিকটে প্রভু বলিলেন—"সখি বিশাখে ! আমার দুঃখের কারণ কি, তাহা বলি শুন। শ্রীকৃষ্ণের রূপ-রসাদির মাধুর্য্য আস্বাদন করিবার নিমিত্ত আমার চক্ষু-কর্ণাদি ইন্দ্রিয়বর্গ অত্যন্ত লালসান্বিত হইয়াছে, এই লালসার তাড়নায় তাহারা যেন হিতাহিত জ্ঞানশূন্য হইয়াছে, ধর্ম্মাধর্ম্মবিচারের শক্তি হারাইয়াছে। সখি ! আমি কুলবতী, শ্রীকৃষ্ণ পরপুরুষ, তাঁহার মাধুর্য্য-আস্বাদনে আমার অধিকার নাই ; সুতরাং তাঁহার রূপরসাদির মাধুর্য্য-আস্বাদনের নিমিত্ত আমার ইন্দ্রিয়বর্গের এইরূপ উন্মাদকরী লালসা সঙ্গত নহে ; কিন্তু সখি ! লালসার উন্মাদনায় আমার ইন্দ্রিয়বর্গ হিতাহিত জ্ঞান হারাইয়াছে, শ্রীকৃষ্ণমাধুর্য্য-আস্বাদনের নিমিত্ত তাহারা যেন দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হইয়াছে। কাণ্ডাকাণ্ড-জ্ঞানশূন্য হইয়া দস্যুগণ যেমন পরধন-হরণের নিমিত্ত দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হয়, শ্রীকৃষ্ণমাধুর্য্য-আস্বাদনের নিমিত্ত আমার ইন্দ্রিয়বর্গেরও সেইরূপ দৃঢ় প্রতিজ্ঞা।"

১৫। **এক অশ্ব**—একটী মাত্র অশ্ব (প্রভুর মন)।

একক্ষণে—একই সময়ে, যুগপৎ।

শ্রীরাধাভাবে প্রভু বলিলেন—"সখি ! আমার একটি মাত্র মন ; পাঁচটী ইন্দ্রিয়ই একই সময়ে তাহাকে পাঁচদিকে খুব জোরের সহিত টানিতেছে। আমার মনকে—চক্ষু টানে শ্রীকৃষ্ণের রূপের দিকে, কর্ণ টানে শ্রীকৃষ্ণের কণ্ঠস্বরের দিকে, নাসিকা টানে অঙ্গগন্ধের দিকে, জিহ্বা টানে অধর-রসের দিকে, এবং ত্বক্ টানে গাত্রস্পর্শের দিকে। মনকে

ইন্দ্রিয়ে না করি রোষ, ইহাসভার কাহাঁ দোষ,
কৃষ্ণরূপাদি মহা আকর্ষণ।
রূপাদি-পাঁচ পাঁচে টানে, গেল পাঁচের পরাণে,
মোর দেহে না রহে জীবন ॥ ১৬

কৃষ্ণরূপামৃতসিন্ধু, তাহার তরঙ্গবিন্দু,
এক বিন্দু জগত ডুবায়।
ত্রিজগতে যত নারী, তার চিত্ত উচ্চগিরি,
তাহা ডুবায় আগে উঠি ধায় ॥ ১৭

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

প্রত্যেকেই প্রবল বেগে টানিতেছে, মন কোন্‌দিকে যাইবে বলতো সখি! একজনের পরে যদি আর একজন টানিত, রূপ-দেখার পরে যদি কণ্ঠস্বর শুনার লোভ জন্মিত, তাহা হইলে মনের কোনও অসুবিধাই হইত না। কিন্তু তা তো নহে সখি! আমার কোনও ইন্দ্রিয়েরই যে ক্ষণমাত্র বিলম্বও সহ্য হয়না ; সকলেই একসঙ্গে কৃষ্ণ-মাধুর্য্য আস্বাদন করিবার নিমিত্ত ব্যগ্র। মন কি করিবে সখি! বুকফাটা পিপাসায় অধীর হইয়া পাঁচজন লোক যদি একটী মাত্র জল-পাত্রের নিকটে একই সময়ে উপস্থিত হয়, আর কাহারও যদি ক্ষণমাত্র বিলম্বও সহ্য না হয়, তাহারা পাঁচজনেই যদি একই সময়ে জলপাত্রটীকে টানিতে থাকে, তাহা হইলে পাত্রটীর যে অবস্থা হয়, সখি! পঞ্চেন্দ্রিয়ের আকর্ষণে আমার মনেরও সেই অবস্থা। একটী মাত্র ঘোড়াকে পাঁচজনে যদি একই সময়ে পাঁচদিকে প্রবল শক্তিতে আকর্ষণ করে, তাহা হইলে ঘোড়াটীর যে অবস্থা হয়, পঞ্চেন্দ্রিয়ের যুগপৎ আকর্ষণে আমার মনেরও সেই অবস্থা ; সখি! এই অবস্থায় ঘোড়া যেমন প্রাণে বাঁচিতে পারে না, আমার মনও যেন তেমনি প্রাণশূন্য হইয়া গিয়াছে, মনের আর চেতনা-শক্তি নাই। সখি! বল দেখি, এ দুঃখ কি সহ্য হয়?”

১৬। **ইন্দ্রিয়ে না করি রোষ**—পাঁচটী ইন্দ্রিয় একই সময়ে একটি মনকে পাঁচদিকে টানিতেছে বলিয়া ইন্দ্রিয়গণের উপরে রাগ (ক্রোধ) করিতে পারি না।

ইহা সভার কাহাঁ দোষ—ইন্দ্রিয়বর্গের দোষ কোথায়? তাহাদের কোনও দোষ নাই। **কৃষ্ণ-রূপাদি মহা আকর্ষণ**—শ্রীকৃষ্ণের রূপরসাদিই প্রবল শক্তিতে ইন্দ্রিয়গণকে আকর্ষণ করিতেছে; ইন্দ্রিয়গণ আবার মনের সঙ্গে আবদ্ধ ; তাই রূপাদির আকর্ষণে ইন্দ্রিয়গণ যখন আকৃষ্ট হয়, তাহাদের সঙ্গে সঙ্গে মনও আকৃষ্ট হয়। সুতরাং মনের উপর যে আকর্ষণ, তাহা স্বরূপতঃ ইন্দ্রিয়গণের আকর্ষণ নহে, কৃষ্ণ-রূপাদিরই আকর্ষণ ইন্দ্রিয়গণের যোগে মনের উপর ক্রিয়া করিতেছে। **রূপাদি পাঁচ**—রূপ, রস, গন্ধ, স্পর্শ ও শব্দ এই পাঁচ বস্তু। **পাঁচে টানে**—চক্ষু-কর্ণাদি পাঁচটী ইন্দ্রিয়কে আকর্ষণ করে। **গেল পাঁচের পরাণে**—পঞ্চেন্দ্রিয়ের প্রাণ গেল। **জীবন**—প্রাণ।

শ্রীরাধার ভাবে প্রভু বলিলেন—“সখি! আমার মনকে আকর্ষণ করিতেছে বলিয়া ইন্দ্রিয়বর্গকে দোষ দিতে পারি না ; তাহাদের উপর রাগ করিতে পারি না। তাহাদের কোনও দোষ নাই ; কারণ, ইন্দ্রিয়বর্গ স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া আমার মনকে আকর্ষণ করিতেছে না। শ্রীকৃষ্ণের রূপাদিই আমার ইন্দ্রিয়বর্গকে প্রবল শক্তিতে আকর্ষণ করিতেছে—শ্রীকৃষ্ণরূপাদির আকর্ষণে বাধা দিবার শক্তি আমার ইন্দ্রিয়বর্গের নাই। সুবৃহৎ চুম্বকের আকর্ষণে যেমন ক্ষুদ্র লৌহখণ্ড বাধা দিতে পারে না, চুম্বকের দিকে যেমন লৌহখণ্ডকে আকৃষ্ট হইতেই হয়, শ্রীকৃষ্ণ-রূপাদির আকর্ষণেও তদ্রূপ আমার ইন্দ্রিয়বর্গ আকৃষ্ট না হইয়া স্থির থাকিতে পারে না। ইন্দ্রিয়ের সঙ্গে মনের যোগ আছে বলিয়াই শ্রীকৃষ্ণ-রূপাদির আকর্ষণে ইন্দ্রিয়গণের সঙ্গে সঙ্গে মনও আকৃষ্ট হইতেছে। সখি! শ্রীকৃষ্ণের রূপ আমার চক্ষুকে, তাঁহার কণ্ঠস্বর আমার কর্ণকে, তাঁহার অঙ্গ-গন্ধ আমার নাসিকাকে, তাঁহার অধর-সুধা আমার রসনাকে এবং তাঁহার গাত্র-স্পর্শের শীতলতা আমার ত্বক্‌কে আকর্ষণ করিতেছে—এই আকর্ষণ এত প্রবল যে, আকর্ষণের প্রভাবে আমার ইন্দ্রিয়বর্গ যেন প্রাণহীন হইয়া পড়িয়াছে। সখি! আমার ইন্দ্রিয়বর্গই যখন প্রাণ হারাইতেছে, আমার দেহে আর কিরূপে প্রাণ থাকিবে?”

এই ত্রিপদী পর্য্যন্ত “শ্রীগোপেন্দ্রসুতঃ স কর্ষতি বলাৎ পঞ্চেন্দ্রিয়াণ্যালি মে” অংশের অর্থ।

১৭। শ্রীকৃষ্ণরূপাদির আকর্ষণের কথা সাধারণভাবে বলিয়া এক্ষণে রূপ-রসাদির প্রত্যেকটীর আকর্ষণের কথা বিশেষভাবে বলিতেছেন।

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

"সৌন্দর্য্যামৃতসিন্ধুভঙ্গললনাচিত্তাদ্রিসংপ্লাবক" অংশের অর্থ করিতেছেন।

কৃষ্ণরূপামৃতসিন্ধু—শ্রীকৃষ্ণের রূপ অমৃতের সমুদ্রতুল্য; সমুদ্র যেমন অসীম, শ্রীকৃষ্ণের রূপমাধুর্য্যও তেমনি অসীম; সমুদ্রে যেমন তরঙ্গ খেলা করিয়া থাকে, শ্রীকৃষ্ণের দেহেও তদ্রূপ নিত্য-নবনবায়মান রূপের লহরী খেলা করিয়া থাকে। অমৃতপানে যেমন সমস্ত গ্লানি দূরীভূত হয়, দেহে যেন নবজীবনেব সঞ্চার হয়, শ্রীকৃষ্ণরূপ-দর্শনেও তদ্রূপ সর্ব্ববিধ দুঃখের নিরসন হয়, প্রাণে এক অনির্ব্বচনীয় আনন্দের উদয় হয়। অমৃতের স্বাদের যেমন তুলনা নাই, শ্রীকৃষ্ণের রূপমাধুর্য্যেরও তেমনি আর তুলনা নাই।

তাহার তরঙ্গবিন্দু—শ্রীকৃষ্ণরূপামৃত-সমুদ্রের যে তরঙ্গ (লাবণ্য), তাহার এক বিন্দু। শ্রীকৃষ্ণের রূপের এক কণিকা। **একবিন্দু**—তরঙ্গের এক বিন্দু; রূপের এক কণিকা। **জগত ডুবায়**—"যে রূপের এককণ, ডুবায় সব ত্রিভুবন। ২।২১।৮৪॥" সমস্ত জগতকে প্লাবিত করে। জগতকে প্লাবিত করার নিমিত্ত শ্রীকৃষ্ণের সমস্ত রূপের প্রয়োজন হয় না, রূপের এক কণিকাই যথেষ্ট; ইহা দ্বারা শ্রীকৃষ্ণরূপের অলৌকিক মাহাত্ম্য প্রকাশিত হইতেছে। **"ডুবায়"** শব্দের তাৎপর্য্য বোধ হয় এইরূপঃ—যাহা জলে ডুবিয়া যায়, তাহার সকল দিকেই যেমন জল থাকে, আর তাহার ভিতরেও যেমন জল প্রবেশ করে, তদ্রূপ শ্রীকৃষ্ণরূপের এক কণিকাতেই জগতকে এমন ভাবে ডুবাইতে পারে যে, সমগ্র জগদ্বাসী ভিতরে বাহিরে সর্ব্বত্রই কেবল শ্রীকৃষ্ণরূপই দেখে, শ্রীকৃষ্ণরূপ ব্যতীত আর কিছুই দেখিতে পায় না। নয়ন মুদিলেও কৃষ্ণরূপ দেখে, মেলিলেও কৃষ্ণরূপই দেখে।

চিত্ত উচ্চগিরি—চিত্তরূপ উচ্চ পর্ব্বত; পাতিব্রত্যাদি চিত্তের উচ্চভাব। স্ত্রীলোকের পাতিব্রত্যকে উচ্চ-গিরির সঙ্গে তুলনা করার তাৎপর্য্য এইরূপ বলিয়া মনে হয়ঃ—পর্ব্বত যেমন ঝড়বৃষ্টি আদি কিছুতেই বিচলিত হয় না, কুলবতীদিগের সতীত্বও তদ্রূপ অচল, অটল। তাঁহারা অম্লানবদনে অগ্নি-কুণ্ডাদিতে প্রবেশ করিয়া প্রাণত্যাগ করিতে পারেন, তথাপি সতীত্ব বিসর্জ্জন দিতে পারেন না। আবার, উচ্চপর্ব্বত যেমন চতুর্দ্দিকস্থ সমস্ত বস্তুর উপরে মস্তক উন্নত করিয়া দণ্ডায়মান থাকে, তদ্রূপ রমণীদিগের সতীত্বও তাহাদের অন্যান্য গুণের শীর্ষস্থানে অবস্থান করে; সতীত্বই রমণীগণের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ গুণ; উচ্চপর্ব্বত যেমন বহুদূর হইতেও দৃষ্টিগোচর হয়, কুলবতীদিগের সতীত্বের খ্যাতিও বহুদূর হইতেই শ্রুত হয়।

তাহা ডুবায়—সেই উচ্চগিরিকে ডুবাইয়া ফেলে। **আগে উঠি ধায়**—অগ্রভাগে উঠিয়া ধাবিত হয় (তরঙ্গবিন্দু); নারীর চিত্তরূপ উচ্চগিরিকে সম্পূর্ণরূপে ডুবাইয়া ফেলে এবং চিত্তরূপ-গিরির অগ্রভাগে উঠিয়া প্রবল বেগে ধাবিত হয়; গিরির অস্তিত্বের আর কোনও চিহ্নই দেখিতে পাওয়া যায় না। তাৎপর্য্য এই যে, শ্রীকৃষ্ণ-রূপের এক কণিকার দর্শন পাইলেই ত্রিজগতে যত সতী কুলবতী আছেন, তাঁহারা তাঁহাদের প্রাণাপেক্ষাও প্রিয় কুলধর্ম্মকে বিসর্জ্জন দিয়া শ্রীকৃষ্ণের রূপ-সাগরে ঝাঁপ দিয়া থাকে। **অথবা,** আগে উঠি ধায়—অগ্রে (সম্মুখভাগে) উঠাইয়া (সংস্থাপিত করিয়া) ধাবিত হয়। সামান্য তৃণখণ্ড সমুদ্রের তরঙ্গের আগে আগে যেমন ভাসিয়া চলিয়া যায়, তদ্রূপ শ্রীকৃষ্ণরূপের তরঙ্গের শক্তিও এত অধিক যে, তাহাতে নারীগণের চিত্তরূপ উচ্চগিরিও (সতীত্ব) মূলোৎপাটিত হইয়া যায় এবং তখন ঐ উচ্চগিরি (সতীত্ব) তরঙ্গের আগে আগে ক্ষুদ্র তৃণখণ্ডের ন্যায় অতি দ্রুতবেগে কোথায় যে ভাসিয়া চলিয়া যায়, তাহা আর বলা যায় না।

এই দুই ত্রিপদীতে শ্রীকৃষ্ণরূপের অদ্ভুত-আকর্ষণ-শক্তি এবং চক্ষুর উপরে ঐ রূপের ক্রিয়ার কথা বলা হইয়াছে।

শ্রীরাধার ভাবে শ্রীমন্মহাপ্রভু রায়-রামানন্দকে বলিলেন—"সখি! শ্রীকৃষ্ণরূপের অদ্ভুত শক্তির কথা আর কি বলিব। শ্রীকৃষ্ণরূপের যে মধুরতা, তাহার নিকটে অমৃতের মধুরতাও সম্পূর্ণ রূপে পরাভূত; আবার শ্রীকৃষ্ণরূপের এই মাধুর্য্য, সমুদ্রের ন্যায়ই সীমাশূন্য এবং তলশূন্য। ইহার এক বিন্দুই সমস্ত জগতকে সম্পূর্ণরূপে ডুবাইয়া দিতে সমর্থ—

কৃষ্ণের বচন-মাধুরী, নানারস-নর্ম্ম ধারী
তার অন্যায় কহন না যায়।
জগতের নারীর কাণে, মাধুরী গুণে বান্ধি টানে,
টানাটানি কাণের প্রাণ যায়॥ ১৮

কৃষ্ণ-অঙ্গ সুশীতল, কি কহিব তার বল,
ছটায় জিনে কোটীন্দু চন্দন।
সশৈল নারীর বক্ষ, তাহা আকর্ষিতে দক্ষ,
আকর্ষয়ে নারীগণমন॥ ১৯

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

জগতকে ডুবাইয়া, ত্রিজগতের যত কুলবতী রমণী আছে, তাহাদের সতীত্বের মুলোৎপাটন করিয়া স্রোতের মুখে সামান্য তৃণখণ্ডের ন্যায়, বহু দূরে ভাসাইয়া লইয়া যাইতে সমর্থ। সখি! ত্রিজগতে এমন কোন্ রমণী আছেন, যিনি শ্রীকৃষ্ণরূপ দর্শন করিয়া তাঁহার সতীত্ব রক্ষা করিতে সমর্থ হইয়াছেন?"

১৮। এক্ষণে "কর্ণানন্দিসনর্ম্মরম্যবচনঃ" অংশের অর্থ করিতেছেন। এস্থলে শ্রীকৃষ্ণের কণ্ঠস্বরের শক্তি এবং কর্ণের উপর তাহার ক্রিয়ার কথা বলা যাইতেছে।

বচন-মাধুরী—কথার মাধুর্য্য। **নানারস-নর্ম্মধারী**—নানাবিধ রসপূর্ণ পরিহাসময়। শ্রীকৃষ্ণের বচন (বাক্য, কথা) কিরূপ, তাহা বলিতেছেন; শ্রীকৃষ্ণের বচন নর্ম্ম-পরিহাসে পরিপূর্ণ এবং নানাবিধ রসের উৎস। শৃঙ্গারাদি নানাবিধ রস-সম্বন্ধীয় পরিহাসে পরিপূর্ণ। **তার অন্যায়**—শ্রীকৃষ্ণের বচন-মাধুরীর অসঙ্গত আচরণের কথা। **কহন না যায়**—বর্ণনাতীত, যাহা বর্ণনা করিবার ভাষা পাওয়া যায় না। **মাধুরী গুণে**—বচন-মাধুর্য্যরূপ রজ্জুদ্বারা; **গুণ**—রজ্জু। **বান্ধি টানে**—মাধুরীরূপ রজ্জুদ্বারা কানকে বাঁধিয়া টানে।

শ্রীরাধার ভাবে প্রভু বলিলেন—"সখি! শ্রীকৃষ্ণের কণ্ঠস্বর স্বভাবতঃই মধুর; শুধু কণ্ঠস্বর শুনিবার নিমিত্তই জগতের নারীগণ উৎকণ্ঠিতা। তাহার উপর আবার ঐ মধুর কণ্ঠস্বরের সহিত শ্রীকৃষ্ণ যে সকল কথা প্রকাশ করেন, তাহা নানাবিধ নর্ম্ম-পরিহাসাদিতে পরিপূর্ণ এবং শৃঙ্গারাদি নানাবিধ রসের উৎসতুল্য। সখি! শ্রীকৃষ্ণের বচন-মাধুর্য্যের কথা আর কি বলিব? কোনও নিষ্ঠুর উৎপীড়ক ব্যক্তি কোনও জীবের কানে রজ্জু লাগাইয়া খুব জোরে আকর্ষণ করিলে কানের যে-অবস্থা হয়, শ্রীকৃষ্ণের বচন-মাধুর্য্যের আকর্ষণেও জগতের নারীগণের কানের সেই অবস্থা হইয়াছে। কানে রজ্জু লাগাইয়া টানিলে কান যেমন রজ্জুর দিকেই উন্মুখ হইয়া থাকে, নারীগণের কানও তদ্রূপ শ্রীকৃষ্ণের বচন-মাধুরীর দিকেই উন্মুখ হইয়া আছে, সর্ব্বদা শ্রীকৃষ্ণের মর্ম্ম-পরিহাসময় মধুর বচন শুনিবার নিমিত্তই উৎকণ্ঠিত। এই উৎকণ্ঠার যন্ত্রণা, কর্ণ-সংলগ্ন রজ্জুর যন্ত্রণা হইতেও তীব্রতর। সখি! নারীগণের উপরে, শ্রীকৃষ্ণের বচন-মাধুর্য্যের এইরূপ উৎপীড়ন যে কতদূর অসঙ্গত, তাহা কি বলিয়া শেষ করা যায়?"

১৯। এক্ষণে "কোটীন্দুশীতাঙ্গকঃ" অংশের অর্থ করিতেছেন। এস্থলে শ্রীকৃষ্ণের স্পর্শের শক্তির কথা বলিতেছেন।

কৃষ্ণ-অঙ্গ—শ্রীকৃষ্ণের শরীর। **সুশীতল**—সু (উত্তম অর্থাৎ তৃপ্তিদায়ক ও আনন্দজনকরূপে) শীতল। যে শীতলতায় অত্যন্ত তৃপ্তি জন্মে, অত্যন্ত আনন্দ জন্মে, অথচ যাহাতে শৈত্যের তীব্রতাজনিত দুঃখ নাই, সেইরূপ শীতল। **কি কহিব তার বল**—তার শক্তি (বলের) কথা আর কি বলিব? **ছটায়**—যাহার লেশমাত্র। **জিনে**—পরাজিত করে, জয়লাভ করে। **কোটীন্দু-চন্দন**—কোটি চন্দ্র এবং চন্দন। চন্দ্র এবং চন্দন শীতলতার জন্য বিখ্যাত; কিন্তু শ্রীকৃষ্ণাঙ্গের শীতলতার নিকটে কোটি কোটি চন্দ্রের এবং চন্দনের শীতলতাও পরাজিত। ইহা শ্লোকস্থ "কোটীন্দু" শব্দের অর্থ; চন্দনের অপর একটী নাম "চন্দ্রদ্যুতি"; তাই বোধ হয় শ্লোকস্থ 'ইন্দু'-শব্দের দুইটী অর্থ ধরিয়া এক অর্থে চন্দ্র এবং অপর অর্থে "চন্দ্রদ্যুতি" বা চন্দন করিয়াছেন এবং তাহাতেই "কোটীন্দু"-শব্দের অনুবাদে 'কোটীন্দু-চন্দন" লিখিয়াছেন। **সশৈল**—শৈল (পর্ব্বত) যুক্ত; পর্ব্বতযুক্ত। ইহা বক্ষের বিশেষণ। **বক্ষ**—বক্ষঃস্থল। **সশৈল নারীর বক্ষ**—নারীর সশৈল বক্ষঃস্থল; যুবতী রমণীর সমুন্নত স্তনযুক্ত বক্ষঃস্থল। রমণীর সমুন্নত স্তনদ্বয়কেই

কৃষ্ণাঙ্গ-সৌরভ্যভর, মৃগমদ-মদহর,
নীলোৎপলের হরে গর্ববধন।
জগত-নারীর নাসা, তার ভিতর করে বাসা,
নারীগণের করে আকর্ষণ ॥ ২০

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

শৈল বা পর্ব্বত বলা হইয়াছে। "সশৈল"-স্থলে কোনও কোনও গ্রন্থে "সুশৈল" পাঠও আছে; সুশৈল অর্থ উত্তম শৈল বা উচ্চ পর্ব্বত। সুশৈল নারীর বক্ষ—নারীর বক্ষোরূপ সুশৈল (বা উচ্চ পর্ব্বত); যুবতী রমণীর সমুন্নত স্তনযুগল। এস্থলে "শৈল" শব্দের ধ্বনি বোধ হয় এইরূপঃ—চন্দ্রের আকর্ষণে সমুদ্রে জোয়ার-ভাটা হয়; চন্দ্র জলকে আকর্ষণ করিতে পারে, ইহাই বুঝা যায়; আকর্ষণ করিতে পারিলেও জলকে চন্দ্র নিজের নিকটে নিতে পারেনা, সমুদ্রবক্ষেই মাত্র জলের চাঞ্চল্য উৎপাদন করিতে পারে। কিন্তু কোটি কোটি চন্দ্রের সমবেত আকর্ষণও পর্ব্বতের সামান্যমাত্র চঞ্চলতা উৎপাদন করিতে পারে না। আর কৃষ্ণাঙ্গ-শীতলতা, রমণীর স্তনরূপ দুইটী পর্ব্বতকে তাহাদের আশ্রয়স্থল বক্ষের সহিত আকর্ষণ করিয়া কৃষ্ণের নিকটে লইয়া যাইতে সমর্থ। **তাহা**—নারীর বক্ষ। **আকর্ষিতে**—আকর্ষণ করিতে; স্পর্শের নিমিত্ত প্রলুব্ধ করিতে। **দক্ষ**—পটু; সমর্থ। শ্রীকৃষ্ণাঙ্গের সুশীতলতা যুবতী রমণীগণের সমুন্নত বক্ষঃস্থলকে স্পর্শ-লাভের নিমিত্ত প্রলুব্ধ করিতে সমর্থ; শ্রীকৃষ্ণাঙ্গের সুশীলতায় মুগ্ধ হইয়া যুবতী রমণীগণ বক্ষঃস্থলদ্বারা তাঁহাকে আলিঙ্গন করিতে লালায়িত হয়।

শ্রীমন্‌মহাপ্রভু কিশোরী শ্রীরাধিকার ভাবে শ্রীকৃষ্ণাঙ্গ-স্পর্শের নিমিত্ত লালসান্বিত হইয়াছেন বলিয়াই বিশেষ-ভাবে যুবতী রমণীগণের পঞ্চেন্দ্রিয়-স্পৃহার কথা সর্ব্বত্র বলিয়াছেন।

শ্রীরাধিকার ভাবে প্রভু বলিলেন—"সখি! শ্রীকৃষ্ণের অঙ্গের সুশীতলতার তুলনা জগতে মিলে না; আমরা জানি, আমাদের ব্যবহারের জিনিসের মধ্যে চন্দনই সর্ব্বাপেক্ষা শীতল; আমাদের দর্শনীয় বস্তুসমূহের মধ্যেও চন্দ্রই সর্ব্বাপেক্ষা শীতল; কিন্তু সখি! কৃষ্ণাঙ্গের শীতলতার নিকটে ইহারা নিতান্ত নগণ্য; সমগ্র শীতলতার কথা তো দূরে, শ্রীকৃষ্ণাঙ্গের শীতলতার এক কণিকার নিকটেও কোটি কোটি চন্দ্র এবং রাশি রাশি চন্দনের শীতলতা সম্পূর্ণরূপে পরাজিত; এই শীতলতার যে কি অপূর্ব্ব শক্তি, তাহা আর কি বলিব? সুশীতল চন্দ্র সমুদ্রের তরল জলকেই আকর্ষণ করিতে পারে, কিন্তু আকর্ষণ করিলেও জলকে নিজের নিকটে লইয়া যাইতে পারে না, কেবলমাত্র জলের সামান্য একটু চাঞ্চল্য উৎপাদন করিয়া সমুদ্র-বক্ষে তরঙ্গের সৃষ্টি করে মাত্র; ক্ষুদ্রতম পর্ব্বতকেও আকর্ষণ করিবার শক্তি চন্দ্রের নাই। কিন্তু সখি! কৃষ্ণাঙ্গের শীতলতার অপূর্ব্ব-শক্তির কথা বলি শুন; ইহা যুবতী রমণীগণের সমুন্নত স্তনরূপ পর্ব্বত-দ্বয়কে পর্য্যন্ত আকর্ষণ করিতে সমর্থ! কেবল একটী নয়, দুইটী সমুচ্চ পর্ব্বতকেই আকর্ষণ করিবার শক্তি কৃষ্ণাঙ্গ শীতলতার আছে; আবার কেবল পর্ব্বতদ্বয়কে নহে, তাহাদের আশ্রয়-স্থল বক্ষকে পর্য্যন্ত আকর্ষণ করিবার শক্তি ইহার আছে। পর্ব্বতের আশ্রয় যে পৃথিবী, সেই পৃথিবীর সহিত পর্ব্বতকে আকর্ষণ করিয়া চন্দ্র যদি নিজের নিকটে নিতে পারিত, তাহা হইলে বরং চন্দ্রের শীতলতার সহিত কৃষ্ণাঙ্গ-শীতলতার কিছু তুলনা হইতে পারিত; কিন্তু একচন্দ্রের কথা কি বলিব সখি! কোটিচন্দ্রও তাহা পারে না; অচল পর্ব্বতকে নেওয়ার কথা তো দূরে, তরল জলকেও বুঝি কোটিচন্দ্রের সমবেত আকর্ষণ চন্দ্রের নিকটে নিতে পারে না। সখি! কৃষ্ণাঙ্গের সুশীতলত্ব অনির্ব্বচনীয়, অতুলনীয়! এই অনির্ব্বচনীয় শক্তি-সম্পন্ন শীতলত্ব রমণীগণের চিত্তকে আকর্ষণ করিয়া কৃষ্ণাঙ্গ-স্পর্শের নিমিত্ত লালসান্বিত করিয়াছে।"

২০। এক্ষণে "সৌরভ্যামৃত-সংপ্লাবিত-জগৎ"-শব্দের অর্থ করিতেছেন। এস্থলে কৃষ্ণের অঙ্গ-গন্ধের শক্তি এবং নাসিকার উপর তাহার ক্রিয়ার কথা বলিতেছেন।

সৌরভ্যভর—সুগন্ধের আতিশয্য। **মৃগমদ**—কস্তুরী। **মদ**—মত্ততা, গর্ব্ব। **মৃগমদ-মদ-হর**—কস্তুরীর গর্ব্ব-হরণকারী। কস্তুরীর সুগন্ধ অত্যন্ত মনোরম; এই অপূর্ব্ব সুগন্ধের জন্য কস্তুরীর যে গর্ব্ব বা গৌরব, শ্রীকৃষ্ণের

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

অঙ্গগন্ধ তাহা হরণ করে; অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণের অঙ্গ-গন্ধের নিকটে কস্তরীর সুগন্ধ নিতান্ত নগণ্য। আবার কস্তরীর গন্ধ দীর্ঘকাল স্থায়ীও হয়; যে গৃহে কস্তরী কিছুক্ষণ রক্ষিত হয়, কস্তরী বাহির করিয়া আনার পরেও সেই গৃহে বহুক্ষণ পর্য্যন্ত তাহার গন্ধ পাওয়া যায়। গন্ধের এইরূপ স্থায়িত্বের জন্যও কস্তরীর যে গৌরব, কৃষ্ণাঙ্গ-গন্ধের স্থায়িত্বের নিকটে তাহাও নগণ্য; কারণ, শ্রীকৃষ্ণের অঙ্গ-গন্ধ নারীগণের নাসিকার মধ্যে যেন বাসা করিয়াই সর্ব্বদা বাস করে। কৃষ্ণাঙ্গ-গন্ধের ব্যাপকতার নিকটেও কস্তরী-গন্ধ নগণ্য।

কোনও কোনও গ্রন্থে "মৃগমদ-মনোহর" পাঠ আছে; ইহার অর্থ—কস্তরীর গন্ধ লোকমাত্রেরই মনকে হরণ করিয়া থাকে; কিন্তু শ্রীকৃষ্ণের অঙ্গ-গন্ধ এতই মনোরম যে, স্বয়ং কস্তরীও তাহাতে মুগ্ধ হইয়া যায়।

নীলোৎপল—নীলপদ্ম। **হরে**—হরণ করে। **গর্ব্বধন**—গর্ব্বরূপ ধন; নীলোৎপল অত্যন্ত সুগন্ধি; এই সুগন্ধের জন্য নীলোৎপলের যে গর্ব্ব, কৃষ্ণাঙ্গ-গন্ধের নিকটে তাহাও খর্ব্ব হইয়া যায়।

মৃগমদ ও নীলোৎপলের সুগন্ধ স্বতন্ত্রভাবে কৃষ্ণাঙ্গ-গন্ধের নিকটে পরাজিত তো হয়ই, উভয়ের মিলনে যে অপূর্ব্ব সুগন্ধের উদ্ভব হয়, কৃষ্ণাঙ্গ-গন্ধের নিকটে তাহাও সম্যক্রূপে পরাজিত। "মৃগমদ নীলোৎপল মিলনে যে পরিমল, যেই হরে তার গর্ব্বমান। হেন কৃষ্ণ-অঙ্গ-গন্ধ, যার নাহি সে সম্বন্ধ, সেই নাসা ভস্ত্রার সমান। ২।২।২৯॥"

জগত-নারীর নাসা—জগতে যত রমণী আছে, তাহাদের নাসিকা (নাক)। **তার ভিতর**—নাসিকার মধ্যে। **করে বাসা**—বাসস্থান নির্ম্মাণ করে; সর্ব্বদা স্থায়ীভাবে বাস করে। জগতে যত নারী আছে, তাহাদের সকলের নাসিকার মধ্যেই শ্রীকৃষ্ণের অঙ্গগন্ধ বাসা করিয়াছে (স্থায়িভাবে বাস করে); অর্থাৎ যে রমণীর নাসিকায় একবার মাত্র শ্রীকৃষ্ণের অঙ্গ-গন্ধ প্রবেশ করিয়াছে, তাহার নাকে সর্ব্বদাই ঐ অপরূপ সুগন্ধ অনুভূত হইয়া থাকে—এমনই কৃষ্ণের গন্ধ-গন্ধের অপূর্ব্বশক্তি। **নারীগণের করে আকর্ষণ**—শ্রীকৃষ্ণের অঙ্গ-গন্ধ আঘ্রাণের নিমিত্ত নারীগণের চিত্তকে আকর্ষণ করে। অঙ্গ-গন্ধ, নারীগণের নাসিকায় সর্ব্বদা বাসা করিয়া থাকা সত্ত্বেও "নারীগণের করে আকর্ষণ" বলাতে বুঝা যাইতেছে, প্রতিক্ষণে অনুভূত হইলেও এই অঙ্গ-গন্ধ অনুভবের স্পৃহা প্রতি মুহূর্ত্তেই যেন উত্তরোত্তর বর্দ্ধিত হইয়া থাকে। ইহা অনুরাগের লক্ষণ।

শ্রীরাধার ভাবে প্রভু বলিলেন—"সখি! কৃষ্ণের অঙ্গ-গন্ধের যে অপূর্ব্ব চমৎকারিতা, তাহার কথাই বা কি বলিব? ইহা বাক্যের দ্বারা প্রকাশ করার শক্তি কাহারও নাই; এমন কোনও সুগন্ধি বস্তুও জগতে নাই, যাহার সঙ্গে তুলনা করিয়া কৃষ্ণাঙ্গ-গন্ধের কিঞ্চিৎ আভাস দেওয়া যাইতে পারে। সুগন্ধি দ্রব্যের মধ্যে দুইটীকেই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বলিয়া আমরা জানি—মৃগমদ, আর নীলোৎপল। কিন্তু সখি! কৃষ্ণাঙ্গ-সৌরভের নিকটে ইহারা উভয়েই নিতান্ত নগণ্য—গন্ধের চমৎকারিতায়ও নগণ্য, গন্ধের স্থায়িত্বেও নগণ্য, আবার গন্ধের ব্যাপকতায়ও নগণ্য। মৃদমদ বা নীলোৎপল যে স্থানে নেওয়া যায়, সে স্থানে অনেকক্ষণ তাহার গন্ধ থাকে বটে; কিন্তু সখি! তা কতক্ষণই বা থাকে? চিরকাল তো আর থাকে না? দু'চার মাসও থাকে না। কিন্তু সখি! যে রমণীর নাসিকায় কৃষ্ণের অঙ্গগন্ধ একবার প্রবেশ করে, সেই রমণী সর্ব্বদাই—চিরকালই নিজের নাসিকায় সেই অপূর্ব্ব সুগন্ধ অনুভব করিতে থাকে; এই সুগন্ধ যেন তাহার নাসিকায় স্থায়ী বাসস্থানই নির্ম্মাণ করিয়া থাকে। আরও অপূর্ব্ব বিশিষ্টতার কথা শুন সখি! যে স্থানে মৃদমদ (বা নীলোৎপল) থাকে, কেবল সেই স্থানেই অল্প কতটুকু যায়গা ব্যাপিয়া ইহার গন্ধ প্রসারিত হয়, ইহা কখনও সমস্ত জগৎ ব্যাপিয়া প্রসারিত হয় না। কিন্তু সখি! কৃষ্ণের অঙ্গ-গন্ধ কেবল দু-একজন নারীর নাসিকাতেই সীমাবদ্ধ হইয়া থাকে না, জগতে যে স্থানে যত নারী আছে, তাহাদের সকলের নাসিকাতেই তাহার ব্যাপ্তি। আবার আরও একটী অপূর্ব্বতা এই যে, এই গন্ধ রমণীগণের নাসিকায় সর্ব্বদা বাস করিলেও ইহাকে আরও অধিকতর-রূপে আঘ্রাণ করার নিমিত্ত প্রতি মুহূর্ত্তেই বলবতী উৎকণ্ঠা জন্মে, আঘ্রাণের পিপাসার যেন কিছুতেই শান্তি হয় না, বরং উত্তরোত্তর ইহা বর্দ্ধিতই হইয়া থাকে।"

কৃষ্ণের অধরামৃত, তাতে কর্পূর মন্দস্মিত,
স্বমাধুর্য্যে হরে নারীমন।
ছাড়ায় অন্যত্র লোভ, না পাইলে মনে ক্ষোভ,
ব্রজনারীগণের মূলধন॥ ২১

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

সখি! এই সমস্ত গুণেই শ্রীকৃষ্ণের অঙ্গ-গন্ধ নারীগণের চিত্তকে আকৃষ্ট করিয়া তাহার আঘ্রাণের নিমিত্ত লালসান্বিত করে।"

২১। এক্ষণে "পীযূষরম্যাধর" শব্দের অর্থ করিতেছেন। এস্থলে শ্রীকৃষ্ণের অধর-রসের শক্তি এবং রসনার উপর তাহার প্রভাবের কথা বলিতেছেন।

অধরামৃত—অধরের অমৃত, চুম্বন ও চর্ব্বিত তাম্বূলাদি। **তাতে**—অধরামৃতে। **স্মিত**—হাসি। **কর্পূর মন্দস্মিত**—মন্দহাসিরূপ কর্পূর। কর্পূরের ধবলতার সঙ্গে মন্দহাসির শুভ্রতা, সরলতা এবং চিত্তের ভাব-প্রকাশকতার তুলনা করা হইয়াছে।

অমৃতের সঙ্গে কর্পূর মিশ্রিত করিলে, অমৃতের অপূর্ব্ব স্বাদে কর্পূরের সুগন্ধের যোগ হয়। শ্রীকৃষ্ণের অধর-সুধার সঙ্গে মন্দহাসির যোগ হওয়াতে অধর-সুধাও অপূর্ব্ব চমৎকারিতাযুক্ত হইয়াছে। এই চমৎকারিতাময় অধর-সুধার মাধুর্য্যে নারীগণের চিত্ত মুগ্ধ হইয়া যায়।

কর্পূর-বাসিত অমৃতের সুগন্ধের আকর্ষণে তাহা আস্বাদনের নিমিত্ত দূর হইতেই লোকের লোভ জন্মে, তদ্রূপ দূর হইতে শ্রীকৃষ্ণের অধরোষ্ঠে মৃদুমধুর হাসি দেখিলেই তাঁহার অধর-সুধা পান করিবার নিমিত্ত যুবতীগণের প্রাণে লোভ জন্মে। কর্পূর-গন্ধ যেমন অমৃতের দিকে চিত্তকে আকৃষ্ট করে, শ্রীকৃষ্ণের মন্দহাসিও তদ্রূপ তাঁহার অধর-সুধার দিকে নারীগণের চিত্তকে আকৃষ্ট করে।

ছাড়ায়—অধরামৃত ছাড়াইয়া দেয়। **অন্যত্র লোভ**—অন্য বস্তুতে লালসা। শ্রীকৃষ্ণের অধরামৃতের এমনি অপূর্ব্ব আস্বাদন-চমৎকারিতা আছে যে, ইহা একবার আস্বাদন করিলে, অন্য কোনওরূপ সুস্বাদু বস্তু আস্বাদনের নিমিত্তই আর লোভ থাকে না। তাই ব্রজসুন্দরীগণ বলিয়াছেন—"ইতর-রাগ-বিস্মারণং নৃণাং বিতর বীর নস্তেঽধরামৃতম্॥ শ্রীভা, ১০।৩১।১৪॥" **না পাইলে**—অধরসুধা না পাইলে। **মূলধন**—শ্রীকৃষ্ণের অধর-রসই ব্রজনারীগণের মূলধন বা মুখ্য কামনার বস্তু। ব্যবসায়ী মহাজনগণ ব্যবসায় করিবার উদ্দেশ্যে যে টাকা ঘর হইতে বাহির করিয়া দেন, তাহাকে বলে তাঁহাদের ব্যবসায়ের মূলধন। এই টাকা দিয়া ব্যবসায়ের নিমিত্ত যখন জিনিস খরিদ করা হয়, তখন ঐ জিনিসই মূলধনরূপে দাঁড়ায়। এই জিনিস যখন গ্রাহকদের নিকটে বিক্রয় করা হয়, তখন গ্রাহক যে টাকা দেয়, সেই টাকাতেই আবার মূলধন পর্য্যবসিত হয়। বড় বড় মহাজনগণ প্রথমতঃ পাইকার-গ্রাহকগণকে জিনিস দেন, পাইকারগণ জিনিস পাওয়া মাত্রই মূল্য দেয় না, নির্দ্দিষ্ট সময়ের মধ্যে মূল্য দিয়া থাকে; সুতরাং প্রথমতঃ মহাজনের মূলধন জিনিসরূপে পাইকারের হাতেই চলিয়া যায়। ব্রজসুন্দরীদিগের অবস্থাও এইরূপ; তাঁহারা প্রেমের ব্যবসায়িনী, প্রেমের মহাজন; প্রেমই তাঁহাদের ব্যবসায়ের মূলধন। তাঁহাদের পাইকার মাত্র একজন—শ্রীকৃষ্ণ। এইরূপে তাঁহাদের ব্যবসায়ের মূলধন তাঁহাদের পাইকার শ্রীকৃষ্ণের হাতে গিয়া পড়ে। ভাল ব্যবসায়ী পাইকার যাঁহারা, তাঁহারা কখনও মহাজনের মূলধন নষ্ট করেন না; খুব উৎসাহ এবং আনন্দের সহিতই তাঁহারা অর্থাদিরূপে মহাজনের মূল্য ফিরাইয়া দেন—মহাজন না চাহিতেই দিয়া দেন। কৃষ্ণও খুব ভাল একজন পাইকার, প্রেমের মহাজন ব্রজসুন্দরীদিগের সঙ্গে খুব জোর-ব্যবসায় চালাইবার নিমিত্তই তাঁহার আগ্রহ; আলিঙ্গন-চুম্বনাদি দ্বারাই তিনি মহাজনের দেনা শোধ করিতে চেষ্টা করেন। এইরূপে মহাজনের মূলধন যে প্রেম, তাহা পাইকার শ্রীকৃষ্ণের হাতে গিয়া আলিঙ্গন-চুম্বনাদিরূপেই পরিণত হয়। সুতরাং শ্রীকৃষ্ণের আলিঙ্গন-চুম্বনাদিই হইল পাইকার শ্রীকৃষ্ণের নিকট গচ্ছিত মহাজন-ব্রজসুন্দরীদিগের প্রেম-ব্যবসায়ের মূলধন। এই অর্থেই বোধ হয় শ্রীকৃষ্ণের অধর-রসকে ব্রজ নারীগণের মূলধন বলা হইয়াছে।

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

একটী কথা এ স্থলে স্মরণীয়। যতদিন ব্যবসায় চলিতে থাকে, ততদিন পাইকার কোনও সময়েই মহাজনের দেনা শোধ করে না, করিতে পারে না। ব্রজসুন্দরীদিগের প্রেমের পাইকার শ্রীকৃষ্ণও কোনও সময়েই তাঁহাদের প্রেমের দেনা শোধ করিতে পারেন না; তাই তিনি সর্ব্বদাই তাঁহাদের নিকটে ঋণী।

যাহা হউক, এস্থলে রূপকচ্ছলে মূলধনের যে অর্থ করা হইল, তাহাতে বুঝা যায়, শ্রীকৃষ্ণের নিকট হইতে আলিঙ্গন-চুম্বনাদিরূপে একটা না একটা প্রতিদান পাওয়ার লোভেই ব্রজসুন্দরীগণ তাঁহার প্রতি প্রেম করিয়া থাকেন; বাস্তবিক কিন্তু তাহা নহে—তাঁহারা কোনওরূপ প্রতিদানের আকাঙ্ক্ষাই রাখেন না, তাঁহাদের প্রেমে কাম-গন্ধের ছায়া পর্য্যন্তও নাই। তবে যে শ্রীকৃষ্ণের রূপ-রসাদি-আস্বাদনের নিমিত্ত তাঁহাদের বলবতী উৎকণ্ঠার কথা বলা হইতেছে, শ্রীকৃষ্ণের অধর-সুধা না পাইলে তাঁহাদের ক্ষোভের কথা বলা হইতেছে, তাহা তাঁহাদের আবেশের কথা; শ্রীকৃষ্ণের প্রীতির নিমিত্ত, শ্রীকৃষ্ণকে প্রেম-বৈবিত্রী আস্বাদন করাইবার নিমিত্ত তাঁহারা ঐরূপ উৎকণ্ঠা ও ক্ষোভাদির ভাবে আবিষ্ট হইয়া থাকেন। শ্রীকৃষ্ণের প্রীতির নিমিত্ত এইরূপ আবেশের প্রয়োজন আছে। প্রীতির স্বভাবই এই যে, যাহাকে যে প্রীতি করে, সেও তাহাকে প্রীতি করিতে চায়, ব্রজসুন্দরীগণ শ্রীকৃষ্ণকে প্রীতি করেন, শ্রীকৃষ্ণও তাঁহাদিগকে প্রীতি করিতে উৎকণ্ঠান্বিত। আবার যাহাকে প্রীতি করা যায়, সে যদি আগ্রহও উৎকণ্ঠার সহিত ঐ প্রীতি গ্রহণ না করে, তাহা হইলেও, যে প্রীতি করে, তাহার আনন্দ হয় না। ব্রজসুন্দরীগণের প্রতি শ্রীকৃষ্ণ যে প্রীতি প্রকাশ করিতে উৎকণ্ঠান্বিত, ব্রজসুন্দরীগণ যদি অত্যন্ত আগ্রহের সহিততাহা গ্রহণ না করেন, তাহা হইলে শ্রীকৃষ্ণের আনন্দ জন্মিবার সম্ভাবনা থাকে না। যাহার ক্ষুধা নাই, পিপাসা নাই, তাহাকে খাদ্য-পানীয় দিয়া সুখ হয় না। ব্রজসুন্দরীগণকে স্বীয় রূপ-রসাদির মাধুর্য্য আস্বাদন করাইয়াই শ্রীকৃষ্ণ তাঁহাদের প্রতি প্রীতি প্রকাশ করিতে ইচ্ছা করেন; কিন্তু রূপ-রসাদি আস্বাদনের নিমিত্ত তাঁহাদের চিত্তে যদি বলবতী পিপাসা না থাকে, তাহা হইলে তাহাতে শ্রীকৃষ্ণের সুখই জন্মিতে পারে না। তাই, শ্রীকৃষ্ণের প্রীতি-সম্পাদনের উদ্দেশ্যে, লীলা-শক্তির প্রভাবেই, শ্রীকৃষ্ণ-রূপাদি আস্বাদনের নিমিত্ত ব্রজসুন্দরীদিগের চিত্তে বলবতী উৎকণ্ঠা ও আগ্রহ জন্মে; এই উৎকণ্ঠা ও আগ্রহের ভাবেই তাঁহাদের চিত্ত আবিষ্ট হইয়া থাকে; এবং এই আবেশের সহিতই তাঁহারা শ্রীকৃষ্ণের রূপ-রসাদি আস্বাদন করিয়া অনির্ব্বচনীয় আনন্দ উপভোগ করিয়া থাকেন—যে অনির্ব্বচনীয় আনন্দ দেখিয়াও আবার শ্রীকৃষ্ণের চিত্তে অপরসীম আনন্দের উদয় হয়। শ্রীকৃষ্ণের প্রতি ব্রজসুন্দরীগণ যে প্রেম প্রকাশ করেন, তাহার প্রতিদানরূপেই যে তাঁহারা শ্রীকৃষ্ণের রূপ-রসাদির আস্বাদন-জনিত আনন্দ উপভোগ করেন, তাহা নহে। "শ্রীকৃষ্ণের প্রতি প্রীতি-প্রকাশ করিলে তাঁহার রূপ-রসাদি আস্বাদন করিতে পারিব",—ইহা ভাবিয়া তাঁহারা শ্রীকৃষ্ণের প্রীতি করেন না। আবার "ব্রজসুন্দরীগণ আমাকে প্রীতি করিয়াছেন, সুতরাং আমি আমার রূপ-রসাদি আস্বাদন করাইয়া তাঁহাদের প্রতি প্রীতি প্রকাশ করিব,—অথবা, আমি তাঁহাদিগকে আলিঙ্গন-চুম্বনাদি দান করিলে তাঁহারা আমাকে অধিকতর প্রীতি করিবেন,"—ইহা ভাবিয়াও শ্রীকৃষ্ণ তাঁহাদের প্রতি প্রীতি প্রদর্শন করেন না। ব্রজসুন্দরীদিগের প্রেম যেমন হেতুশূন্য এবং ফলাকাঙ্ক্ষাশূন্য, শ্রীকৃষ্ণের প্রেমও তদ্রূপ হেতু-শূন্য ও ফলাকাঙ্ক্ষাশূন্য; তথাপি প্রীতির স্বভাবেই পরমানন্দরূপ ফলের উদয় হয়—"সুখবাঞ্ছা নাহি, সুখ বাঢ়ে কোটিগুণ। ১।৪।১৫৭॥"

যাহাহউক, শ্রীরাধার ভাবে শ্রীমন্মহাপ্রভু বলিলেন—"সখি! কৃষ্ণের অধর-সুধার মাধুর্য্যের কথা বলিবার শক্তি আমার নাই; যে রমণী একবার ইহা আস্বাদন করিয়াছেন, তাহার মন আর অন্য বস্তুতে আকৃষ্ট হইতে পারে না, সর্ব্বদাই ঐ অধর-সুধা আস্বাদনের নিমিত্তই তাহার মন লোলুপ—তাহার নিকটে অন্য বস্তুর মাধুর্য্য, তাহা যতই রমণীয় হউক না কেন, শ্রীকৃষ্ণের অধর-সুধার মাধুর্য্যের তুলনায় নিতান্ত নগণ্য বলিয়াই মনে হয়। যে রমণী কখনও ইহার আস্বাদ পায় নাই, কৃষ্ণের অধরে মন্দ হাসি দেখিলে সেও আর স্থির থাকিতে পারে না। সখি! যে কখনও অমৃতের স্বাদ গ্রহণ করে নাই, অমৃতের স্বাদের কথা শুনে নাই, সে জানেনা অমৃত

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

কত মধুর; সুতরাং অমৃত দেখিলেও তাহার লোভ না জন্মিতে পারে; কিন্তু অমৃতের সঙ্গে যদি কর্পূর মিশ্রিত করিয়া রাখা হয়, তাহা হইলে ঐ কর্পূরের সুগন্ধে আকৃষ্ট হইয়া কর্পূর-বাসিত অমৃত আস্বাদনের নিমিত্ত সেও চঞ্চল হইয়া উঠে। তদ্রূপ সখি! যে নারী কখনও কৃষ্ণের অধর-রস পান করে নাই, সেই নারীও যদি তাঁহার মনোরম অধরে একবার মন্দহাসিটুকু দেখিতে পায়, তাহা হইলে ঐ হাস্যোজ্জ্বল অধরের সুধা পান করিবার নিমিত্ত তাহার চিত্তে বলবতী লালসা ও উৎকণ্ঠা জন্মিয়া থাকে। সখি! কৃষ্ণের অধর-সুধা পান করিতে না পারিলে মনে যে দুঃখ জন্মে, তাহা বর্ণনাতীত—কোনও ব্যবসায়ী তাহার ব্যবসায়ের সমস্ত মূলধন হারাইয়া ফেলিলে তাহার যে দুঃখ জন্মে, কৃষ্ণের অধর-সুধা হইতে বঞ্চিত নারীর দুঃখের নিকটে তাহাও নিতান্ত অকিঞ্চিৎকর।”

এই বিলাপটী মোহনাখ্য-ভাবের একটী দৃষ্টান্ত। কেহ কেহ বলেন, এই বিলাপটী চিত্রজল্পের অন্তর্গত অবজল্পের একটী দৃষ্টান্ত। কিন্তু ইহা সঙ্গত বলিয়া মনে হয় না। তাহার কারণ এই:—চিত্রজল্পের একটী বৈচিত্রীই অবজল্প; আবার দিব্যোন্মাদের একটী বৈচিত্রীর নাম চিত্রজল্প; সুতরাং অবজল্পে, দিব্যোন্মাদের সাধারণ লক্ষণ, চিত্রজল্পের সাধারণ লক্ষণ, এবং অবজল্পের বিশেষ লক্ষণও থাকিবে। কিন্তু প্রভুর এই বিলাপ-বাক্যে ইহার কোনটীই যে বর্ত্তমান নাই, তাহাই দেখান হইতেছে।

প্রথমতঃ, দিব্যোন্মাদে সর্ব্বদাই “ভ্রমাভা বৈচিত্রী—ভ্রমসদৃশ কোনও এক অনির্ব্বচনীয় বৈচিত্রী” থাকে। কিন্তু এই বিলাপে শ্রীরাধাভাবে আবিষ্ট শ্রীমন্মহাপ্রভুর ভ্রমসদৃশ কোনও বস্তুর নিদর্শন পাওয়া যায় না। শ্রীকৃষ্ণের সহিত মিলনের উৎকণ্ঠায় শ্রীকৃষ্ণের রূপ-রসাদি পঞ্চগুণের অনির্ব্ববচনীয় মাধুর্য্য ও আকর্ষণের কথা শ্রীরাধা যে ভাবে বলিয়াছেন, রাধাভাবাবিষ্ট প্রভুও বিলাপ করিতে করিতে ঠিক সেই সকল কথাই সেই ভাবে বলিয়াছেন। দ্বিতীয়তঃ, এই বিলাপে চিত্রজল্পের বিশেষ লক্ষণ বর্ত্তমান নাই। শ্রীকৃষ্ণের সুহৃদের সহিত সাক্ষাৎ হইলেই শ্রীকৃষ্ণের প্রতি গূঢ়-রোষ-বশতঃ চিত্রজল্পের অভিব্যক্তি হয়। “প্রেষ্ঠস্য সুহৃদালোকে গূঢ়রোষাভিজৃম্ভিতঃ। ভূরিভাবময়োজল্পো যস্তীব্রোৎকণ্ঠিতান্তিমঃ॥—উঃ নীঃ স্থায়িভাব, ১৪০।” কিন্তু এই বিলাপে শ্রীকৃষ্ণের নিকট হইতে আগত শ্রীকৃষ্ণের কোনও সুহৃদের পরিচয় পাওয়া যায় না, শ্রীকৃষ্ণের প্রতি গূঢ় রোষেরও কোনও নিদর্শন পাওয়া যায় না; এই বিলাপের কথাগুলি শ্রীরাধার নিজ-প্রিয় সখীর নিকটেই উক্ত, কৃষ্ণের দূতের নিকটে নহে। তৃতীয়তঃ, অবজল্পের একটীও বিশেষ লক্ষণ ইহাতে নাই; অবজল্পে গূঢ়রোষবশতঃ শ্রীকৃষ্ণের কাঠিন্য, কামুকত্ব এবং ধূর্ত্ততার উল্লেখ করিয়া যেন ভীতিমিশ্রিত ঈর্ষ্যার সহিতই বলা হয় যে, শ্রীকৃষ্ণে আসক্তি স্থাপন করা নিতান্ত অযোগ্য। “হরৌ কাঠিন্য-কামিত্ব-ধৌর্ত্ত্যাদাসক্ত্যযোগ্যতা। যত্র সের্ষ্যাং ভিয়েবোক্তা সোঽবজল্পঃ সতাং মতঃ॥—উঃ নীঃ স্থায়িভাব ১৪১॥” কিন্তু এই বিলাপে কৃষ্ণের কাঠিন্য, কামুকত্ব, বা ধূর্ত্ততার কোনও ইঙ্গিতই দেখিতে পাওয়া যায় না; ঈর্ষ্যা বা ভয়েরও কোনও আভাস পাওয়া যায় না; এবং শ্রীকৃষ্ণে আসক্তি স্থাপন যে অযোগ্য, এইরূপ কোনও কথাই দেখিতে পাওয়া যায় না; বরং শ্রীকৃষ্ণের রূপ-গুণাদির অসমোর্দ্ধ মাধুর্য্যের শক্তিতে তাঁহাতে যে রমণীবৃন্দের আসক্তি অপরিহার্য্য, একথারই স্পষ্ট প্রমাণ পাওয়া যায়।

কেহ কেহ বলেন “কৃষ্ণরূপ-শব্দ স্পর্শ” ইত্যাদি বাক্যে শ্রীকৃষ্ণের কাঠিন্যাদি প্রকাশ পাইয়াছে; কিন্তু আমাদের মনে হয়, উক্ত বাক্যসমুহে শ্রীকৃষ্ণের লালিত্য এবং কমনীয়ত্বই প্রকাশ পাইয়াছে। এসমস্ত কারণে আমাদের মনে হয়, এই বিলাপটী দিব্যোন্মাদের উদাহরণ নহে, ইহা মোহনাখ্যভাবের অপর একটী বৈচিত্রী।

অথবা, শ্রীমন্মহাপ্রভু নিজের স্বরূপ ভুলিয়া নিজেকে যে শ্রীরাধা মনে করিতেছেন, ইহাকে যদি “ভ্রমাভা বৈচিত্রী” ধরা যায়, তাহা হইলে প্রভুর উক্তিকে দিব্যোন্মাদের উক্তি বলা যাইতে পারে। দিব্যোন্মাদে প্রেম-বৈবশ্যের যে বাচনিক অভিব্যক্তি, তাহাকে উজ্জ্বলনীলমণিতে “চিত্রজল্পাদি” বলা হইয়াছে; চিত্রজল্পাদি বলিতে চিত্রজল্প এবং আরও কিছু বুঝায়; কিন্তু প্রভুর উক্তিগুলিতে চিত্রজল্পের লক্ষণ দেখিতে পাওয়া যায় না; সুতরাং চিত্রজল্পান্তের

এত কহি গৌরহরি, দু'জনের কণ্ঠে করি,
কহে—শুন স্বরূপ রামরায় ! ।
কাহাঁ করোঁ। কাহাঁ যাঙ, কাহাঁ গেলে কৃষ্ণ পাঙ,
দোঁহে মোরে কহ সে উপায় ॥ ২২
এই মত গৌরপ্রভু প্রতি দিনে দিনে।
বিলাপ করেন স্বরূপ-রামানন্দ-সনে ॥ ২৩
সেই দুইজন প্রভুর করে আশ্বাসন।
স্বরূপ গায়, রায় করে শ্লোক পঠন ॥ ২৪
কর্ণামৃত বিদ্যাপতি শ্রীগীতগোবিন্দ।
ইহার শ্লোক-গীতে প্রভুর করায় আনন্দ ॥ ২৫
একদিন মহাপ্রভু সমুদ্রতীরে যাইতে।
পুষ্পের উদ্যান তাহাঁ দেখি আচম্বিতে ॥ ২৬
বৃন্দাবন-ভ্রমে তাহাঁ পশিল ধাইয়া।
প্রেমাবেশে বুলে তাহাঁ কৃষ্ণ অন্বেষিয়া ॥ ২৭

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

আদি-শব্দে চিত্রজল্প ব্যতীত অন্য যে সকল প্রলাপোক্তির ইঙ্গিত দেওয়া হইয়াছে, প্রভুর উক্তিসমূহ তাহাদেরই অন্তর্ভুক্ত বলিয়া মনে হয়।

এই বিলাপে শ্রীকৃষ্ণ-রূপাদির সর্ব্বচিত্তাকর্ষকত্ব প্রদর্শন করিয়া তাঁহার কৃষ্ণ (আকর্ষণকারী) নামের সার্থকতা খ্যাপন করা হইয়াছে; তাই বোধ হয় বিলাপের সর্ব্বত্রই "কৃষ্ণ"-শব্দটাই ব্যবহৃত হইয়াছে, শ্রীকৃষ্ণের অপর কোনও নামের উল্লেখ করা হয় নাই।

২২। **এত কহি**—পূর্ব্বোক্ত বিলাপ-বাক্য বলিয়া। **দু'জনার**—স্বরূপ-দামোদর ও রায় রামানন্দের। **শুন স্বরূপ রামরায়**—এস্থলে প্রভু তাঁহাদের নামই উল্লেখ করিতেছেন, তাঁহাদিগকে আর "সখি" বলিয়া সম্বোধন করিতেছেন না; ইহাতে বুঝা যায়, ঐ বিলাপের পরেই প্রভুর বাহ্যস্ফূর্ত্তি হইয়াছে। **কাহাঁ করোঁ**—আমি কোথায় কি করিব। **কাহাঁ যাঙ**—কোথায় যাইব। শ্রীকৃষ্ণ-বিরহের মর্ম্মভেদী যাতনায় শ্রীকৃষ্ণ-প্রাপ্তির নিমিত্ত অত্যন্ত উৎকণ্ঠার সহিত প্রভু এই কথা কয়টী বলিয়াছেন।

২৪। **আশ্বাসন**—সান্ত্বনা দান। **স্বরূপ গায়**—স্বরূপদামোদর মহাপ্রভুর ভাবের অনুকূল পদ কীর্ত্তন করেন। **রায় করে শ্লোক পঠন**—রায়রামানন্দ প্রভুর ভাবের অনুকূল শ্লোকাদি উচ্চারণ করেন। তাঁহারা উভয়ে এইরূপে প্রভুর বিরহ-যন্ত্রণার উপশম বিধান করিতে চেষ্টা করিতেন।

২৫। কোন্ কোন্ গ্রন্থের শ্লোক ও গীত দ্বারা তাঁহারা প্রভুর চিত্তে সান্ত্বনা দিতে চেষ্টা করিতেন, তাহা এই পয়ারে বলা হইয়াছে।

কর্ণামৃত—বিল্বমঙ্গল-ঠাকুরের রচিত শ্রীকৃষ্ণ-কর্ণামৃত গ্রন্থ। **বিদ্যাপতি**—বিদ্যাপতির পদাবলী-গ্রন্থ। **শ্রীগীতগোবিন্দ**—জয়দেব-গোস্বামীর রচিত গ্রন্থ। **ইহার শ্লোক-গীতে**—কর্ণামৃত ও গীতগোবিন্দের শ্লোকে এবং বিদ্যাপতির (এবং গীতগোবিন্দের) গীতের সাহায্যে। **করায় আনন্দ**—প্রভুর চিত্তে আনন্দ দান করেন।

প্রশ্ন হইতে পারে, শ্লোক বা গীত শুনিলে কিরূপে ভাবের উদ্বেগ প্রশমিত হয় ?

শ্রীকৃষ্ণ-বিরহে প্রভু যখন অত্যন্ত অধীর হইয়া পড়িতেন, তখন শ্রীরাধা-কৃষ্ণের মিলনাত্মক কোনও শ্লোক বা গীত শুনিলে ঐ গীত বা শ্লোকের ভাবে আবিষ্ট হইয়া শ্রীরাধার ভাবে প্রভু, হয় তো বর্ণিত লীলায় নিজেকে শ্রীকৃষ্ণের সহিত মিলিত বলিয়া মনে করিতেন। এই মিলনের ভাব হৃদয়ে স্ফুরিত হইলেই বিরহের যন্ত্রণা দূরীভূত হইত; মিলন-জনিত অনির্ব্বচনীয় আনন্দ হৃদয়ে স্ফূর্ত্তিলাভ করিত।

২৬। **পুষ্পের উদ্যান**—ফুলের বাগান।

২৭। **বৃন্দাবন ভ্রমে**—ফুলবাগান দেখিয়া প্রভুর মনে হইল, ইহাই বৃন্দাবন।

প্রভু সর্ব্বদাই ব্রজের ভাবে আবিষ্ট থাকিতেন; গোবর্দ্ধন-বৃন্দাবনাদির কথাই সর্ব্বদা প্রভুর চিত্তকে অধিকার করিয়া থাকিত; মনে মনে তিনি সর্ব্বদা বৃন্দাবনাদিই দর্শন করিতেন; এইরূপ যখন প্রভুর মনের অবস্থা, তখনই

রাসে রাধা লঞা কৃষ্ণ অন্তর্দ্ধান কৈলা।
পাছে সখীগণ যৈছে চাহি বেড়াইলা ॥ ২৮

সেই ভাবাবেশে প্রভু প্রতি তরুলতা।
শ্লোক পড়ি-পড়ি চাহি বুলে যথাতথা ॥ ২৯

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

একদিন সমুদ্র-তীরে পুষ্পোদ্যান দেখিয়া তাঁহার মনে হইয়াছিল—ইহাই শ্রীবৃন্দাবন। বৃন্দাবন পুষ্প-কাননময়, তাই পুষ্পোদ্যান দেখিয়া তাহাকে বৃন্দাবন বলিয়া মনে করিলেন।

তাহাঁ—পুষ্পোদ্যানে। **পশিল**—প্রবেশ করিল। **ধাইয়া**—দৌড়াইয়া, দ্রুতবেগে। কৃষ্ণের সহিত মিলিত হইবার উৎকণ্ঠায় প্রভু দ্রুতগতিতে ধাবিত হইলেন। **বুলে**—ভ্রমণ করে। **অন্বেষিয়া**—তালাস করিয়া।

২৮। **রাসে**—শারদীয় মহারাস-লীলায়।

কৃষ্ণ অন্তর্দ্ধান কৈল—শারদীয় মহারাসের প্রারম্ভে শ্রীকৃষ্ণ গোপীদিগের সহিত কিছুক্ষণ বিলাসাদি করিবার পর তিনি বুঝিতে পারিলেন যে, তাঁহার সহিত বিলাসাদির সৌভাগ্য লাভ করাতে গোপীদিগের চিত্তে গর্ব্ব ও মানের উদয় হইয়াছে; এই গর্ব্ব-প্রশমনের এবং মান-প্রসাদনের উদ্দেশ্যে তখন তিনি শ্রীরাধাকে লইয়া রাসস্থলী হইতে সহসা অন্তর্হিত হইয়াছিলেন। "তাসাং তৎসৌভগমদং বীক্ষ্য মানঞ্চ কেশবঃ। প্রশমায় প্রসাদায় তত্রৈবান্তরধীয়ত ॥—শ্রীমদ্‌ভাগবত ১০।২৯।৪৮।" তখন শ্রীকৃষ্ণকে দেখিতে না পাইয়া ব্রজাঙ্গনাগণ অত্যন্ত অধীর হইয়া পড়িলেন; এবং অত্যন্ত ব্যাকুলতার সহিত বিলাপ করিতে করিতে বনে বনে শ্রীকৃষ্ণকে অন্বেষণ করিতে লাগিলেন। "অন্তর্হিতে ভগবতি সহসৈব ব্রজাঙ্গনাঃ। অতপ্যংস্তমচক্ষাণাঃ করিণ্য ইব যূথপম্ ॥—শ্রীমদ্‌ভাগবত ১০।৩০।১ ॥" কৃষ্ণ-বিরহে উন্মাদিনীর ন্যায় তাঁহারা বনে বনে ভ্রমণ করিতে লাগিলেন; প্রতি তরুলতাকেই তাঁহারা কৃষ্ণের কথা জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলেন; তাঁহারা মনে করিলেন, তাঁহাদের ন্যায় প্রতি তরুলতাই শ্রীকৃষ্ণ-সঙ্গের নিমিত্ত লালায়িত; তাঁহাদিগকে ত্যাগ করিয়া কৃষ্ণ হয় তো এই সমস্ত তরুলতার নিকটেই আসিয়াছেন, নিজের সঙ্গদানে ইহাদের সৌভাগ্যোদয় করিয়াছেন; তার পর হয় তো তাঁহাদিগের ন্যায় এই সমস্ত তরুলতাকেও ত্যাগ করিয়া চলিয়া গিয়াছেন; ত্যাগ করিয়া গেলেও ইহারা হয় তো বলিতে পারিবে, কৃষ্ণ কোন্ দিকে গিয়াছেন। এইরূপ ভাবিয়াই ব্রজসুন্দরীগণ তরুলতাদির নিকটে কৃষ্ণের কথা জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন।

বলা বাহুল্য, শ্রীকৃষ্ণ যে শ্রীরাধাকে সঙ্গে লইয়া গিয়াছেন, ব্রজাঙ্গনাগণ প্রথমে তাহা জানিতে পারেন নাই; ইহা তাঁহারা যুগলিত পদচিহ্ন দেখিয়া পরে বুঝিতে পারিয়াছিলেন। ২।৮।৭৭-৭৮ পয়ারের টীকা দ্রষ্টব্য।

চাহি বেড়াইল—কৃষ্ণকে অন্বেষণ করিয়া বনে বনে ভ্রমণ করিলেন।

২৯। **সেই ভাবাবেশে**—কৃষ্ণান্বেষণ-পরায়ণা গোপীদিগের ভাবের আবেশে।

তরু-পুষ্পশোভিত উপবন দেখিয়া বৃন্দাবনের রাসস্থলী বলিয়াই প্রভুর মনে হইল; তখন মনে করিলেন, রাসস্থলী দেখিতেছেন, অথচ কৃষ্ণকে দেখিতেছেন না; তাই তিনি মনে করিলেন, শ্রীকৃষ্ণ রাসস্থলী হইতে অন্তর্হিত হইয়াছেন। যখনই এইরূপ ভাব মনে উদিত হইল, তখনই কৃষ্ণান্বেষণ-পরায়ণা গোপীদিগের ভাবে আবিষ্ট হইয়া প্রভু বনে বনে শ্রীকৃষ্ণের অন্বেষণ করিতে লাগিলেন। শ্রীকৃষ্ণকে অন্বেষণ করার সময়ে গোপীগণ যে যে কথা বলিয়া তরুলতাদিগকে সম্বোধন করিয়াছিলেন, শ্রীমদ্‌ভাগবতে তাহা শ্লোকাকারে লিখিত আছে; প্রভু সেই সকল শ্লোক পড়িতে পড়িতে বৃক্ষাদিকে সম্বোধন করিয়া কৃষ্ণের কথা জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলেন। নিম্নে শ্লোকগুলি উদ্ধৃত হইয়াছে।

এস্থলে প্রভুর রাধাভাবের আবেশ নহে, গোপীভাবের আবেশ। এই লীলাটী উদ্‌ঘূর্ণা-নামক দিব্যোন্মাদ-লীলা।

তথাহি (ভাঃ—১০-৩০।৯, ৭-৮)—

চূত-প্রিয়াল-পনসাসন-কোবিদার-
জম্বর্কবিল্ববকুলাম্রকদম্বনীপাঃ।
যেঽন্যে পরার্থভবকা যমুনোপকূলাঃ
শংসন্তু কৃষ্ণপদবীং রহিতাত্মনাং নঃ॥ ৩
কচ্চিত্তুলসি কল্যাণি গোবিন্দচরণপ্রিয়ে।
সহ ত্বালিকুলৈর্বিভ্রদ্দৃষ্টস্তেঽতিপ্রিয়োঽচ্যুতঃ॥ ৪

শ্লোকের সংস্কৃত টীকা।

ফলাদিভিঃ সর্ব্বপ্রাণিনাং সন্তর্পকা এতে পপ্রেয়ুরিতি পৃচ্ছন্তি চুতেতি। চূতাম্রয়োরবান্তরজাতিভেদঃ কদম্বনীপয়োশ্চ। হে চূতাদয়ো যেঽন্যে চ পরার্থভবকাঃ। পরার্থমেব ভবো জন্ম যেষাং তে। যমুনোপকূলা স্তস্যাঃ কূলসমীপে বর্ত্তমানাঃ তীর্থবাসিন ইত্যর্থঃ। তে ভবন্তো রহিতাত্মনাং শূন্যচেতসাং নঃ কৃষ্ণপদবীং কৃষ্ণস্য মার্গং শংসন্তু কথয়ন্তু। স্বামী। ৩

অলিকুলৈঃ সহ ত্বা ত্বাং বিভ্রৎ তবাতিপ্রিয়স্ত্বয়া কিং দৃষ্ট ইতি। স্বামী। ৪

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

শ্লো। ৩। অন্বয়। চূত-প্রিয়াল-পনসাসন-কোবিদার-জম্বর্ক-বিল্ববকুলাম্রকদম্বনীপাঃ (হে চূত ! হে প্রিয়াল ! হে পনস ! হে অসন ! হে কোবিদার ! হে জম্বু ! হে অর্ক ! হে বিল্ব ! হে বকুল ! হে আম্র ! হে নীপ ! হে কদম্ব !) পরার্থভবকাঃ (পরোপকারার্থই যাহাদের জন্ম, তাদৃশ) যে অন্যে (অন্য যে সমস্ত) যমুনোপকূলাঃ (যমুনাতীরবাসী বৃক্ষগণ) ! রহিতাত্মনাং (শূন্যচিত্ত) নঃ (আমাদের—আমাদিগকে) কৃষ্ণপদবীং (শ্রীকৃষ্ণের পথ—শ্রীকৃষ্ণ কোন্ পথে গিয়াছেন, তাহা) শংসন্তু (বলিয়া দাও)।

অনুবাদ। রাস-রজনীতে কৃষ্ণ-বিরহ-কাতরা গোপীগণ বলিলেনঃ—হে চূত ! হে প্রিয়াল ! হে পনস ! হে অসন ! হে কোবিদার ! হে জম্বু ! হে অর্ক ! হে বিল্ব ! হে বকুল ! হে আম্র ! হে নীপ ! হে কদম্ব ! হে যমুনা-তীরবাসী অন্যান্য তরুগণ ! পরোপকারের নিমিত্তই তোমাদের জন্ম ; আমরা কৃষ্ণ-বিরহে শূন্যচিত্ত (হতজ্ঞান) হইয়াছি, আমাদিগকে কৃষ্ণের পথ (কৃষ্ণ কোন্ পথে গিয়াছেন, তাহা) বলিয়া দাও। ৩

পূর্ব্ববর্ত্তী ২৮ পয়ারের টীকা দ্রষ্টব্য। পরবর্ত্তী ৩০-৩১ পয়ারে এই শ্লোকের মর্ম্ম প্রকাশ করা হইয়াছে।

পরার্থভবকাঃ—পরার্থেই (পরের উপকারের নিমিত্তই) ভব (জন্ম) যাহাদের, তাহারাই পরার্থভবক। পত্র, পুষ্প, ফল, ছায়া এমন কি নিজ অঙ্গ দ্বারাও (কাষ্ঠাদি দ্বারা) বৃক্ষগণ পরের উপকার করে বলিয়া তাহাদিগকে পরার্থভবক বলে। বৃক্ষগণের জন্ম এবং তাহাদের বাঁচিয়া থাকা যেন কেবল পরের জন্যই—তাহারা পত্র-পুষ্পাদিদ্বারা মানুষের উপকার তো করেই, আশ্রয়াদিদ্বারা পক্ষী, কীট-পতঙ্গাদিরও উপকার করিয়া থাকে ; মরিয়া গেলেও তাহাদের দেহ (কাষ্ঠ) দ্বারা লোকের উপকার হয়। ইহাদের সমস্তই পরের জন্য ; নিজের জন্য কিছুই নাই—নিজের ফুলের গন্ধও নিজেরা গ্রহণ করে না, নিজের ফলও নিজেরা খায় না। তাই কৃষ্ণবিরহ-কাতরা ব্রজতরুণীগণ বলিয়াছেন—"বৃক্ষগণ ! পরের উপকারই তো তোমাদের জীবনের ব্রত ; কৃষ্ণ কোন্ পথে গিয়াছেন, বলিয়া দিয়া আমাদের উপকার কর—আমাদিগকে বাঁচাও।"

যমুনোপকূলাঃ—যমুনার উপকূলে জন্ম যাহাদের, সেই বৃক্ষগণ ; যমুনার তীরবর্ত্তী বৃক্ষগণ। **কৃষ্ণপদবীং**—কৃষ্ণের পদবী বা পথ ; কৃষ্ণ যে পথে গিয়াছেন, সেই পথ। **রহিতাত্মনাং নঃ**—রহিত (শূন্য) হইয়াছে আত্মা (মন বা চিত্ত) যাহাদের, তাদৃশ আমাদের ; শূন্যচিত্ত আমাদের ; কৃষ্ণেই আমাদের চিত্ত-মন নিহিত ছিল ; কৃষ্ণের অন্তর্ধানের সঙ্গে সঙ্গে আমাদের চিত্তও যেন আমাদের দেহ হইতে অন্তর্হিত হইয়াছে।

শ্লো। ৪। অন্বয়। তুলসি (হে তুলসি), কল্যাণি (হে কল্যাণি) ! গোবিন্দচরণপ্রিয়ে (হে গোবিন্দচরণ-প্রিয়ে) ! অলিকুলৈঃ (ভ্রমরসমূহের সহিত বিদ্যমান) ত্বা (তোমাকে) বিভ্রৎ (ধারণকারী—ধারণ করিয়া) তে (তোমার) অতিপ্রিয়ঃ (অত্যন্ত প্রিয়) অচ্যুতঃ (অচ্যুত শ্রীকৃষ্ণ) তে (তোমাকর্তৃক) কচ্চিৎ দৃষ্টঃ (দৃষ্ট হইয়াছে কি) ?

মালত্যদর্শি বঃ কচ্চিন্মল্লিকে জাতিযূথিকে। | প্রীতিং বো জনয়ন্ যাতঃ করস্পর্শেন মাধবঃ॥ ৫

শ্লোকের সংস্কৃত টীকা।

গুণাতিরেকেঽপি নম্রত্বাদিমাঃ পশ্যেয়ুরিতি পৃচ্ছন্তি মালতীতি। হে মালতি মল্লিকে জাতি যূথিকে যুষ্মাভিঃ কিমদর্শি দৃষ্টঃ। করস্পর্শেন বঃ প্রীতিং জনয়ন্ কিং যাত ইতি। অত্র মালতীজাত্যোরবান্তরবিশেষো দ্রষ্টব্যঃ। স্বামী। ৫

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

অনুবাদ। হে তুলসি! হে কল্যাণি (জগন্মঙ্গলকারিণি)! হে গোবিন্দচরণপ্রিয়ে! যিনি অলিকুলের সহিত বর্ত্তমান তোমাকে (বৈজয়ন্তীমালার অঙ্গরূপে এবং কেবল মাত্র তুলসী পত্রের মালারূপেও) ধারণ করিয়াছেন, তোমার অতিপ্রিয় সেই অচ্যুত-শ্রীকৃষ্ণকে কি তুমি দেখিয়াছ?

পূর্ব্ববর্ত্তী ২৮ পয়ারের টীকা দ্রষ্টব্য। পরবর্ত্তী ৩৫ পয়ারে এই শ্লোকের মর্ম্ম ব্যক্ত হইয়াছে। তুলসীবৃক্ষকে লক্ষ্য করিয়া এই শ্লোক বলা হইয়াছে।

গোবিন্দচরণপ্রিয়ে—গোবিন্দচরণপ্রিয়া-শব্দের সম্বোধনে গোবিন্দচরণপ্রিয়ে। গোবিন্দের (শ্রীকৃষ্ণের এবং শ্রীবিষ্ণুর) চরণই প্রিয় যাঁহার; অথবা গোবিন্দের চরণের প্রিয় যিনি। ভক্তগণ শ্রীগোবিন্দের (শ্রীবিষ্ণুর) চরণে তুলসীপত্র দিয়া থাকেন; তাই গোবিন্দের চরণই যেন তুলসীর স্থান হইয়া পড়িয়াছে; এজন্য গোবিন্দের চরণকে তুলসীর অত্যন্ত প্রিয়স্থান, অথবা তুলসীই গোবিন্দের চরণের অত্যন্ত প্রিয় বস্তু বলিয়া তুলসীকে গোবিন্দচরণপ্রিয়া বলা হইয়াছে। অথবা, গোস্বামিচরণ, আচার্য্যচরণ প্রভৃতি স্থলে যেমন কেবল মাত্র আদর ব্যক্ত করার নিমিত্তই চরণ-শব্দ ব্যবহৃত হয়, তদ্রূপ "গোবিন্দ-চরণ"-শব্দের চরণ-শব্দ কেবলমাত্র আদর-ব্যঞ্জক; এইরূপে, "গোবিন্দ-চরণ-প্রিয়া"-শব্দের অর্থ হইল এই:—গোপীগণ বলিতেছেন—আমাদের অত্যন্ত আদরের বস্তু যে গোবিন্দ, তাঁহার প্রিয় তুমি (হে তুলসি!); গোবিন্দচরণ-প্রিয়া—গোবিন্দপ্রিয়া। তুলসী যে গোবিন্দের অত্যন্ত প্রিয়, তাহার প্রমাণ শ্লোকের দ্বিতীয়ার্দ্ধে দেখান হইয়াছে। **অলিকুলৈঃ**—অলি (ভ্রমর)-কুল (সমূহ); অলিকুলের (ভ্রমরগণের) সহিত; **ত্বা**—তোমাকে, তুলসীকে। **বিভ্রৎ**—ধারণকারী। শ্রীকৃষ্ণ যে বৈজয়ন্তীমালা বক্ষে ধারণ করেন, তাহাতে তুলসীপত্র থাকে; তদ্ব্যতীত, সময় সময় আবার কেবলমাত্র তুলসীপত্রের মালাও তিনি কণ্ঠে ধারণ করিয়া থাকেন। তুলসীর সুগন্ধে আকৃষ্ট হইয়া ভ্রমরগণ প্রায় সর্ব্বদাই ঐ বৈজয়ন্তীকে বা তুলসী-পত্রের মালাকে জড়াইয়া থাকে; শ্রীকৃষ্ণ কিন্তু এই ভ্রমরগণের সহিতই বৈজয়ন্তী বা মালা কণ্ঠে ধারণ করিয়া থাকেন—এতই প্রিয় তাঁহার তুলসীপত্র বা তুলসী। তাই গোপীগণ বলিতেছেন—"তুলসি! তুমি তো শ্রীকৃষ্ণের অত্যন্ত প্রিয়; যেহেতু, তিনি সর্ব্বদা তোমাকে কণ্ঠে—বক্ষে—ধারণ করিয়া থাকেন; ভ্রমরকুল তজ্জন্য তাঁহাকে উত্যক্ত করিলেও তিনি তোমাকে ত্যাগ করেন না। আমরা দুর্ভাগিণী; আমরা তাঁহার সেরূপ প্রিয় নহি; তাই তিনি স্বচ্ছন্দেই আমাদিগকে ত্যাগ করিয়া আসিয়াছেন। সখি! তুমি যখন তাঁহার এতই প্রিয়, তখন আমাদের মনে হয়, তিনি তোমার নিকটে আসিয়াছিলেন; আসিয়া অবশ্য এখন চলিয়া গিয়াছেন; কোন্ পথে গিয়াছেন, তুমি কি দেখ নাই সখি! দেখিয়া থাকিলে আমাদিগকে বল; আমরা সেই পথেই তাঁহার অনুসন্ধান করিব।"

শ্লো। ৫। অন্বয়। মালতি (হে মালতি)! মল্লিকে (হে মল্লিকে)! জাতি (হে জাতি)! যূথিকে (হে যূথিকে)! করস্পর্শেন (করস্পর্শদ্বারা) বঃ (তোমাদের) প্রীতিং (প্রীতি) জনয়ন্ (জন্মাইয়া) যাতঃ (গিয়াছেন যিনি সেই) মাধবঃ (মাধব শ্রীকৃষ্ণ) বঃ (তোমাদিগ কর্ত্তৃক) কচ্চিৎ (কি) অদর্শি (দৃষ্ট হইয়াছেন)?

অনুবাদ। হে মালতি! হে মল্লিকে! হে জাতি! হে যূথিকে! মাধব করস্পর্শদ্বারা তোমাদের প্রীতি জন্মাইয়া এই পথেই গমন করিয়াছেন কি? তোমরা কি তাঁহাকে দেখিয়াছ? ৫

করস্পর্শেন—হস্তের স্পর্শ দ্বারা; পুষ্পচয়ন কালে। তোমাদের পুষ্প অত্যন্ত সুগন্ধি ও মনোরম; তাই শ্রীকৃষ্ণ

আম্র পনস পিয়াল জম্বু কোবিদার ।।
তীর্থবাসী সভে কর পর-উপকার ॥ ৩০
কৃষ্ণ তোমার ইহাঁ আইলা,—পাইলে দর্শন।
কৃষ্ণের উদ্দেশ কহি রাখহ জীবন ॥ ৩১
উত্তর না পাঞা পুন করে অনুমান—।
এ সব পুরুষজাতি—কৃষ্ণের সখার সমান ॥ ৩২

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

আদর করিয়া তোমাদের পুষ্প চয়ন করিয়া থাকিবেন ; সেই সময়ে তোমাদের অঙ্গে তাঁহার সুন্দর করের স্পর্শও লাগিয়াছে এবং তাহাতে নিশ্চয়ই তোমাদের প্রীতি জন্মিয়াছে।

পরবর্ত্তী ৩৫ পয়ার ও পূর্ব্ববর্ত্তী ২৮ পয়ারের টীকা দ্রষ্টব্য।

৩০। এক্ষণে কয় পয়ারে পূর্ব্বোক্ত তিনটী শ্লোকের মর্ম্ম বলা হইতেছে।

"আম্র পনস" হইতে "রাখহ জীবন" পর্য্যন্ত দুই পয়ারে "চূত প্রিয়াল" ইত্যাদি শ্লোকের মর্ম্ম।

আম্র—আম। মূল শ্লোকে "চূত ও আম্র" দুইটী শব্দই আছে ; উভয়ের অর্থই আম। আম দুই রকম গাছে ফলে—এক লতায় ; আর বৃক্ষে, যাহা সচরাচর আমাদের দেশে দেখা যায়। শ্রীজীব গোস্বামিপাদ বলেন, লতাজাতীয় গাছের ফলকে বলে চূত ; আর বৃক্ষজাতীয় গাছের ফলকে বলে আম্র। "চূতো লতাজাতিঃ। আম্রো বৃক্ষজাতিঃ।—শ্রীজীব গোস্বামিকৃত বৈষ্ণব-তোষণী।"

পনস—কাঁঠাল। **প্রিয়াল**—পিয়াল-বৃক্ষ ; ইহারই ফলকে "চার-বীজ" বলে ; এই ফল খাওয়া যায়। **জম্বু**—জম্বু-নামক প্রসিদ্ধ বৃক্ষ। **কোবিদার**—যুগপত্রক ; কোয়িলাব ; ইহা বিন্ধ্যাচলাদি স্থানে প্রসিদ্ধ।

মূলশ্লোকে "নীপ ও কদম্ব" এই দুইটী শব্দও আছে ; দুইটীতেই কদম্ব বুঝায়। নীপ বলে ধূলি-কদম্বকে ; ইহার পুষ্পসমূহে পরাগ অত্যন্ত বেশী, পুষ্পও বেশ বড় হয় ; আমাদের দেশে সচরাচর যাহাকে কদম্ব বলা হয়, ইহাই বোধ হয় নীপ। আর "কদম্বের" পুষ্পগুলি ছোট, কিন্তু ইহাতে সুগন্ধ অনেক বেশী ; ইহা শ্রীবৃন্দাবনে প্রচুর পরিমাণে দেখিতে পাওয়া যায় ; ইহার পাতার সঙ্গে আমাদের দেশের কাঞ্চন-ফুলের-পাতার কিঞ্চিৎ সাদৃশ্য আছে। কদম্ব ও নীপের পাতা এক রকম নহে। **তীর্থ**—ঘাট, কূল, তীর। অথবা পবিত্র স্থান।

তীর্থবাসী—তীর্থে বাস করে যাহারা ; আম্র-পনসাদি বৃক্ষ যমুনার কূলে অবস্থিত বলিয়া তাহাদিগকে তীর্থবাসী বলা হইয়াছে। ইহা শ্লোকস্থ "যমুনোপকূলাঃ" শব্দের অর্থ। **সভে কর পর-উপকার**—তোমরা সকলেই ফলাদি দ্বারা পরের মঙ্গল বিধান কর। ইহা শ্লোকস্থ "পরার্থভবকাঃ" শব্দের অর্থ।

৩১। তোমার ইহাঁ—তোমাদের এই স্থানে। **কৃষ্ণের উদ্দেশ কহি**—কৃষ্ণ কোথায় আছেন, বা কোন্ দিকে গিয়াছেন, তাহা বলিয়া। ইহা শ্লোকস্থ "শংসন্তু কৃষ্ণপদবীং" অংশের অর্থ। **রাখহ জীবন**—আমাদের জীবন রক্ষা কর, আমরা কৃষ্ণবিরহে হতজ্ঞান হইয়াছি। ইহা শ্লোকস্থ "রহিতাত্মনাং নঃ" অংশের মর্ম্ম।

সমুদ্রকে যমুনা মনে করিয়া এবং সমুদ্রতীরবর্ত্তী বৃক্ষসমূহকে যমুনাতীরবর্ত্তী বৃক্ষ মনে করিয়া কৃষ্ণান্বেষণ-পরায়ণা গোপীদিগের ভাবে আবিষ্ট শ্রীমন্মহাপ্রভু বলিলেন—"হে আম্র! হে পনস! হে পিয়াল! হে জম্বু! হে কোবিদার! হে বিল্ব! হে বকুল! হে কদম্ব! হে নীপ! হে অন্যান্য বৃক্ষগণ! শ্রীকৃষ্ণ আমাকে ত্যাগ করিয়া চলিয়া গিয়াছেন ; কৃষ্ণ-বিরহে আমি নিতান্ত কাতরা হইয়াছি, মৃতপ্রায় হইয়াছি ; কৃষ্ণের সংবাদ বলিয়া আমাকে জীবন দান কর। কৃষ্ণ তোমাদের এখানে আসিয়াছিলেন, তোমরাও তাঁহার দর্শন পাইয়াছ ; বল, বল তিনি কোন্ দিকে গিয়াছেন ? তোমরা সকলেই তীর্থ-রাজ্ঞী-যমুনার কূলে বাস করিতেছ, তোমরা পুণ্যাত্মা ; সুতরাং সত্যবাদী ; তোমরা কখনও মিথ্যা কথা বলিবে না ; আমার প্রাণ যায় ; সত্য করিয়া বল, কৃষ্ণ কোথায় আছেন ? হে বৃক্ষগণ! পরোপকারই তোমাদের ধর্ম্ম ; ফলপুষ্প ছায়া প্রভৃতি দ্বারা পরোপকার সাধন করিবার উদ্দেশ্যেই তোমরা বৃক্ষজন্ম গ্রহণ করিয়াছ ; তোমরা কৃপা করিয়া আমার এই উপকারটী কর, কৃষ্ণ কোন্ পথে গিয়াছেন, বলিয়া দাও, আমার জীবন রক্ষা কর।"

৩২। উত্তর না পাইয়া—বৃক্ষগণের নিকট হইতে কোনও উত্তর না পাইয়া।

এ কেনে কহিবে কৃষ্ণের উদ্দেশ আমায় ?।
এ স্ত্রীজাতি লতা আমার সখীর প্রায় ॥ ৩৩
অবশ্য কহিবে 'কৃষ্ণের পাঞাছে দর্শনে'।
এত অনুমানি পুছে তুলস্যাদিগণে— ॥ ৩৪
তুলসি মালতি যূথি মাধবি মল্লিকে !।
তোমার প্রিয় কৃষ্ণ আইলা তোমার অন্তিকে ?॥৩৫
তুমি সব হও আমার সখার সমান।
কৃষ্ণোদ্দেশ কহি সভে রাখহ পরাণ ॥ ৩৬

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

বৃক্ষগণ স্বভাবতঃই বাক্‌শক্তিহীন, কাহারও প্রশ্নের উত্তর দিতে পারে না, কোনও লোকের কথাও বোধ হয় বুঝিতে পারে না। তাহারা কি উত্তর দিবে ? কিন্তু প্রভু দিব্যোন্মাদগ্রস্ত ; বৃক্ষ যে কথা বলিতে পারে না, তাহা তিনি মনে করিতে পারেন না ; তিনি মনে করিলেন, ইহারা ইচ্ছা করিয়াই তাঁহার কথার উত্তর দিতেছে না ; কেন ইহারা উত্তর দিতেছে না, তাহার কারণও তিনি অনুমান করিলেন।

করে অনুমান—বৃক্ষগণ কেন উত্তর দিল না, প্রভু তাহার কারণ অনুমান করিলেন। **এসব পুরুষ জাতি**—এই বৃক্ষসকল পুরুষ-জাতি। বৃক্ষশব্দ পুংলিঙ্গ বলিয়াই বোধ হয় বৃক্ষকে পুরুষজাতি বলা হইয়াছে। **কৃষ্ণের সখার সমান**—এই সকল বৃক্ষ পুরুষজাতি, কৃষ্ণও পুরুষ ; ইহাদের প্রাণ পুরুষের প্রাণের তুল্য, সমপ্রাণঃ সখা মতঃ। ইহারা কৃষ্ণের সখার তুল্য।

গোপীভাবাপন্ন প্রভু অনুমান করিলেন—"এই সকল বৃক্ষ পুরুষজাতি ; ইহাদের প্রাণ পুরুষের প্রাণের তুল্যই কঠিন ; আমি স্ত্রীলোক, আমার প্রাণের বেদনা ইহারা কিরূপে বুঝিবে ? আমার কাতরোক্তিতেও ইহাদের চিত্ত বিগলিত হয় নাই ; যদি হইত, তাহা হইলে আমার দুঃখে দুঃখী হইয়া নিশ্চয়ই আমার প্রতি সহানুভূতি প্রকাশ করিত, আমার দুঃখ দূরীভূত করার উপায় বলিয়া দিত, শ্রীকৃষ্ণের সন্ধান বলিয়া দিত। ইহারা আমার দুঃখ বুঝে না, তাই আমার কথার উত্তর দিতেছে না। স্ত্রীলোককে বিরহ-দুঃখ দিয়া কৃষ্ণ সুখ অনুভব করেন ; ইহা পুরুষেরই স্বভাব ; ইহারাও তো পুরুষ ; আমি স্ত্রীলোক, আমার বিরহ-দুঃখ দেখিয়া বোধ হয় ইহারাও সুখই অনুভব করিতেছে। ইহারা তো কৃষ্ণেরই সখার তুল্য ! সমপ্রাণঃ সখা মতঃ। কৃষ্ণের সখা বলিয়া কৃষ্ণের সুখপোষণই তো ইহাদের ধর্ম্ম ; আমাকে ত্যাগ করিয়া দূরে সরিয়া থাকাই যখন কৃষ্ণের ইচ্ছা, তখন ইহারাও সেই ইচ্ছারই পোষকতা করিবে ; আমি যাহাতে কৃষ্ণকে পাইতে না পারি, তাহাই করিবে ; সুতরাং ইহারা আমাকে কৃষ্ণের সন্ধান কেনই বা বলিয়া দিবে ?"

৩৩। **এ স্ত্রীজাতি লতা**—সাক্ষাতে এই যে লতাগুলি দেখা যাইতেছে, ইহারা স্ত্রীজাতি। লতাশব্দ স্ত্রীলিঙ্গ বলিয়াই বোধ হয় লতাকে স্ত্রীজাতি বলা হইয়াছে। **আমার সখীর প্রায়**—আমি স্ত্রীলোক, ইহারাও স্ত্রীলোক ; সুতরাং ইহারা আমার সখীর তুল্যা, ইহারা আমার প্রাণের বেদনা বুঝিবে।

৩৪। **অবশ্য কহিবে**—আমার প্রাণের বেদনা বুঝিবে বলিয়া ইহারা নিশ্চয়ই আমাকে কৃষ্ণের সন্ধান বলিয়া দিবে। **এত অনুমানি**—এইরূপ অনুমান করিয়া। **পুছে**—জিজ্ঞাসা করে। **তুলস্যাদি গণে**—তুলসী প্রভৃতি লতাগণকে।

বৃক্ষ-সকলের উত্তর না দেওয়ার কারণ অনুমান করিতে করিতে গোপীভাবাবিষ্ট প্রভু দেখিলেন, সম্মুখভাগে তুলসী-মালতী প্রভৃতি কতকগুলি লতা বিরাজিত রহিয়াছে ; দেখিয়াই দিব্যোন্মাদগ্রস্ত প্রভুর চিত্তে যেন একটু আশার সঞ্চার হইল ; তিনি ভাবিলেন—"এই যে লতাগুলি দেখিতেছি, ইহারা তো স্ত্রী-জাতি, স্ত্রীলোকের মনের বেদনা ইহারা নিশ্চয়ই বুঝিবে ; ইহারা আমার সখীর তুল্য ; ইহারা নিশ্চয়ই কৃষ্ণের দর্শন পাইয়াছে ; এবং কৃষ্ণ কোন্ দিকে গিয়াছেন, তাহাও ইহারা জানে ; আমার দুঃখে দুঃখিনী হইয়া ইহারা নিশ্চয়ই আমাকে কৃষ্ণের সন্ধান বলিয়া দিবে।" এইরূপ অনুমান করিয়া প্রভু তুলসী-মালতী প্রভৃতি লতাগণকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন। কি বলিলেন, তাহা পরবর্ত্তী দুই পয়ারে ব্যক্ত আছে।

৩৫-৩৬। "তুলসী মালতী" ইত্যাদি দুই পয়ারে "কচ্চিত্তুলসি কল্যাণি' ইত্যাদি দুই শ্লোকের অর্থ করিতেছেন।

উত্তর না পাইয়া পুন ভাবেন অন্তরে—।
'এ ত কৃষ্ণদাসী' ভয়ে না কহে আমারে ॥ ৩৭

আগে মৃগীগণ দেখি কৃষ্ণাঙ্গগন্ধ পাঞা।
তার মুখ দেখি পুছে নির্ণয় করিয়া ॥ ৩৮

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

তোমার প্রিয় কৃষ্ণ—শ্রীকৃষ্ণ অত্যন্ত আদরের সহিত তুলসী-পত্রের মালা এবং মালতী, যুথি, মাধবী, মল্লিকা প্রভৃতি পুষ্পের মালা ধারণ করেন বলিয়া ইহারা কৃষ্ণের অত্যন্ত প্রিয়; সুতরাং কৃষ্ণও ইহাদের প্রিয়, এরূপ অনুমান করিয়া "তোমার প্রিয় কৃষ্ণ" বলা হইয়াছে। **তোমার অন্তিকে**—তোমাদের নিকটে। **সখীর সমান**—তোমরা স্ত্রীলোক, আমিও স্ত্রীলোক; কৃষ্ণ তোমাদেরও প্রিয়, আমারও প্রিয়; তাই তোমরা আমার সখীর তুল্য। **কৃষ্ণোদ্দেশ**—কৃষ্ণের সন্ধান; কৃষ্ণ কোন্ দিকে গিয়াছেন, তাহা।

গোপী-ভাবাবিষ্ট প্রভু লতাদিগকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন—"হে তুলসি! হে মালতি! হে মাধবি! হে যুথি! হে মল্লিকে! তোমাদের পত্র-পুষ্প শ্রীকৃষ্ণ অত্যন্ত প্রীতির সহিত অঙ্গে ধারণ করিয়া থাকেন; তোমরা শ্রীকৃষ্ণের অত্যন্ত প্রিয়, তাই তোমরা পত্র-পুষ্পাদি দ্বারা তাঁহার অঙ্গ ভূষিত করিয়া থাক, সুগন্ধ দ্বারা তাঁহার নাসিকার আনন্দ-বিধান করিয়া থাক। তোমাদের প্রীতির আকর্ষণে কৃষ্ণ নিশ্চয়ই তোমাদের নিকটে আসিয়া থাকিবেন। বল, বল, তিনি কি তোমাদের নিকটে আসিয়াছিলেন? তোমরা স্ত্রীজাতি, আমিও স্ত্রীলোক; স্ত্রীলোকের মনের বেদনা, প্রিয়-বিরহ-যন্ত্রণা, তোমরা নিশ্চয়ই বুঝিতে পার; বিশেষতঃ, কৃষ্ণ তোমাদেরও প্রিয়, আমারও প্রিয়; সুতরাং তোমরা আমার সখীর তুল্য; কৃষ্ণ-বিরহে যে কি অসহ্য যন্ত্রণা, তাহা তোমরা বুঝিতে পার। সখি! কৃষ্ণ-বিরহে আমার প্রাণ বহির্গত হইতেছে; সখি! আমাকে বাঁচাও, কৃষ্ণ কোন্ পথে গিয়াছেন, আমাকে বলিয়া দাও।"

৩৭। **উত্তর না পাইয়া**—লতাগণের নিকট হইতে কোনও উত্তর না পাইয়া। **এ ত কৃষ্ণদাসী**—এ সমস্ত লতা শ্রীকৃষ্ণের দাসী। দাসীর ন্যায়, পত্র-পুষ্পাদি দ্বারা শ্রীকৃষ্ণের অঙ্গ ভূষিত করে বলিয়াই বোধ হয় লতাগণকে কৃষ্ণদাসী বলা হইয়াছে। **ভয়ে**—কৃষ্ণের ভয়ে; কৃষ্ণের অমতে কৃষ্ণের সন্ধান বলিয়া দিলে, তাহাদের প্রভু কৃষ্ণ রুষ্ট হইতে পারেন বলিয়া।

লতাগণের নিকটে কোনও উত্তর না পাইয়া দিব্যোন্মাদগ্রস্ত প্রভু মনে করিলেন—"না, ইহারা তো আমাকে কৃষ্ণের সন্ধান বলিয়া দিবে না—দিতে পারেও না। ইহারা কৃষ্ণের দাসী; কৃষ্ণের অমতে আমাকে কৃষ্ণের সন্ধান বলিয়া দিলে, কৃষ্ণ পাছে ইহাদের প্রতি রুষ্ট হয়েন, এই আশঙ্কা করিয়াই ইহারা আমাকে সন্ধান বলিয়া দিতেছে না। অথবা, ইহারা তো কৃষ্ণেরই দাসী, কৃষ্ণই হয়তো ইহাদিগকে নিষেধ করিয়া দিয়াছেন, যেন কাহাকেও তাঁহার সন্ধান বলিয়া না দেয়; তাই ইহারা নিরুত্তর।"

৩৮। **আগে**—সম্মুখে। **মৃগী**—হরিণী। **কৃষ্ণাঙ্গগন্ধ পাঞা**—প্রভু কৃষ্ণের অঙ্গ-গন্ধ অনুভব করিয়াছিলেন। সম্ভবতঃ ঐ স্থানের পুষ্পসমূহের সুগন্ধকেই প্রভু প্রেম-বৈবশ্যবশতঃ কৃষ্ণের অঙ্গগন্ধ বলিয়া মনে করিয়াছিলেন। **তার মুখ**—মৃগীগণের মুখ। **পুছে**—জিজ্ঞাসা করে। **নির্ণয় করিয়া**—এইস্থানে কৃষ্ণ আসিয়াছিলেন, ইহা সিদ্ধান্ত করিয়া। শ্রীকৃষ্ণের অঙ্গগন্ধ দ্বারা প্রভু এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছিলেন।

অথবা, মৃগীগণের মুখ দেখিয়াই ইহা নির্ণয় করিয়াছিলেন (তার মুখ দেখি নির্ণয় করিয়া পুছেন); হরিণের চক্ষু স্বভাবতঃই বিস্তীর্ণ এবং প্রসন্নোজ্জ্বল; কিন্তু প্রভু মনে করিলেন, হরিণী নিশ্চয়ই কৃষ্ণের দর্শন পাইয়াছে, তাই আনন্দে হরিণীর নয়ন প্রসন্নোজ্জ্বল হইয়াছে। এজন্য হরিণীর চক্ষুর প্রসন্নোজ্জ্বলতা দেখিয়া প্রভু সিদ্ধান্ত করিলেন যে, কৃষ্ণ নিশ্চয়ই এখানে আসিয়াছিলেন। এই সমস্তই উদ্ঘূর্ণাখ্য দিব্যোন্মাদের লক্ষণ।

লতাগণের উত্তর না পাইয়া প্রভু তাহাদের উত্তর না দেওয়ার কারণ অনুমান করিতেছেন, এমন সময় সম্মুখে কয়েকটী হরিণীকে দেখিতে পাইলেন; হঠাৎ উদ্যানস্থ পুষ্পসমূহের সুগন্ধও প্রভু অনুভব করিলেন; কিন্তু এই সুগন্ধকে

তথাহি (ভাঃ—১০।৩০।১১)—

অপ্যেণপত্ন্যুপগতঃ প্রিয়য়েহ গাত্রৈ-
স্তন্বন্ দৃশাং সখি সুনির্বৃতিমচ্যুতো বঃ।
কান্তাঙ্গসঙ্গকুচকুঙ্কুমরঞ্জিতায়াঃ
কুন্দস্রজঃ কুলপতেরিহ বাতি গন্ধঃ॥ ৬

শ্লোকের সংস্কৃত টীকা।

হরিণ্যা দৃষ্টিপ্রত্যাসত্ত্যা কৃষ্ণদর্শনং সম্ভাব্যাহুঃ অপীতি। হে সখি এণপত্নি অপি কিম্ উপগতঃ সমীপং গতঃ। গাত্রৈঃ সুন্দরৈর্মুখবাহ্বাদিভিঃ। প্রিয়য়া সহেতি যদুক্তং তত্র দ্যোতকম্। কান্তায়া অঙ্গসঙ্গস্তেন তৎকুচকুঙ্কুমেন রঞ্জিতায়াঃ কুন্দকুসুমস্রজো গন্ধঃ কুলপতেঃ শ্রীকৃষ্ণস্য বাতি আগচ্ছতি। স্বামী। ৬

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

তিনি কৃষ্ণের অঙ্গ-গন্ধ মনে করিয়া অনুমান করিলেন যে, কৃষ্ণ নিশ্চয়ই এই স্থানে আসিয়াছিলেন, সম্ভবতঃ এই মাত্র চলিয়া গিয়াছেন, তাঁহার অঙ্গগন্ধ এখনও বিদ্যমান রহিয়াছে। আবার হরিণীর চক্ষুর প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া দেখিলেন, তাহার চক্ষু অত্যন্ত প্রসন্ন ও উজ্জ্বল; যদিও হরিণীর চক্ষু স্বভাবতঃই প্রসন্ন ও উজ্জ্বল, তথাপি প্রেমবৈবশ্যবশতঃ প্রভু মনে করিলেন যে, হরিণী নিশ্চয়ই শ্রীকৃষ্ণের দর্শন পাইয়াছে, কৃষ্ণ-দর্শনজনিত আনন্দেই হরিণীর চক্ষুর্দ্বয় প্রসন্ন ও উজ্জ্বল হইয়াছে। এইরূপ মনে করিয়া গোপী-ভাবাবিষ্ট প্রভু হরিণীগণকে জিজ্ঞাসা করিলেন। "অপ্যেণপত্ন্যুপগতঃ" ইত্যাদি শ্লোকটী উচ্চারণ করিয়াই প্রভু হরিণীগণকে জিজ্ঞাসা করিলেন।

শ্লো। ৬। অন্বয়। সখি (হে সখি)! এণপত্নি (মৃগপত্নি)! প্রিয়য়া (প্রিয়ার—শ্রীরাধার সহিত) গাত্রৈঃ (গাত্রদ্বারা—পরমসুন্দর মুখ-বাহু প্রভৃতি দ্বারা) বঃ (তোমাদের) দৃশাং (নয়ন সমূহের) সুনির্বৃতিং (পরমানন্দ) তন্বন্ (বিস্তার করিয়া) অচ্যুতঃ (শ্রীকৃষ্ণ) ইহ (এই স্থানে—এই উপবনে) উপগতঃ (উপনীত হইয়াছিলেন—আসিয়াছিলেন) অপি (কি)? ইহ (এই স্থানে) কুলপতেঃ (গোকুলনাথ শ্রীকৃষ্ণের) কান্তাঙ্গসঙ্গকুচ-কুঙ্কুম-রঞ্জিতায়াঃ (কান্তাঙ্গ-সঙ্গ-নিমিত্ত কুচকুঙ্কুমরঞ্জিত) কুন্দস্রজঃ (কুন্দপুষ্পমালার) গন্ধঃ (গন্ধ) বাতি (বহিতেছে)।

অনুবাদ। হে সখি মৃগপত্নি! প্রিয়ার (শ্রীরাধার) সহিত মিলিত হইয়া স্বীয় মনোহর অঙ্গসমূহদ্বারা তোমাদিগের নয়নের পরমানন্দ বিধান পূর্ব্বক শ্রীকৃষ্ণ কি এই বনে আসিয়াছিলেন? (শ্রীকৃষ্ণের এই স্থানে আসার অনুমানের হেতু এই যে) এই স্থানে গোকুলপতি শ্রীকৃষ্ণের কান্তাঙ্গসঙ্গনিমিত্ত কুচকুঙ্কুমরঞ্জিত কুন্দমালার গন্ধ প্রবাহিত হইতেছে। ৬

এণপত্নি—এণের (হরিণের) পত্নী, মৃগপত্নী, মৃগী; তাহার সম্বোধনে। **প্রিয়য়া**—প্রেয়সী শ্রীরাধার সহিত; শ্রীকৃষ্ণ শ্রীরাধার সহিতই রাসস্থলী হইতে অন্তর্হিত হইয়াছিলেন। **গাত্রৈঃ**—শ্রীকৃষ্ণের গাত্রসমূহদ্বারা; মনোহর মুখ-বাহু-বক্ষস্থলাদিদ্বারা। **সুনির্বৃতিং**—সু (উত্তম) নির্বৃতি (আনন্দ); পরম-আনন্দ। **তন্বন্**—বিস্তার করিয়া। শ্রীকৃষ্ণের মনোহর অঙ্গ-প্রত্যঙ্গাদি দর্শন করিয়া মৃগীগণের নয়নের যে নিরতিশয় আনন্দ জন্মিয়াছিল, তাহাই এস্থলে ব্যক্ত হইল। **কুলপতেঃ**—কুল (গোকুল)-পতি শ্রীকৃষ্ণের। **কান্তাঙ্গ-সঙ্গ** কুচকুঙ্কুম-রঞ্জিতায়াঃ-- কান্তা শ্রীরাধার অঙ্গসঙ্গ দ্বারা, শ্রীরাধাকে আলিঙ্গন করিয়াছেন বলিয়া, সেই কান্তা শ্রীরাধার কুচের (স্তনযুগলের) যে কুঙ্কুম, তদ্দ্বারা রঞ্জিত **কুন্দস্রজঃ**—কুন্দ-পুষ্পের মালার গন্ধ এস্থলে পাওয়া যাইতেছে। শ্রীরাধার স্তনযুগল কুঙ্কুম-লেপে রঞ্জিত; আর শ্রীকৃষ্ণের গলায় থাকে কুন্দফুলের মালা; শ্রীকৃষ্ণ যখন শ্রীরাধাকে আলিঙ্গন করিয়া থাকেন, তখন রাধাবক্ষের কুঙ্কুম কৃষ্ণবক্ষের কুন্দমালায় লাগিয়া কুন্দমালার এক অপূর্ব্ব গন্ধ উৎপাদন করে। কৃষ্ণান্বেষণ-পরায়ণা গোপীগণ বলিতেছেন—"সখি! এণপত্নি! কৃষ্ণবক্ষের কুন্দমালার সহিত রাধাবক্ষের কুঙ্কুম লিপ্ত হইলে যে এক অনির্ব্বচনীয় সুগন্ধের উৎপত্তি হয়, আমরা এস্থলে সেই গন্ধ পাইতেছি; তাহাতেই অনুমান হয়, শ্রীরাধার সহিত শ্রীকৃষ্ণ এস্থানে আসিয়াছিলেন।"

পরবর্ত্তী তিন পয়ারে এই শ্লোকের ব্যাখ্যা করা হইয়াছে।

কহ মৃগি ! রাধাসহ শ্রীকৃষ্ণ সর্ব্বথা।
তোমায় সুখ দিতে আইলা, নাহিক অন্যথা ॥৩৯
রাধার প্রিয়সখী আমরা, নহি বহিরঙ্গ।
দূরে হৈতে জানি তাঁর যৈছে অঙ্গ-সঙ্গ ॥ ৪০
রাধা-অঙ্গসঙ্গে কুচকুঙ্কুমে ভূষিত।
কৃষ্ণ-কুন্দমালা-গন্ধে বায়ু সুবাসিত ॥৪১

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

৩৯। "কহ মৃগি" ইত্যাদি তিন পয়ার হরিণীর প্রতি প্রভুর উক্তি; এই তিন পয়ার "অপ্যেণপত্ন্যুপগতঃ" ইত্যাদি শ্লোকের অনুবাদ।

সর্ব্বথা—সর্ব্বপ্রকারে। **সুখ দিতে**—মদনমোহনরূপে দর্শন দিয়া তোমার আনন্দ বিধান করিবার নিমিত্ত। **নাহিক অন্যথা**—কৃষ্ণ যে এখানে আসিয়াছেন, ইহা নিশ্চয়ই, ইহাতে আর অন্যথা (দ্বিধা) নাই; তিনি এখানে আসেন নাই, একথা বলিলে চলিবে না। এইরূপ দৃঢ় সিদ্ধান্তের হেতু (শ্রীকৃষ্ণের অঙ্গগন্ধ—তাহা) পরবর্ত্তী পয়ারে উক্ত হইয়াছে।

"নাহিক অন্যথা" স্থলে "না কর অন্যথা" পাঠান্তরও আছে; অর্থ—অন্যথা করিওনা; কৃষ্ণ এখানে আসেন নাই, এমন কথা বলিও না।

৪০। **নহি বহিরঙ্গ**—আমরা রাধার অন্তরঙ্গা সখি, বহিরঙ্গা নহি; তাই শ্রীরাধার অঙ্গগন্ধাদি কিরূপ, তাহা আমরা বিশেষরূপেই জানি এবং কৃষ্ণের অঙ্গগন্ধাদি কিরূপ তাহাও আমরা বিশেষরূপেই জানি।

দূরে হৈতে—নিকটে না যাইয়াও, দূর হইতে গন্ধ অনুভব করিয়াই। **তাঁর**—শ্রীরাধার। **যৈছে**—যেরূপ। **অঙ্গ-সঙ্গ**—শ্রীকৃষ্ণের সহিত অঙ্গ-সঙ্গ।

দূরে থাকিয়াও বায়ুদ্বারা চালিত গন্ধ অনুভব করিয়াই আমরা বলিতে পারি, শ্রীকৃষ্ণের কোন্ অঙ্গের সহিত শ্রীরাধার কোন্ অঙ্গের সঙ্গ হইয়াছে।

৪১। **রাধা-অঙ্গসঙ্গে**—শ্রীরাধার অঙ্গের সহিত সঙ্গবশতঃ। **কুচকুঙ্কুমে ভূষিত**—শ্রীরাধার কুচ (স্তন)-যুগলে যে কুঙ্কুম ছিল, সেই কুঙ্কুমদ্বারা ভূষিত (কুন্দমালা-বিশিষ্ট)। **কৃষ্ণ-কুন্দমালা**—কৃষ্ণের বক্ষঃস্থিত কুন্দমালা। **কুন্দমালা**—কুন্দপুষ্পের মালা।

এই পয়ারের অন্বয় এইরূপ—শ্রীরাধার অঙ্গসঙ্গবশতঃ, কুচ-কুঙ্কুম-ভূষিত (কৃষ্ণ-) কুন্দমালার গন্ধে বায়ু সুবাসিত হইয়াছে।

শ্রীরাধার কুচ-যুগলস্থিত কুঙ্কুমের গন্ধ আমরা চিনি; শ্রীকৃষ্ণের বক্ষঃস্থিত কুন্দমালার গন্ধও আমরা চিনি। এক্ষণে বায়ুদ্বারা প্রবাহিত যে গন্ধটী অনুভব করিতেছি, তাহা এই উভয়ের সম্মিলিত গন্ধ, কৃষ্ণ-বক্ষঃস্থিত কুন্দমালার গন্ধের সঙ্গে শ্রীরাধার কুচস্থিত কুঙ্কুমের মিলিত গন্ধ। ইহাতেই আমরা বুঝিতে পারিতেছি যে, শ্রীকৃষ্ণের বক্ষের সঙ্গে শ্রীরাধার বক্ষের দৃঢ় সংযোগ হইয়াছে; তাহাতেই শ্রীরাধার কুচস্থিত কুঙ্কুমের দ্বারা শ্রীকৃষ্ণের বক্ষঃস্থিত কুন্দমালা বিভূষিত (রঞ্জিত) হইয়াছে; বায়ু এতাদৃশী কুন্দমালার গন্ধ বহন করিয়া সুগন্ধি হইয়াছে।

গোপীভাবাবিষ্ট প্রভু মৃগীগণকে বলিলেন—"মৃগি ! আমাকে কৃষ্ণের সন্ধান বলিয়া দাও। মদনমোহনরূপে তোমাকে দর্শন দিয়া তোমার আনন্দ বিধান করিবার নিমিত্ত শ্রীরাধার সহিত শ্রীকৃষ্ণ নিশ্চিতই এখানে আসিয়াছিলেন, তাহা অস্বীকার করিলে চলিবেনা; বায়ু-প্রবাহিত গন্ধ দ্বারাই তাহা আমরা বুঝিতে পারিয়াছি। মৃগি ! আমরা শ্রীরাধার অন্তরঙ্গা প্রিয়সখী, শ্রীরাধার কোন্ অঙ্গের কিরূপ গন্ধ, কোন্ অঙ্গের ভূষণেরই বা কিরূপ গন্ধ, তাহা আমরা বিশেষরূপেই অবগত আছি; আর শ্রীকৃষ্ণ-প্রেয়সী-শিরোমণি শ্রীরাধার অন্তরঙ্গা প্রিয়সখী বলিয়া শ্রীকৃষ্ণের নিকটেও আমাদের সর্ব্বদা যাতায়াত করিতে হয়; তাহাতে শ্রীকৃষ্ণের কোন্ অঙ্গের কিরূপ গন্ধ, তাঁহার কোন্ অঙ্গের ভূষণেরই বা কিরূপ গন্ধ, তাহাও আমরা বিশেষরূপেই অবগত আছি। এসমস্ত কারণে, বায়ুপ্রবাহিত গন্ধ অনুভব করিয়াই দূর হইতে

'কৃষ্ণ ইহাঁ ছাড়ি গেলা, ইঁহো বিরহিণী।
কিবা উত্তর দিবে এই না শুনে কাহিনী॥ ৪২
আগে বৃক্ষগণ দেখে পুষ্প-ফল-ভরে।
শাখাসব পড়ি আছে পৃথিবী-উপরে॥ ৪৩
'কৃষ্ণ দেখি এইসব করে নমস্কার'।
কৃষ্ণাগমন পুছে তারে করিয়া নির্দ্ধার॥ ৪৪

তথাহি (ভাঃ—১০।৩০।১২)—

বাহুং প্রিয়াংস উপধায় গৃহীতপদ্মো
রামানুজস্তুলসিকালিকুলৈর্ম্মদান্ধৈঃ।
অন্বীয়মান ইহ বস্তরবঃ প্রণামং
কিংবাভিনন্দতি চরন্ প্রণয়াবলোকৈঃ॥ ৭

শ্লোকের সংস্কৃত টীকা।

ফলভারেণ তাংস্তরূন্ কৃষ্ণং দৃষ্ট্বা প্রণতা ইতি মত্বা প্রিয়য়া সহ তস্য গতিবিলাসং সম্ভাবয়ন্তঃ পৃচ্ছন্তি বাহুমিতি তুলসিকায়া অলিকুলৈরত স্তদামোদমদান্ধৈরন্বীয়মানোঽনুগম্যমান ইহ চরন্নিতি। স্বামী। ৭

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

আমরা বলিতে পারি যে, শ্রীকৃষ্ণের কোন্ অঙ্গের সহিত শ্রীরাধার কোন্ অঙ্গের সঙ্গ হইয়াছে। এক্ষণে এস্থানে বায়ুর মধ্যে যে অপূর্ব্ব সুগন্ধটীর অনুভব হইতেছে, তাহা শ্রীকৃষ্ণের বক্ষঃস্থিত কুন্দমালার গন্ধের সঙ্গে শ্রীরাধার স্তনযুগলস্থিত কুঙ্কুমের মিলিত গন্ধ; ইহাতে বুঝা যাইতেছে, এই স্থানে শ্রীকৃষ্ণ স্বীয় বক্ষঃস্থল দ্বারা শ্রীরাধার বক্ষঃস্থলকে দৃঢ়রূপে আলিঙ্গন করিয়াছেন, তাহাতেই শ্রীরাধার কুচযুগলস্থিত কুঙ্কুমের দ্বারা শ্রীকৃষ্ণের বক্ষঃস্থিত কুন্দমালা সুরঞ্জিত হইয়াছে; বায়ু সেই কুঙ্কুম রঞ্জিত কুন্দমালার গন্ধ বহন করিয়া সুবাসিত হইয়াছে। মৃগি! যাহা বলিলাম, ইহাতে কোনও সন্দেহই থাকিতে পারে না; শ্রীকৃষ্ণ শ্রীরাধাকে লইয়া নিশ্চয়ই এখানে আসিয়াছিলেন। বল মৃগি! তাঁহারা এখন কোন্‌দিকে গিয়াছেন?"

৪২। **ইহাঁ**—এইস্থান। **ইহোঁ**—মৃগী।

না শুনে কাহিনী—শ্রীকৃষ্ণবিরহের ব্যাকুলতাবশতঃ এবং কৃষ্ণচিন্তায় তন্ময়তাবশতঃ আমি যাহা বলিতেছি, তাহা এই মৃগী শুনিতে পায় নাই।

মৃগীর নিকট হইতে কোনও উত্তর না পাইয়া প্রভু মনে করিলেন—"কৃষ্ণ এই স্থান হইতে চলিয়া গিয়াছেন, মৃগীকে ছাড়িয়া গিয়াছেন; এই মৃগী এখন কৃষ্ণবিরহে অত্যন্ত ব্যাকুল; বিরহজনিত চিন্তায় এই মৃগী এতই তন্ময় হইয়া আছে যে, আমার কথা হয়তো শুনিতেই পায় নাই; এ কিরূপে আমার কথার উত্তর দিবে?"

৪৩। **আগে**—সম্মুখভাগে। **শাখা সব**—বৃক্ষের শাখা সকল।

৪৪। **কৃষ্ণ দেখি** ইত্যাদি—বৃক্ষের শাখাসমূহ ফলপুষ্পভরে নত হইয়া মাটী স্পর্শ করিয়া আছে; তাহা দেখিয়া প্রভু মনে করিলেন, "ইহারা কাহাকেও নমস্কার করিতেছে; নিশ্চয়ই কৃষ্ণ এইস্থানে আসিয়াছিলেন; তাঁহাকে দেখিয়াই এই সকল বৃক্ষ শাখারূপ মস্তক অবনত করিয়া নমস্কার করিতেছে।"

করিয়া নির্দ্ধার—এইস্থানে নিশ্চয়ই কৃষ্ণ আসিয়াছিলেন, ইহা সিদ্ধান্ত করিয়া।

মৃগীগণের উত্তর না দেওয়ার কথা ভাবিতেছেন, এমন সময় প্রভু দেখিলেন, সম্মুখে কতকগুলি বৃক্ষ; ফলপুষ্পভরে তাহাদের শাখা প্রায় ভূমি স্পর্শ করিয়াছে; প্রভু অনুমান করিলেন, ইহারা কৃষ্ণকে নমস্কার করিতেছে, নিশ্চয়ই কৃষ্ণ এস্থলে আসিয়াছিলেন; এইরূপ মনে করিয়া "বাহুং প্রিয়াংস" ইত্যাদি নিম্নোদ্ধৃত শ্লোকে তিনি বৃক্ষগণকে কৃষ্ণের কথা জিজ্ঞাসা করিলেন।

শ্লো। ৭। অন্বয়। তরবঃ (হে তরুগণ)! মদান্ধৈঃ (মদান্ধ) তুলসিকালিকুলৈঃ (তুলসীবনস্থিত মদান্ধ ভ্রমরগণ কর্ত্তৃক) অন্বীয়মানঃ (অনুসৃত হইয়া) রামানুজঃ (রামানুজ শ্রীকৃষ্ণ) প্রিয়াংসে (প্রেয়সীর স্কন্ধে) বাহুং (বাহু—বামহস্ত) উপধায় (স্থাপন পূর্ব্বক) গৃহীতপদ্মঃ (দক্ষিণ হস্তে পদ্ম ধারণ পূর্ব্বক) ইহ (এই বনে) চরন্ (বিচরণ

প্রিয়ামুখে ভৃঙ্গ পড়ে, তাহা নিবারিতে।
লীলাপদ্ম চালাইতে হৈলা অন্যচিত্তে॥ ৪৫

তোমার প্রণামে কি করিয়াছে অবধান ? ।
কিবা নাহি করে ?—কহ বচন প্রমাণ॥ ৪৬

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

করিতে করিতে—ভ্রমণকালে) বঃ (তোমাদের) প্রণামং (প্রণামকে) প্রণয়াবলোকৈঃ (প্রণয়াবলোকন দ্বারা—প্রীতিপূর্ণ দৃষ্টি দ্বারা) কিম্বা (কি) অভিনন্দতি (অঙ্গীকার করিয়াছেন) ?

অনুবাদ। কৃষ্ণান্বেষণ-পরায়ণা গোপীগণ ফলভারাবনতঃ তরুগণকে জিজ্ঞাসা করিলেন—হে তরুগণ! তুলসীবনস্থিত মদান্ধ ভ্রমরগণ কর্তৃক অনুসৃত হইয়া রামানুজ শ্রীকৃষ্ণ যখন বামহস্ত প্রেয়সীর স্কন্ধে স্থাপন পূর্ব্বক এবং দক্ষিণ হস্তে পদ্মধারণ-পূর্ব্বক এই বনে ভ্রমণ করিতেছিলেন, তখন তোমাদের প্রণামকে কি তিনি প্রণয়াবলোকন দ্বারা অঙ্গীকার করিয়াছিলেন ? ৭

মদান্ধৈঃ—তুলসীপুষ্পরসরূপ মদ পানে অন্ধ (হিতাহিত জ্ঞানশূন্য)—মত্ত **তুলসিকালিকুলৈঃ**—তুলসী-বনস্থিত ভ্রমরগণকর্তৃক **অন্বীয়মানঃ**--অনুসৃত শ্রীকৃষ্ণ। তুলসীফুলের মধুপান করার নিমিত্ত তুলসীবনে অনেক ভ্রমর ছিল ; তাহারা তুলসীর মধুপানে উন্মত্তপ্রায় হইয়া গিয়াছিল (উন্মত্ততার লক্ষণ এই যে, তাহারা হিতাহিত জ্ঞানশূন্য হইয়া পড়িয়াছিল ; তাই শ্রীরাধার মুখেও উড়িয়া পড়িতেছিল)। শ্রীকৃষ্ণ যখন এই তুলসীবনের নিকট দিয়া যাইতেছিলেন, তখন এই সকল মদমত্ত ভ্রমর তাঁহার অনুসরণ করিয়াছিল—তাঁহার পাছে পাছে উড়িয়া যাইতেছিল (অবশ্য এ সমস্তই কৃষ্ণান্বেষপরায়ণা গোপীদিগের অনুমান)। ভ্রমরগণকর্ত্তৃক এইরূপ অনুসৃত **রামানুজ**—রামের (বলরামের) অনুজ (ছোটভাই) শ্রীকৃষ্ণ **প্রিয়াংসে**—প্রিয়ার (স্বীয় প্রেয়সী শ্রীরাধার) অংসে (স্কন্ধে) স্বীয় **বাহুং**—বামহস্ত (শ্রীরাধা শ্রীকৃষ্ণের বামদিকে ছিলেন, এরূপ মনে করিলে শ্রীরাধার স্কন্ধে বামহস্ত দেওয়াই স্বাভাবিক) **উপধায়**-- স্থাপন করিয়া, স্বীয় বামপার্শ্বস্থিতা শ্রীরাধার স্কন্ধে স্বীয় বামহস্ত স্থাপন করিয়া এবং শ্রীরাধার বদনকমলে নিপতিত মদমত্ত ভ্রমর-সমূহকে বিতাড়িত করিবার উদ্দেশ্যে দক্ষিণহস্তে **গৃহীতপদ্মঃ**—পদ্মধারণ করিয়া যখন এই বনে বিচরণ করিতেছিলেন, তখন কি তিনি **প্রণয়াবলোকৈঃ**—প্রীতিপূর্ণ দৃষ্টিদ্বারা তোমাদের প্রণামকে অঙ্গীকার করিয়াছেন ? (বৃক্ষগণ ফলভারে নত হইয়া পড়িয়াছিল, তাহাদের এই নত অবস্থাকে এস্থলে প্রণাম বলা হইয়াছে)।

পরবর্ত্তী দুই পয়ারে এই শ্লোকের মর্ম্ম ব্যক্ত করা হইয়াছে।

৪৫। "প্রিয়ামুখে" ইত্যাদি দুই পয়ারে বৃক্ষগণের প্রতি প্রভুর উক্তি ; এই দুই পয়ার "বাহুং প্রিয়াংস" ইত্যাদি শ্লোকের অনুবাদ।

প্রিয়ামুখে—শ্রীকৃষ্ণের প্রেয়সী শ্রীরাধার মুখে। **ভৃঙ্গ**—ভ্রমর। **পড়ে**—মুখের সুগন্ধে আকৃষ্ট হইয়া মুখে আসিয়া বসিতে চায়। **তাহা নিবারিতে**—ভ্রমরগণকে নিবারণ করিতে। **লীলাপদ্ম**—শ্রীকৃষ্ণ নিজ দক্ষিণ হস্তে যে পদ্ম ধারণ করিয়া রাখেন, তাহা। **চালাইতে**—ভ্রমর তাড়াইবার নিমিত্ত সঞ্চালন করিতে। **অন্যচিত্তে**—অন্যমনস্ক ; ভ্রমর-তাড়নেই নিবিষ্ট-চিত্ত বলিয়া অন্য বিষয়ে মনোযোগ দিতে অসমর্থ।

৪৬। **তোমার প্রণামে** ইত্যাদি—তুমি যে প্রণাম করিয়াছ, তাহা কি কৃষ্ণ দেখিতে পাইয়াছেন ? **অবধান**—দৃষ্টি ; মনোযোগ। **কিবা নাহি করে**—না কি তোমার প্রণাম দেখিতে পান নাই ? **কহ বচন প্রমাণ**—প্রমাণস্বরূপ বাক্য বল ; তোমার প্রণাম অঙ্গীকার করিয়াছেন কিনা বল।

বৃক্ষগণকে সম্বোধন করিয়া গোপীভাবাবিষ্ট প্রভু বলিলেন—"প্রেয়সী শ্রীরাধার স্কন্ধে হস্তস্থাপন করিয়া শ্রীকৃষ্ণ যখন এখানে আসিয়াছিলেন, এবং শ্রীরাধার মুখের সুগন্ধে আকৃষ্ট হইয়া ভ্রমরগণ যখন উড়িয়া আসিয়া পদ্মভ্রমে শ্রীরাধার মুখে বসিতেছিল, তখন ঐ ভ্রমরকে তাড়াইবার নিমিত্ত শ্রীকৃষ্ণ বোধহয় স্বীয় হস্তস্থিত লীলাপদ্ম সঞ্চালনে এতই নিবিষ্ট ছিলেন যে, অন্য বিষয়ে তখন আর তাঁহার মনোযোগ দেওয়ার ক্ষমতা ছিলনা। তোমরা যে তখন তাঁহাকে প্রণাম করিয়াছ, তিনি কি তোমাদের সেই প্রণাম অঙ্গীকার করিয়াছেন ? না কি করেন নাই ? তাহা আমাকে বল।"

'কৃষ্ণের বিয়োগে এই সেবক দুঃখিত।
কিবা উত্তর দিবে?—ইহার নাহিক সংবিত' ॥ ৪৭
এত বলি আগে চলে যমুনার কূলে।
দেখে—তাহাঁ কৃষ্ণ হয় কদম্বের তলে ॥ ৪৮
কোটিমন্মথমোহন মুরলীবদন।
অপার সৌন্দর্য্য হরে জগন্নেত্র-মন ॥ ৪৯
সৌন্দর্য্য দেখিতে ভূমে পড়ে মূর্চ্ছা হঞা।
হেনকালে স্বরূপাদি মিলিলা আসিয়া ॥ ৫০
পূর্ব্ববৎ সর্ব্বাঙ্গে প্রভুর সাত্ত্বিক সকল।
অন্তরে আনন্দ-আস্বাদ, বাহিরে বিহ্বল ॥ ৫১
পূর্ব্ববৎ সভে মিলি করাইল চেতন।
উঠিয়া চৌদিগে প্রভু করে দরশন ॥ ৫২
কাহাঁ গেল কৃষ্ণ, এখনি পাইলুঁ দর্শন।
তাঁহার সৌন্দর্য্যে মোর হেরিল নেত্র মন ॥ ৫৩
পুন কেনে না দেখিয়ে মুরলীবদন।
তাঁহার দর্শনলোভে ভ্রময়ে নয়ন ॥ ৫৪

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

৪৭। **সেবক**—দাস। বৃক্ষ পুংলিঙ্গ-শব্দ বলিয়া সেবক বলা হইয়াছে। ফল-পুষ্পাদি দ্বারা কৃষ্ণের সেবা করে বলিয়া বৃক্ষকে কৃষ্ণের সেবক বলা হইয়াছে। **সংবিত**—জ্ঞান।

বৃক্ষের কোনও উত্তর না পাইয়া প্রভু মনে করিলেন—"বৃক্ষগণ তো কৃষ্ণেরই সেবক, কৃষ্ণ ইহাদিগকে ত্যাগ করিয়া চলিয়া গিয়াছেন বলিয়া দুঃখে ইহারা হতজ্ঞান হইয়াছে; কিরূপে আমার কথার উত্তর দিবে?"

৪৮। **এতবলি**—পূর্ব্বপয়ারোক্ত কথা বলিয়া। **আগে চলে**—অগ্রসর হইলেন। **যমুনার কূলে**—উদ্ঘূর্ণাবশতঃ প্রভু বোধ হয় সমুদ্রকেই যমুনা মনে করিতেছেন। বৃক্ষগণের নিকট হইতে প্রভু অগ্রসর হইয়া সম্মুখের দিকে চলিলেন; যাইতে যাইতে সমুদ্রের নিকটে উপস্থিত হইলেন; সমুদ্রকে প্রভু যমুনা বলিয়া মনে করিলেন; সে স্থানে একটী কদম্ববৃক্ষ ছিল; প্রভু দেখিলেন, কদম্ববৃক্ষের নীচে শ্রীকৃষ্ণ দাঁড়াইয়া আছেন। (কদম্বমূলে শ্রীকৃষ্ণের আবির্ভাব হইয়াছিল)।

৪৯। এই পয়ারে শ্রীকৃষ্ণের রূপ বর্ণনা করিতেছেন, যাহা প্রভু কদম্বমূলে দেখিতে পাইয়াছিলেন।

কোটি মন্মথ-মোহন—যাঁহার রূপ দেখিয়া কোটি মন্মথ (অপ্রাকৃত মদন)ও মোহিত হয়। **মুরলী-বদন**—শ্রীকৃষ্ণ মুখে মুরলী ধারণ করিয়া আছেন। **অপার সৌন্দর্য্য**—যে সৌন্দর্য্যের সীমা নাই; অসমোর্দ্ধ-সৌন্দর্য্য। **হরে জগন্নেত্র-মন**—শ্রীকৃষ্ণের সৌন্দর্য্যে জগতের সকলেরই নয়ন ও মনকে হরণ করে।

৫০। কৃষ্ণ-বিরহ-কাতর শ্রীমন্মহাপ্রভু অকস্মাৎ শ্রীকৃষ্ণের অসমোর্দ্ধ-রূপ-মাধুর্য্য দর্শন করিয়া আনন্দাতিশয্যে মূর্চ্ছিত হইয়া ভূমিতে পড়িয়া গেলেন। এমন সময় স্বরূপদামোদরাদি আসিয়া সেই স্থানে উপস্থিত হইলেন, তাঁহারা প্রভুর অন্বেষণে বহির্গত হইয়াছিলেন।

৫১। **পূর্ব্ববৎ**—পূর্ব্বে যে যে সময়ে প্রভু মূর্চ্ছিত হইয়াছিলেন, সেই সেই সময়ের মত। **সাত্ত্বিক**—স্বেদ-রোমাঞ্চাদি সাত্ত্বিক বিকার। **অন্তরে আনন্দ আস্বাদ**—প্রভু অন্তরে অপরিসীম আনন্দ অনুভব করিতেছেন, সাত্ত্বিক-বিকার দর্শনে তাহা বুঝা যায়। **বিহ্বল**—হতচেতনের মত।

৫২। **পূর্ব্ববৎ**—প্রভুর কানে উচ্চৈঃস্বরে কৃষ্ণনামাদি উচ্চারণ করিয়া। **উঠিয়া চৌদিকে** ইত্যাদি—মূর্চ্ছাভঙ্গের পরে প্রভু উঠিয়া এদিক ওদিক চাহিতে লাগিলেন, যেন কাহাকেও খুঁজিতেছেন। তখনও প্রভুর সম্পূর্ণ বাহ্য হয় নাই, অর্দ্ধ বাহ্যদশা।

৫৩-৫৪। "কাহাঁ গেল" ইত্যাদি দুই পয়ারে। অর্দ্ধ বাহ্যদশায় প্রভু বলিলেন—"হায়! হায়! কৃষ্ণ কোথায় গেলেন? এখনি যে আমি তাঁহার দর্শন পাইয়াছিলাম, অকস্মাৎ তিনি কোথায় গেলেন? কি অপরূপ সৌন্দর্য্য তাঁহার? কোটি কোটি মদনও যে তাঁহার রূপে মুগ্ধ হইয়া যায়। তাঁহার অনির্ব্বচনীয় সৌন্দর্য্যে তিনি আমার নয়ন-মনকে হরণ করিয়া কোথায় চলিয়া গেলেন? এই মাত্র আমি সেই মুরলী-বদনকে দর্শন করিলাম, এখন কেন আর দেখিতেছি না? তাঁহার দর্শনের লোভে আমার নয়ন যে চতুর্দ্দিকে তাঁহাকে অন্বেষণ করিয়া বেড়াইতেছে।"

বিশাখাকে রাধা যৈছে শ্লোক কহিলা।
সেই শ্লোক মহাপ্রভু পঢ়িতে লাগিলা ॥ ৫৫

তথাহি গোবিন্দলীলামৃতে (৮।৪) –

নবাম্বুদলসদ্দ্যুতির্নবতড়িন্মনোজ্ঞাম্বরঃ
সুচিত্রমুরলীস্ফুরচ্ছরদমন্দচন্দ্রাননঃ।
ময়ূরদলভূষিতঃ সুভগতারহারপ্রভঃ
স মে মদনমোহনঃ সখি তনোতি নেত্রস্পৃহাম্ ॥ ৮

শ্লোকের সংস্কৃত টীকা।

অথৈকৈকমেষাং পঞ্চেন্দ্রিয়াণাং নামগ্রাহপূর্ব্বকমাকর্ষণং কথয়ন্তী সতী কৃষ্ণস্য রূপাদি পঞ্চগুণানুক্তানপিপ্রেমোৎকণ্ঠয়া পুনস্তান্ পঞ্চশ্লোক্যা রূপং স্পষ্টয়তি নবাম্বুদেত্যাদ্যেকেন। হে সখি! স মদনমোহনঃ মদনস্য কন্দর্পস্য মোহনঃ। যদ্বা মদয়তি সম্ভোগাংশে হর্ষয়তি বিপ্রলম্ভাংশে গ্লাপয়তি চেতি মদনঃ। মদী হর্ষগ্লাপনয়োঃ। তাভ্যাং মোহয়তি স্ববশীকরোতি ইতি মোহনঃ স চাসৌ স চেতি সঃ। শ্রীকৃষ্ণঃ মে মম নেত্রে স্পৃহাং তনোতি। স্বসৌন্দর্য্যরূপগুণেনেতি শেষঃ। কীদৃশঃ? নবাম্বুদাদপি লসন্তী দ্যুতির্যস্য সঃ। নবতড়িতোঽপি মনোজ্ঞমম্বরং যস্য সঃ। সুষ্ঠু চিত্রয়া রুচিরয়া মুরল্যা স্ফুরৎ শোভমানং শরৎ-পূর্ণচন্দ্র ইব আননং যস্য সঃ। অনেন মুখস্য চন্দ্ররূপকেণ মুরল্যাস্তদ্গলদমৃতধারাত্বমায়াতং তস্যা ধ্বনিস্তু গর্জ্জিতমিতি বোধ্যম্। ময়ূরদলভূষিতঃ ময়ূরদলৈঃ চন্দ্রকচারুময়ূরশিখণ্ডকমণ্ডলবলয়িতকেশমিত্যুক্ত্যা চূড়ায়ামামূলাগ্রং পার্শ্বদ্বয়ে বলয়ীকৃতৈঃ কিম্বা চূড়াগ্রে ত্রিশাখাকারৈঃ ত্রিভিঃ শিখিপিচ্ছৈ র্ভূষিতঃ। অনেন কৃষ্ণস্য মেঘরূপকেণ বর্হাণামিন্দ্রধনুস্ত্বমায়াতম্। সুভগতারহারপ্রভঃ। তারা ইব হারো মুক্তাবলী মুক্তামালা। হারো মুক্তাবলীত্যমরঃ। সুভগশ্চাসৌ স চেতি সুভগস্তারহারস্তস্য প্রভা শোভা যস্মিন্। ভূষণ-ভূষণাঙ্গমিত্যুক্তো মেঘে চন্দ্রতারাণামস্ফুরণাৎ। কৃষ্ণস্যাদ্ভুতমেঘত্বম্। ত্রিভঙ্গেত্যাদিদ্বিতীয়তৃতীয়পাদপাঠভেদেতু শ্লোকস্যাপি বিশেষণাভ্যাম্ মেঘ ইব মেঘঃ। তত্র ত্রিভঙ্গরুচিরাকৃতির্মধুরবন্যবেশোজ্জ্বলঃ। শুধাংশু-মধুরাননঃ কমলকান্তিজিল্লোচনঃ। ইতি বিশেষণচতুষ্টয়েন সোঽপ্যাকৃতিমান্। তত্রাপি ত্রিভঙ্গললিতঃ। তত্রাপি মধুরবন্যবেশেন শোভিতঃ। তত্রাপ্যত্যাহ্লাদকাভ্যাং চন্দ্রপদ্মদ্বয়াভ্যাং সংযুক্তঃ। অনেনাপি অদ্ভুতমেঘত্বমায়াতম্। অতো মম নেত্রয়োশ্চাতকত্বমূহ্যম্। সদানন্দবিধায়িনী। ৮

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

৫৫। শ্রীকৃষ্ণের অপরূপ সৌন্দর্য্যের কথা বলিয়াই প্রভু আবার রাধাভাবে আবিষ্ট হইলেন; শ্রীকৃষ্ণের রূপ-দর্শনের নিমিত্ত স্বীয় নয়নের স্পৃহার কথা শ্রীরাধা বিশাখাকে যে ভাবে বলিয়াছিলেন, প্রভুও সেই ভাবের কথা বলিতে লাগিলেন (নবাম্বুদ ইত্যাদি শ্লোকে)।

স্বীয় অসমোর্দ্ধমাধুর্য্য আস্বাদনের নিমিত্তই শ্রীরাধার ভাবকান্তি লইয়া শ্রীকৃষ্ণ গৌর হইয়াছেন; সুতরাং শ্রীকৃষ্ণমাধুর্য্যের স্মৃতিতে প্রভুর রাধাভাবের আবেশ স্বাভাবিকই।

শ্লো। ৮। অন্বয়। সখি (হে সখি)! নবাম্বুদলসদ্দ্যুতিঃ (নবজলধর অপেক্ষাও সুন্দর যাঁহার দেহকান্তি), নবতড়িন্মনোজ্ঞাম্বরঃ (নববিদ্যুৎ অপেক্ষাও মনোহর যাঁহার বসন) সুচিত্র-মুরলী-স্ফুরচ্ছরদমন্দচন্দ্রাননঃ (যাঁহার সুন্দর-দর্শন-মুরলী-শোভিত শ্রীবদন অকলঙ্ক শারদ-শশীর ন্যায় শোভাসম্পন্ন) ময়ূরদলভূষিতঃ (যাঁহার কেশকলাপ ময়ূরপুচ্ছভূষিত) সুভগতারহারপ্রভঃ (এবং তারকার ন্যায় সমুজ্জ্বল যাঁহার মুক্তাহারের কান্তি), সঃ মদনমোহনঃ (সেই মদনমোহন) মে (আমার) নেত্রস্পৃহাং (নয়নের স্পৃহা) তনোতি (আপন সৌন্দর্য্যদ্বারা বর্দ্ধিত করিতেছেন)।

অনুবাদ। নব-জলধর অপেক্ষাও সুন্দর যাঁহার দেহকান্তি, নব-বিদ্যুৎ অপেক্ষাও মনোহর যাঁহার বসন, যাঁহার সুন্দর-দর্শন-মুরলী-শোভিত শ্রীবদন অকলঙ্ক শারদ-শশীর ন্যায় শোভাসম্পন্ন, যাঁহার কেশকলাপ ময়ূর-পুচ্ছভূষিত, এবং তারকার ন্যায় সমুজ্জ্বল যাঁহার মুক্তাহারের কান্তি, হে সখি! সেই মদনমোহন শ্রীকৃষ্ণ আপন সৌন্দর্য্য দ্বারা আমার নয়নের স্পৃহা বর্দ্ধিত করিতেছেন। ৮

যথারাগ ঃ—

নবঘন স্নিগ্ধ বর্ণ,　　দলিতাঞ্জন চিক্কণ,
ইন্দীবর নিন্দি সুকোমল।
জিনি উপমানগণ,　　হরে সভার নেত্র-মন
কৃষ্ণকান্তি পরম প্রবল ॥ ৫৬

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

নবাম্বুদলসদ্দ্যুতিঃ—নব (নূতন) অম্বুদ (জলধর বা মেঘ) অপেক্ষাও লসন্তী (শোভাসম্পন্ন) দ্যুতি (কান্তি) যাঁহার; যাঁহার অঙ্গকান্তি নবজলধরের কান্তি অপেক্ষাও মনোরম। **নবতড়িন্মনোজ্ঞাম্বরঃ**—নব (নূতন) তড়িৎ (বিদ্যুৎ) অপেক্ষাও মনোজ্ঞ (মনোরম) অম্বর (বসন) যাঁহার; যাঁহার পরিধানের পীতবসন নূতন বিদ্যুৎ অপেক্ষাও মনোহর। **সুচিত্রমুরলীস্ফুরচ্ছরদমন্দচন্দ্রাননঃ**—সুচিত্র (অতিসুন্দর) মুরলী-দ্বারা স্ফুরৎ (শোভমান) যাঁহার অমন্দ (অকলঙ্ক) শারদ চন্দ্রের ন্যায় আনন (বদন); অকলঙ্ক শারদ-শশীর ন্যায় যাঁহার সুন্দর বদন অতিসুন্দর মুরলীদ্বারা সুশোভিত; যাঁহার বদনই অকলঙ্ক শারদ-শশীর ন্যায় মনোরম এবং তাদৃশ বদনের শোভা আবার যাঁহার সুন্দর-দর্শন মুরলীদ্বারা বর্দ্ধিত হইয়াছে; সুন্দর-দর্শন মুরলীর সম্পর্কে যাঁহার স্বতঃ-পরম-মনোরম বদনের শোভা অত্যধিকরূপ বর্দ্ধিত হইয়াছে। **ময়ূরদলভূষিতঃ**—ময়ূরপুচ্ছদ্বারা যিনি বা যাঁহার কেশকলাপ ভূষিত; যাঁহার চূড়ায় ময়ূরপুচ্ছ শোভা পাইতেছে। **সুভগতারহারপ্রভঃ**—সুভগ (সমুজ্জ্বল) তারার (তারকার) ন্যায় হার (মুক্তাহার) = সুভগতারহার; তাহার প্রভা (শোভা) যাঁহাতে, তিনি সুভগতারহারপ্রভ; যাঁহার অঙ্গের প্রভাতেই মুক্তাহারের মুক্তাবলী তারকার ন্যায় সমুজ্জ্বল হইয়াছে, যাঁহার অঙ্গই মুক্তাহারের ভূষণস্বরূপ হইয়াছে। অথবা, সুভগ (সমুজ্জ্বল) তারার ন্যায় (তারার প্রভার ন্যায়) হারের (মুক্তাহারের) প্রভা যাঁহার; তারকার ন্যায় সমুজ্জ্বল যাঁহার মুক্তাহারের কান্তি। যে শ্রীকৃষ্ণের নবজলধর-কান্তি-বক্ষোদেশে শ্বেত-মুক্তাহারের শোভা নীলাকাশে তারকাবলীর শোভার ন্যায়ই চিত্তাকর্ষক। সেই মদনমোহন শ্রীকৃষ্ণ স্বীয় সৌন্দর্য্য-মাধুর্য্যদ্বারা শ্রীরাধার নেত্র-স্পৃহাকে বর্দ্ধিত করিতেছে।

এই শ্লোকে শ্রীকৃষ্ণের দেহকে মেঘের সঙ্গে, তাঁহার পীতবসনকে বিদ্যুতের সঙ্গে, তাঁহার বদনকে শারদ-শশীর সঙ্গে এবং মুখসংলগ্ন মুরলীর ধ্বনিকে চন্দ্রের অমৃতের সঙ্গে, চূড়াস্থিত ময়ূরপুচ্ছকে ইন্দ্রধনুর সঙ্গে, বক্ষকে আকাশের সঙ্গে এবং বক্ষস্থ মুক্তাবলীকে তারকার সঙ্গে তুলনা করা হইয়াছে। মেঘাচ্ছন্ন আকাশে চন্দ্র ও তারকার ঔজ্জ্বল্য সাধারণতঃ বিরল। এস্থলে মুখরূপ চন্দ্র এবং মুক্তাবলীরূপ তারকার উল্লেখে কৃষ্ণরূপ মেঘের অদ্ভুতত্বই সূচিত হইতেছে।

উক্ত শ্লোকের দ্বিতীয় ও তৃতীয় পাদের অর্থাৎ "সুচিত্রমুরলী........সুভগতারহারপ্রভঃ"-স্থলে এইরূপ পাঠান্তরও দৃষ্ট হয়ঃ—"ত্রিভঙ্গরুচিরাকৃতির্মধুরবন্যবেশোজ্জ্বলঃ। সুধাংশুমধুরাননঃ কমলকান্তিজিল্লোচনঃ॥" অর্থঃ—ত্রিভঙ্গরুচিরা-কৃতিঃ—ত্রিভঙ্গ এবং রুচির (ললিত) আকৃতি যাঁহার; যাঁহার আকার ললিত-ত্রিভঙ্গ। মধুরবন্যবেশোজ্জ্বলঃ—যিনি মধুরবন্যবেশে উজ্জ্বল (শোভিত); বন্যপত্র-পুষ্পে যাঁহার মনোহর বেশ রচিত হয়। সুধাংশু-মধুরাননঃ—সুধাংশুর (চন্দ্রের) ন্যায় মধুর (আনন্দদায়ক) আনন (মুখ) যাঁহার; যাঁহার সুন্দর বদন চন্দ্রের ন্যায় আনন্দজনক। কমলকান্তি-জিল্লোচনঃ—কমলের (পদ্মের) কান্তিকেও পরাজিত করে যাঁহার লোচন (নয়ন); পদ্মের কান্তি অপেক্ষাও সুন্দর, স্নিগ্ধ এবং আনন্দদায়ক যাঁহার নয়নের কান্তি।

এই শ্লোকটি শ্রীরাধার উক্তি। পরবর্ত্তী ত্রিপদীসমূহে এই শ্লোকের অর্থ বিবৃত হইয়াছে।

৫৬। উক্ত শ্লোক পড়িয়া প্রভু শ্লোকের অর্থ বিলাপচ্ছলে বলিতে লাগিলেন—"নবঘনস্নিগ্ধবর্ণ" ইত্যাদি ত্রিপদীতে। এস্থলে শ্রীকৃষ্ণ-রূপের অদ্ভুত আকর্ষণী শক্তির বর্ণনা দেওয়া হইয়াছে।

শ্লোকস্থ "নবাম্বুদ-লসদ্দ্যুতিঃ" এই অংশের অর্থ করিতেছেন, নবঘন-স্নিগ্ধ ইত্যাদি বাক্যে।

নবঘন-স্নিগ্ধ-বর্ণ—নবঘন অপেক্ষাও স্নিগ্ধ বর্ণ যাঁহার। শ্রীকৃষ্ণের বর্ণ নূতন মেঘের বর্ণ অপেক্ষাও স্নিগ্ধ, নয়নের তৃপ্তিজনক। এই বিলাপবাক্যসমূহে শ্রীকৃষ্ণের বর্ণকে সর্ব্বদাই মেঘের সঙ্গে তুলনা দেওয়া হইয়াছে।

কহ সখি ! কি করি উপায় ?।
কৃষ্ণাদ্ভুত বলাহক, মোর নেত্র চাতক
না দেখি পিয়াসে মরি যায়॥ ধ্রু ৫৭

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

দলিতাঞ্জন-চিক্কণ—দলিত অঞ্জন অপেক্ষাও চিক্কণ; **দলিত**—সম্যক্‌রূপে মর্দ্দিত। **চিক্কণ**—চাক্‌চিক্যযুক্ত। অঞ্জনকে বিশেষরূপে মর্দ্দিত করিলে তাহার যেরূপ চাক্‌চিক্য হয়, শ্রীকৃষ্ণের বর্ণের চাকচিক্য তাহা অপেক্ষাও অনেক বেশী। **ইন্দীবর**—নীলপদ্ম। **ইন্দীবর-নিন্দি-সুকোমল**—যাহা ইন্দীবরকেও নিন্দা করে, এরূপ সুকোমল। শ্রীকৃষ্ণের বর্ণ (দেহ) নীলপদ্ম অপেক্ষাও সুকোমল। **উপমান**—যাহার সহিত উপমা দেওয়া হয়, তাহাকে উপমান বলে। প্রথম ত্রিপদীতে নবঘন, অঞ্জন এবং ইন্দীবরের সঙ্গে শ্রীকৃষ্ণের বর্ণের উপমা (তুলনা) দেওয়া হইয়াছে; এস্থলে নবঘন, অঞ্জন এবং ইন্দীবর হইল উপমান; কৃষ্ণের বর্ণ হইল উপমেয়। **জিনি উপমানগণ**—শ্রীকৃষ্ণের বর্ণ সমস্ত উপমানকে পরাজিত করে। নবঘনই বল, দলিতাঞ্জনই বল, আর ইন্দীবরই বল, ইহাদের কাহারও সঙ্গেই শ্রীকৃষ্ণের বর্ণের উপমা দেওয়া যায় না; ইহারা প্রত্যেকেই শ্রীকৃষ্ণের বর্ণের অপেক্ষা কোটি কোটি গুণে নিকৃষ্ট। **হরে সভার নেত্রমন**—শ্রীকৃষ্ণের বর্ণ সকলের নয়ন ও মনকে হরণ করে; হরণ করিয়া নিজের প্রতি নিয়োজিত করে; অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণরূপ একবার দর্শন করিলে আর অন্য রূপ দর্শন করিতে ইচ্ছা হয় না, অন্য বস্তুতে মন যায় না। **কৃষ্ণ-কান্তি**-কৃষ্ণের কান্তি বা রূপ। কান্তিশব্দে শ্রীকৃষ্ণরূপের কমনীয়তা ধ্বনিত হইতেছে। **পরম প্রবল**—অত্যন্ত বলশালী। অন্য সকল বস্তু হইতে নেত্র-মনকে আকর্ষণ করিয়া নিজের দিকে আনয়ন করে বলিয়া "পরম প্রবল" বলা হইয়াছে।

শ্রীরাধার ভাবে প্রভু বলিলেন—"সখি! শ্রীকৃষ্ণের রূপের কথা কি বলিব? তাঁহার দেহের বর্ণ নূতন মেঘের বর্ণ অপেক্ষাও স্নিগ্ধ, নয়নের অধিকতর তৃপ্তিজনক; তাঁহার অঙ্গের চাক্‌চিক্যের নিকটে দলিত-অঞ্জনের চাক্‌চিক্যও অতি তুচ্ছ; সখি! তাঁহার অঙ্গ অত্যন্ত সুকোমল, তাহার কোমলতার তুলনায় নীলকমলের কোমলতাও নিতান্ত নগণ্য। সখি! এমন কোনও বস্তু তো জগতে খুঁজিয়া পাইনা, যাহার সঙ্গে শ্রীকৃষ্ণ-রূপের তুলনা দেওয়া যাইতে পারে! শ্রীকৃষ্ণের রূপ একবার যে দেখিয়াছে, অন্য কোনও বস্তু দেখিবার নিমিত্তই আর তাহার সাধ হয় না, অন্য কোন বস্তুতেই আর তাহার মন যায় না; তাহার মন সর্ব্বদা কৃষ্ণরূপ দেখিবার নিমিত্তই লালায়িত হয়, তাহার মন সর্ব্বদাই শ্রীকৃষ্ণরূপেই নিমগ্ন হইয়া থাকে। সখি! কৃষ্ণরূপের অসাধারণ শক্তির কথা আর কি বলিব? অন্য সকল বস্তু হইতেই ইহা নয়ন ও মনকে আকর্ষণ করিয়া নিজের প্রতি নিয়োজিত করে; এমন আর কোনও শক্তি নাই, যাহা শ্রীকৃষ্ণরূপ হইতে নেত্রমনকে দূরে লইয়া যাইতে পারে।"

৫৭। **কহ সখি!**—রাধাভাবে প্রভু রামানন্দকে সখী বলিয়া সম্বোধন করিতেছেন। রামানন্দ ব্রজের বিশাখা সখী, শ্রীরাধার অত্যন্ত অন্তরঙ্গ। **বলাহক**—মেঘ। **অদ্ভুত**—আশ্চর্য্য। **কৃষ্ণাদ্ভুত বলাহক**—শ্রীকৃষ্ণ অতি আশ্চর্য্য মেঘের তুল্য। এই কৃষ্ণরূপ মেঘের অদ্ভুতত্ব এই যে, প্রথমতঃ, সাধারণ মেঘে চন্দ্রের উদয় হয় না (অর্থাৎ উদিত হইলেও দৃষ্ট হয় না); কিন্তু এই কৃষ্ণ-রূপমেঘে "অকলঙ্ক পূর্ণকল, লাবণ্য জ্যোৎস্না ঝলমল, চিত্রচন্দ্রের উদয়" হইয়াছে বলিয়া পরবর্ত্তী ৫৯ ত্রিপদীতে বলা হইয়াছে। দ্বিতীয়তঃ, সাধারণ মেঘে সৌদামিনী স্থির হইয়া থাকে না, কিন্তু কৃষ্ণরূপ-মেঘে পীতাম্বররূপ স্থির বিজলী সর্ব্বদা বর্ত্তমান।

নেত্র—নয়ন, চক্ষু। **চাতক**—একরকম পক্ষী; ইহারা মেঘের জল ব্যতীত অন্য জল পান করে না। **নেত্র চাতক**—নয়নরূপ চাতক। কৃষ্ণকে মেঘের সঙ্গে তুলনা দিয়া প্রভুর নয়নকে চাতকের সঙ্গে তুলনা দেওয়া হইয়াছে; চাতক যেমন মেঘের জল পানের জন্য উৎকণ্ঠিত হইয়া থাকে, প্রভুর নয়নও তেমনি শ্রীকৃষ্ণের রূপদর্শনের নিমিত্ত উৎকণ্ঠিত হইয়াছে। চাতক যেমন মেঘের জল ব্যতীত অপর কিছু পান করেনা, প্রভুর নয়নও তেমনি শ্রীকৃষ্ণের রূপব্যতীত অপর কিছু দর্শন করিতে ইচ্ছুক নহে। **পিয়াসে**—পিপাসায় (চাতকপক্ষে); উৎকণ্ঠায় (নয়ন-পক্ষে)।

সৌদামিনী পীতাম্বর, স্থির রহে নিরন্তর,
মুক্তাহার বকপাঁতি ভাল।
ইন্দ্রধনু শিখি-পাখা, উপরে দিয়াছে দেখা,
আর ধনু বৈজয়ন্তী-মাল ॥ ৫৮

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

রামানন্দ রায়ের কণ্ঠ ধরিয়া রাধাভাবিষ্ট প্রভু বলিলেন—"সখি! বল, আমি এখন কি উপায় করি; শ্রীকৃষ্ণ নিজের রূপের দ্বারা আমার নেত্র-মন হরণ করিয়াছেন; তাঁহার দর্শনের নিমিত্ত আমার নয়ন বড়ই উৎকণ্ঠিত। মেঘের জল ব্যতীত চাতক অন্য কিছু পান করে না; তদ্রূপ, সখি! আমার নয়নও যে শ্রীকৃষ্ণের রূপ ব্যতীত অপর কিছু দর্শন করিতে ইচ্ছুক নহে। সখি! মেঘের জল না পাইলে চাতক যেমন পিপাসায় মরিয়া যায়, তদ্রূপ শ্রীকৃষ্ণের দর্শন না পাইয়া উৎকণ্ঠায় আমারও যে মৃতপ্রায় অবস্থা হইল। কি করিব বল সখি! কি উপায় অবলম্বন করিলে কৃষ্ণের দর্শন পাইব, আমাকে বলিয়া দাও সখি!

৫৮। "নবতড়িন্মনোজ্ঞাম্বরঃ" অংশের অর্থ করিতেছেন।

সৌদামিনী—বিদ্যুৎ। **পীতাম্বর**—পীতবর্ণের বস্ত্র। **সৌদামিনী পীতাম্বর**—শ্রীকৃষ্ণের পরিধানের পীতবসনই হইল কৃষ্ণরূপ-মেঘের বিদ্যুৎতুল্য। **স্থির রহে নিরন্তর**—সর্ব্বদা স্থির ভাবে থাকে। সাধারণ মেঘে বিদ্যুৎ দেখা যায়, তাহা সকল সময় থাকেনা; যখন থাকে, তখনও স্থির ভাবে থাকেনা; চঞ্চল ভাবেই ক্ষণিকের জন্য দেখা দিয়া আবার অন্তর্হিত হয়। কিন্তু কৃষ্ণরূপ মেঘে যে পীতবসনরূপ সৌদামিনী, তাহা সর্ব্বদাই বর্ত্তমান থাকে, এবং সর্ব্বদাই অচঞ্চল অবস্থায় থাকে। ইহাও কৃষ্ণরূপ মেঘের অদ্ভুতত্বের একটা হেতু।

কোনও কোনও গ্রন্থে "স্থির নহে নিরন্তর" পাঠও আছে। অর্থ—সাধারণ মেঘের বিদ্যুৎ সর্ব্বদা স্থির থাকে না, কিন্তু পীতবসনরূপ বিদ্যুৎ সর্ব্বদাই স্থির।

মুক্তাহার—শ্রীকৃষ্ণের গলার মুক্তাহার।

বকপাঁতি—বকের পংক্তি; বকপক্ষীর শ্রেণী।

আকাশে যখন নূতন মেঘের উদয় হয়, তখন সময় সময় অনেকগুলি বক-পক্ষীকে মালার আকারে সজ্জিত হইয়া আকাশে উড়িয়া যাইতে দেখা যায়। ইহাকেই বকপাঁতি বলা হইয়াছে। কৃষ্ণরূপ নবমেঘেও এইরূপ বকপাঁতি আছে—শ্রীকৃষ্ণের বক্ষদেশে বিলম্বিত মুক্তার মালাই কৃষ্ণরূপ মেঘের বকপাঁতি। ভাবার্থ এই যে, আকাশে নূতন মেঘ উঠিলে উড্ডীয়মান বকসমূহকে যেমন সুন্দর দেখায়, শ্রীকৃষ্ণের নীল-বক্ষোবিলম্বিত মুক্তাহারকে তদপেক্ষাও সুন্দর দেখায়।

ভাল—উত্তম, অতি সুন্দর। ইহা "সুভগতারহারপ্রভঃ" অংশের অর্থ।

এক্ষণে "ময়ূরদলভূষিতঃ" অংশের অর্থ করিতেছেন।

ইন্দ্রধনু—যখন গুঁড়ি গুঁড়ি বৃষ্টি পড়িতে থাকে, তখন সময় সময় সূর্য্যের বিপরীত দিকে, নানাবর্ণের ধনুকাকার একটা অতি সুন্দর বস্তু আকাশে দেখিতে পাওয়া যায়; ইহার নাম ইন্দ্রধনু। **শিখি-পাখা**—ময়ূরের পাখা; ময়ূরের পুচ্ছেও ইন্দ্রধনুর ন্যায় নানাবিধ বর্ণ বিদ্যমান আছে। **উপরে**—মেঘের উপরে; শ্রীকৃষ্ণের মস্তকে। **আর ধনু**—অপর একটী ইন্দ্রধনু। **বৈজয়ন্তীমালা**—শ্রীকৃষ্ণের গলদেশস্থ বৈজয়ন্তী মালা। বৈজয়ন্তীমালায় নানাবর্ণের ফুল ও পত্র থাকে; তাই ইন্দ্রধনুর সহিত ইহার বর্ণের সাদৃশ্য আছে। নূতন মেঘ উদিত হইলে আকাশে সময় সময় দুইটী ইন্দ্রধনু দেখিতে পাওয়া যায়; একটী উপরে এবং একটী তাহার নীচে। কৃষ্ণরূপ মেঘেও এইরূপ দুইটী ইন্দ্রধনু আছে—একটী উপরে, একটী তাহার নীচে; শ্রীকৃষ্ণের মস্তকের চূড়াস্থিত পুচ্ছই উপরের ইন্দ্রধনুতুল্য, আর কণ্ঠ হইতে চরণ পর্য্যন্ত বিলম্বিত বৈজয়ন্তী মালাই নীচের ইন্দ্রধনু।

প্রভু বলিলেন—"সখি! মেঘের কোলে সৌদামিনী দেখিয়াছি, দেখিয়া কৃষ্ণের পীতবসনের কথাই মনে হইয়াছে। কিন্তু সখি! নবীন-তমাল-কান্তি শ্যামসুন্দরের শ্রীঅঙ্গে পীতবসনের যে অপূর্ব্ব শোভা, তাহার তুলনায় কালমেঘের কোলে সৌদামিনীর শোভা অতি তুচ্ছ! সৌদামিনী এক পলক-সময়মাত্র স্ফুরিত হইয়া নয়নকে ঝল্সাইয়া দিয়া

মুরলীর কলধ্বনি, মধুর গর্জ্জন শুনি,
বৃন্দাবনে নাচে মৌরচয়।
অকলঙ্ক পূর্ণকল, লাবণ্য-জ্যোৎস্না ঝলমল,
চিত্রচন্দ্রের যাহাতে উদয়॥ ৫৭

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

পুনরায় গভীর অন্ধকারে নিমগ্ন করে ; কিন্তু সখি ! শ্রীকৃষ্ণের স্নিগ্ধোজ্জ্বল পীত বসন সর্ব্বদাই শ্রীকৃষ্ণের অঙ্গে বিরাজিত থাকিয়া দর্শকের নেত্র-মনকে প্রতিক্ষণেই আনন্দোজ্জ্বল্যে উদ্‌ভাসিত করিতে থাকে। সখি ! মেঘের সহিত কি কৃষ্ণের তুলনা হয় ? নবীন মেঘ উদিত হইলে আকাশে যখন শুভ্রবক-শ্রেণী উড়িয়া যায়, তাহা দেখিলে শ্রীকৃষ্ণের ইন্দ্রনীলমণি-কবাট-তুল্য বিশাল বক্ষস্থলে দোদুল্যমান মুক্তাহারের কথাই মনে পড়ে ; সখি ! শ্রীকৃষ্ণের লীলা-চঞ্চল বক্ষস্থলে নিরুপম মুক্তাহারের নৃত্য দেখিলে কোন্ যুবতী স্থির থাকিতে পারে ? আর সখি ! নবীন মেঘোদয়ে আকাশে যখন নানাবর্ণে চিত্রিত ইন্দ্রধনুযুগলের প্রতি দৃষ্টি পতিত হয়, তখনই শ্রীকৃষ্ণের চূড়াস্থিত ময়ূরপুচ্ছের কথা মনে হয়, আর মনে হয় কৃষ্ণের আজানুলম্বিত বৈজয়ন্তীমালার কথা। সখি ! পবন-ভরে নৃত্যশীল ময়ূরপুচ্ছ দর্শন করিলে যুবতীগণের চিত্তও তাঁহার সহিত মিলনের উৎকণ্ঠায় চঞ্চল হইয়া উঠে ; আর কুঞ্জর-বিনিন্দিত মন্দগমনে হেলিয়া দুলিয়া শ্রীকৃষ্ণ যখন সখাদের সঙ্গে বিচরণ করিতে থাকেন, তখন বিচিত্র বর্ণের পত্র-পুষ্পে রচিত তাঁহার চরণ-চুম্বি-বৈজয়ন্তী-মালার প্রেমতরঙ্গায়িত নৃত্য দর্শন করিলে শ্রীকৃষ্ণকে আলিঙ্গন-পাশে বদ্ধ করার নিমিত্ত কোন্ রমণীর চিত্ত না অধীর হইয়া উঠে। সখি ! শ্রীকৃষ্ণের এতাদৃশ ভুবনমোহন রূপ দর্শন করিবার নিমিত্ত আমি নিতান্ত উৎকণ্ঠিত হইয়া পড়িয়াছি। বল সখি ! কি উপায়ে আমি তাহা দেখিতে পাইব ?”

৫৭। “সুচিত্রমুরলীস্ফুরচ্ছরদমন্দচন্দ্রাননঃ” অংশের অর্থ করিতেছেন।

কলধ্বনি—মধুর শব্দ। মেঘ যেমন গর্জ্জন করে, কৃষ্ণরূপ মেঘও তেমনি গর্জ্জন করিয়া থাকে ; মুরলীর কলধ্বনিই হইতেছে কৃষ্ণরূপ মেঘের মধুর গর্জ্জন। “মধুর গর্জ্জন”-স্থলে কোনও কোনও গ্রন্থে “নবাভ্রগর্জ্জন”-পাঠান্তরও দৃষ্ট হয়। নবাভ্র—নব (নূতন) অভ্র (মেঘ) ; নূতন মেঘ ; নব জলধর। নবাভ্রগর্জ্জন—নব মেঘের গর্জ্জন। মুরলীর কলধ্বনিকে নবমেঘের মৃদুমধুর গর্জ্জন বলা হইয়াছে। **মৌরচয়**—ময়ূর সমূহ। মেঘের গর্জ্জন শুনিয়া যেমন ময়ূর নৃত্য করে, শ্রীকৃষ্ণরূপ মেঘের মুরলী ধ্বনিরূপ মধুর গর্জ্জন শুনিয়াও বৃন্দাবনের ময়ূর সমূহ নৃত্য করিয়া থাকে। **অকলঙ্ক**—কলঙ্কশূন্য ; চন্দ্রের মধ্যে যে কাল কাল দাগ দেখা যায়, তাহাকে চন্দ্রের কলঙ্ক বলে ; শ্রীকৃষ্ণের মুখরূপচন্দ্রে এরূপ কোনও কলঙ্ক নাই।

পূর্ণকল—ষোলকলায় পরিপূর্ণ, পূর্ণচন্দ্র। শ্রীকৃষ্ণের মুখকে অকলঙ্ক পূর্ণচন্দ্র বলা হইয়াছে। **লাবণ্য-জ্যোৎস্না**—লাবণ্যরূপ জ্যোৎস্না ; চন্দ্রের যেমন জ্যোৎস্না আছে, শ্রীকৃষ্ণের মুখরূপ চন্দ্রেরও তদ্রূপ জ্যোৎস্না আছে ; শ্রীকৃষ্ণের অঙ্গের লাবণ্যই মুখরূপ চন্দ্রের জ্যোৎস্না। **ঝলমল**—লাবণ্যরূপ জ্যোৎস্নায় শ্রীকৃষ্ণের মুখরূপ চন্দ্র সর্ব্বদা ঝলমল ঝলমল করিতেছে। **চিত্রচন্দ্র**—অদ্ভুত চন্দ্র। শ্রীকৃষ্ণের মুখরূপ চন্দ্র একটী অদ্ভুত চন্দ্র ; আকাশের চন্দ্র অপেক্ষা ইহার অনেক বৈশিষ্ট্য আছে ; প্রথমতঃ, আকাশের চন্দ্র সর্ব্বদা ষোলকলায় পূর্ণ থাকে না ; কৃষ্ণের মুখরূপ চন্দ্র সর্ব্বদাই ষোলকলায় পরিপূর্ণ। দ্বিতীয়তঃ, আকাশের চন্দ্র অকলঙ্ক নহে, কৃষ্ণের মুখরূপ চন্দ্র সর্ব্বদাই অকলঙ্ক। তৃতীয়তঃ, মেঘের সময় চন্দ্রের জ্যোৎস্না ম্লান হইয়া যায়, কিন্তু কৃষ্ণরূপ মেঘের মুখরূপ পূর্ণচন্দ্র সর্ব্বদাই লাবণ্যরূপ জ্যোৎস্নায় ঝলমল করে। **যাহাতে উদয়**—যে কৃষ্ণরূপ মেঘে (মুখরূপ চন্দ্রের) উদয়।

“সখি ! নবীনমেঘের মৃদু মধুর গর্জ্জন যখন শুনি, তখন মনে পড়ে আমার সেই মুরলীবদনের মুরলীর মধুর কলধ্বনির কথা। মেঘের মৃদুগর্জ্জন শুনিয়া ময়ূরকুল যখন নৃত্য করিতে থাকে, তখন তাহা দেখিয়া মনে পড়ে আমার বৃন্দাবনের ময়ূরগণের কথা—সখি ! তাহারাও তো শ্রীকৃষ্ণের মধুর মুরলী-ধ্বনি শুনিয়া আনন্দভরে পেখম ধরিয়া নৃত্য করিতে থাকে। সখি ! শ্যামসুন্দর ত্রিভঙ্গ হইয়া যখন মুরলী বাজাইতে থাকেন, তখন মুখের যে কতই শোভা, তাহা

লীলামৃত-বরিষণে, সিঞ্চে চৌদ্দ ভুবনে
হেন মেঘ যবে দেখা দিল।
দুর্দ্দৈব-ঝঞ্ঝা-পবনে, মেঘ নিল অন্যস্থানে,
মরে চাতক, পীতে না পাইল॥ ৬০

পুন কহে—হায় হায়, পঢ়-পঢ় রামরায়!
কহে প্রভু গদ্গদ-আখ্যানে।
রামানন্দ পঢ়ে শ্লোক, শুনি প্রভুর হর্ষ-শোক,
আপনে প্রভু করেন ব্যাখ্যানে॥ ৬১

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

তোমাকে কিরূপে জানাইব, তাহা জানাইবার ভাসা যে খুঁজিয়া পাওয়া যায় না সখি! আকাশে পূর্ণচন্দ্র দেখিয়াছি; কিন্তু সখি! শ্যামসুন্দরের তুলনায় সে তো কিছুই না সখি! আকাশের চাঁদের হ্রাসবৃদ্ধি আছে; কিন্তু আমার শ্যামচাঁদের বদনচন্দ্র তো নিত্যই ষোলকলায় পরিপূর্ণ; আকাশের চাঁদে কলঙ্ক আছে, কিন্তু আমার শ্যামচাঁদের বদনচন্দ্র অকলঙ্ক; মেঘোদয়ে আকাশের চাঁদের জ্যোৎস্না ম্লান হইয়া যায়। কিন্তু সখি! আমার শ্যামচাঁদের বদনচন্দ্র সর্ব্বদাই লাবণ্যরূপ জ্যোৎস্নায় ঝলমল ঝলমল করিতে থাকে, আর যুবতীকুলের চিত্তে আনন্দের জোয়ার প্রবাহিত করিতে থাকে। সখি! কি উপায়ে আমি শ্যামচাঁদের বদনচাঁদ দর্শন করিতে পারিব, আমায় বলিয়া দাও সখি!"

৬০। **লীলামৃত বরিষণে**—লীলারূপ অমৃত বর্ষণ করিয়া। আকাশের মেঘ জল বর্ষণ করে; কিন্তু শ্রীকৃষ্ণরূপ মেঘ লীলারূপ অমৃত বর্ষণ করিয়া থাকে। অমৃত পান করিলে যেমন মৃত্যু নিবারিত হয়, তদ্রূপ শ্রীকৃষ্ণ-লীলা-রস পান করিলেও জীবের সংসার-দুঃখ এবং ব্রজসুন্দরীদিগের শ্রীকৃষ্ণ-বিরহ-দুঃখ নিবারিত হয় বলিয়া লীলাকে অমৃত বলা হইয়াছে। **সিঞ্চে চৌদ্দভুবনে**—লীলামৃত বর্ষণ করিয়া কৃষ্ণরূপ মেঘ চতুর্দ্দশ ভুবনকে সিঞ্চিত করেন; চতুর্দ্দশ ভুবনের ত্রিতাপ-জ্বালা নিবারণ করেন। **দুর্দ্দৈব-ঝঞ্ঝাপবনে**—দুর্দ্দৈবরূপ ঝঞ্ঝাবাত, দুর্ভাগ্যরূপ তুফান। তুফান আসিলে যেমন আকাশের মেঘ একস্থান হইতে অন্যস্থানে চালিত হইয়া যায়, তদ্রূপ আমার (প্রভুর) দুর্ভাগ্য-তুফান আসিয়া কৃষ্ণরূপ মেঘকে কোথায় উড়াইয়া লইয়া গেল। **মরে চাতক**—মেঘ সরিয়া যাওয়াতে জল পান করিতে না পারিয়া চাতক (নয়ন) পিপাসায় মরিয়া যাইতেছে। **পীতে না পাইল**—পান করিতে পারিল না। মর্ম্মার্থ এই যে, প্রভু শ্রীকৃষ্ণদর্শন পাইয়াছিলেন, এমন সময় তাঁহার অর্দ্ধবাহ্যস্ফূর্ত্তি হওয়ায় আর শ্রীকৃষ্ণকে দেখিতে পাইতেছেন না,—শ্রীকৃষ্ণের দর্শন পাইয়াও সাধ মিটাইয়া দর্শন করিতে পারিলেন না।

"সখি! মেঘের বর্ষণ দেখিলে মনে পড়ে সেই শ্রীকৃষ্ণের লীলামৃত-বর্ষণের কথা। মেঘ বারি বর্ষণ করিয়া পৃথিবীর ক্ষুদ্র এক অংশের নিদাঘ-তাপ-জ্বালা দূর করিতে পারে বটে; কিন্তু সখি! আমাদের কৃষ্ণমেঘ তাঁহার লীলারূপ অমৃত বর্ষণ করিয়া চতুর্দ্দশভুবনের বিরহিণীদিগের বিরহ-জ্বালা দূর করিতে সমর্থ। হায়! হায় সখি! এ হেন কৃষ্ণরূপ মেঘের দর্শনইতো আমার ভাগ্যে ঘটিয়াছিল—আমার চির-পিপাসাতুর নেত্ররূপ চাতকও সেই মেঘের মাধুর্য্যরূপ বারি পান করিয়া বহুকালের পিপাসা নিবৃত্তির নিমিত্ত উদ্গ্রীব হইয়াছিল; ঠিক এমনি সময়ে, আমার দুর্ভাগ্যবশতঃ মেঘ কোথায় অন্তর্হিত হইল! সখি! পিপাসাতুর চাতক তো বারি পান করিতে পারিল না? এখন পিপাসায় যে তাহার বুক ফাটিয়া যায় সখি! হায়! হায়! সখি! আমি কি করিব? কোথায় যাইব? কোথায় গেলে আমার শ্যামসুন্দরের দর্শন পাইব?"

এই বিলাপে রাধাভাবাবিষ্ট-প্রভুর, কৃষ্ণদর্শনের নিমিত্ত তীব্র উৎকণ্ঠা প্রকাশ পাইতেছে। কেহ কেহ বলেন, ইহা "সংজল্পের" একটী দৃষ্টান্ত, কিন্তু এই মত সমীচীন বলিয়া মনে হয় না। ৩।১৫।২১ ত্রিপদীর টীকার শেষাংশ দ্রষ্টব্য।

৬১। **পুনঃ কহে**—পূর্ব্বোক্ত বিলাপবাক্যগুলি বলিয়া প্রভু আবার বলিলেন। **পঢ় পঢ় রামরায়**—রামানন্দ! শ্লোক পড়, শ্লোক পড়। "পঢ় পঢ় রামরায়"-স্থলে "পড় স্বরূপ রামরায়" পাঠান্তরও দৃষ্ট হয়। অর্থ—স্বরূপ-দামোদর, রামরায়, তোমরা শ্লোক পড়।

এস্থলে প্রভু রামানন্দরায়ের নাম উল্লেখ করিয়াই সম্বোধন করিতেছেন, আর "সখি" বলিয়া সম্বোধন করিতেছেন না; ইহাতে মনে হয়, প্রভুর বাহ্যস্মৃতি ফিরিয়া আসিয়াছে। কিন্তু এতক্ষণ তিনি যে রাধাভাবে আবিষ্ট ছিলেন, হঠাৎ

তথাহি (ভাঃ—১০।২৯।৩৯)—

বীক্ষ্যালকাবৃতমুখং তব কুণ্ডলশ্রি-
গণ্ডস্থলাধরসুধং হসিতাবলোকম্।
দত্তাভয়ঞ্চ ভুজদণ্ডযুগং বিলোক্য
বক্ষঃ শ্রিয়ৈকরমণঞ্চ ভবাম দাস্যঃ॥ ৯

যথারাগঃ—

কৃষ্ণ জিতি পদ্মচান্দ, পাতিয়াছে মুখ-ফান্দ,
তাতে অধর-মধুস্মিত চার।
ব্রজনারী আসি-আসি, ফান্দে পড়ি হয় দাসী,
ছাড়ি নিজ পতি-ঘর-দ্বার॥ ৬২

শ্লোকের সংস্কৃত টীকা।

ননু গৃহস্বামিনং বিহায় দাস্যং কিমিতি প্রার্থ্যতে অত আহুঃ বীক্ষ্যেতি। অলকাবৃতমুখং কেশান্তরৈরাবৃতমুখম্। তথা কুণ্ডলয়োঃ শ্রীর্যয়ো স্তে গণ্ডস্থলে যস্মিন্ অধরে সুধা যস্মিং স্তচ্চ তচ্চ। তব মুখং বীক্ষ্য দত্তাভয়ং ভুজদণ্ডযুগং বক্ষশ্চ শ্রিয়াঃ একমেব রমণং রতিজনকং বীক্ষ্য দাস্যএব ভবামেতি। স্বামী। ৯

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

কেন সেই ভাব সম্পূর্ণরূপে তিরোহিত হইল, তাহার কোনও কারণ উল্লিখিত হয় নাই। রামানন্দাদির চেষ্টা বা গভীর নিদ্রাদিব্যতীত প্রভুর ভাব ছুটিয়া যাইতে এ পর্য্যন্ত দেখা যায় নাই। এস্থলে প্রভু আবেশের সহিত "নবঘন স্নিগ্ধ বর্ণাদি" বাক্যে যেরূপ উৎকণ্ঠা প্রকাশ করিতেছিলেন, তাহাতে আবেশের পরিমাণ বর্দ্ধিত হওয়াই স্বাভাবিক, আপনা-আপনি ঐ আবেশ তিরোহিত হওয়ার কথা নহে। সম্ভবতঃ, প্রভু বিলাপ করিতে করিতে ভাবের আবেগে মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িয়াছিলেন; তখন হয়ত রামানন্দাদি শ্লোক পড়িয়া প্রভুর মূর্চ্ছা অপনোদনের চেষ্টা করিয়াছিলেন, তাহারই ফলে মূর্চ্ছা দূর হইয়াছিল এবং মূর্চ্ছার পরেই বোধ হয় প্রভু বলিয়াছিলেন "হায় হায়! পড় পড় রামরায়।"

গদ্গদ্ আখ্যানে—গদ্গদ বচনে। **পঢ়ে শ্লোক**—পরবর্ত্তী "বীক্ষ্যালকাবৃতমুখম্" শ্লোক।

হর্ষ-শোক—শ্রীকৃষ্ণের মাধুর্য্য-বর্ণনা শুনিয়া প্রভুর হর্ষ; কিন্তু শ্রীকৃষ্ণকে দেখিতে পাইতেছেন না বলিয়া শোক। শ্লোক শুনিয়াই বোধ হয় প্রভুর মনে আবার রাধাভাবের আবেশ হইয়াছে। **আপনে** ইত্যাদি—রামানন্দ শ্লোক উচ্চারণ করা মাত্রেই প্রভু "কৃষ্ণজিতি পদ্মচাঁদ" ইত্যাদি বাক্যে শ্লোকের ব্যাখ্যা করিতে আরম্ভ করিলেন।

শ্লো। ৯। অন্বয়। অন্বয়াদি ২।২৪।১৩ শ্লোকে দ্রষ্টব্য।

৬২। "বীক্ষ্যালকাবৃতমুখম্" এর অর্থ করিতেছেন।

অন্বয়—পদ্মচান্দজিতি মুখফান্দ কৃষ্ণ পাতিয়াছেন; তাতে (সেই মুখফান্দে) অধর-মধুস্মিত চার দিয়াছেন।

জিতি-পদ্মচান্দ—পদ্ম ও চন্দ্রকে জয় করিয়া; শোভায় ও স্নিগ্ধতায় পদ্ম ও চন্দ্র যাহার নিকটে পরাজিত (এরূপ মুখ); ইহা "মুখ-ফান্দের" বিশেষণ। **মুখ-ফান্দ**—শ্রীকৃষ্ণের মুখরূপ ফাঁদ। মৃগ ধরিবার নিমিত্ত ব্যাধগণ যেমন ফাঁদ পাতে, গোপীগণকে হস্তগত করিবার নিমিত্ত কৃষ্ণও তেমনি ফাঁদ পাতিয়াছেন; কৃষ্ণের সুন্দর মুখখানাই সেই ফাঁদ—যে মুখের সৌন্দর্য্যের নিকটে পদ্ম এবং চন্দ্রের শোভাও নিতান্ত অকিঞ্চিৎকর। মর্ম্মার্থ এই যে, ব্যাধের ফাঁদে পড়িলে মৃগ যেমন আর বাহির হইয়া যাইতে পারে না, তদ্রূপ শ্রীকৃষ্ণের অসমোর্দ্ধ-সৌন্দর্য্যময় মুখখানা একবার দেখিলেও কোনও গোপসুন্দরী আর কৃষ্ণের সঙ্গ-লালসা ত্যাগ করিতে পারেন না। **তাতে**—তাহাতে; সেই মুখরূপ ফাঁদে। **অধর-মধুস্মিত-চার**—শ্রীকৃষ্ণের অধরে যে মধুর-স্মিত (মৃদুহাসি), সেই স্মিতরূপ চার। **চার**—মৃগাদির লোভনীয় খাদ্যবস্তু, মৃগাদিকে আকর্ষণ করিবার নিমিত্ত যাহা ফাঁদে রাখিয়া দেওয়া হয়।

ফাঁদের দিকে মৃগাদিকে আকর্ষণ করিবার উদ্দেশ্যে ব্যাধ যেমন ফাঁদের মধ্যে মৃগাদির লোভনীয় কিছু খাদ্যবস্তু (চার) রাখিয়া দেয়, শ্রীকৃষ্ণও তাঁহার মুখরূপ ফাঁদে সেইরূপ একটী "চার" রাখিয়াছেন; তাঁহার অধরের মৃদু মধুর হাসিই সেই 'চার', ইহার লোভেই ব্রজযুবতীগণ তাঁহার মুখরূপ ফাঁদের দিকে আকৃষ্ট হন।

ফাঁদের মধ্যে যে "চার" রাখা হয়, তাহা দেখিয়াই যেমন মৃগগণ প্রথমতঃ আকৃষ্ট হয়, আকৃষ্ট হইয়া পরে ফাঁদে আবদ্ধ হয়; তদ্রূপ শ্রীকৃষ্ণের মৃদুমধুর হাসি দেখিয়াই ব্রজযুবতীগণের চিত্ত প্রথমতঃ আকৃষ্ট হয়, হাসি দেখিবার উপলক্ষ্যে

বান্ধব ! কৃষ্ণ করে ব্যাধের আচার।
নাহি গণে' ধর্ম্মাধর্ম্ম, হরে নারী-মৃগী-মর্ম্ম,
করে নানা উপায় তাহার ॥ ধ্রু ৬৩

গণ্ডস্থল ঝলমল, নাচে মকর-কুণ্ডল,
সেই নৃত্যে হরে নারীচয় !
সস্মিত-কটাক্ষ-বাণে, তা সভার হৃদয়ে হানে,
নারীবধে নাহি কিছু ভয় ॥ ৬৪

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

শ্রীকৃষ্ণের সমস্ত মুখমণ্ডলের অপরূপ সৌন্দর্য্য-দর্শন করিয়া তাঁহারা একেবারে মুগ্ধ হইয়া যায়েন, তখন আর ঐ মুখ হইতে নয়ন-মন ফিরাইবার শক্তি তাঁহাদের থাকে না।

হয় দাসী—দাসীর ন্যায় সর্ব্বতোভাবে শ্রীকৃষ্ণের প্রীতি-বিধানার্থ শ্রীকৃষ্ণসেবার প্রয়াস করে। **ছাড়ি নিজ** ইত্যাদি—আত্মীয় স্বজন সমস্ত ত্যাগ করিয়া, কুলধর্ম্ম, দেহধর্ম্ম প্রভৃতি সমস্ত ত্যাগ করিয়া ; নিজের বলিতে যাহা কিছু সমস্ত ত্যাগ করিয়া।

"ছাড়ি-লাজ পতিঘর দ্বার" পাঠান্তরও আছে।

শ্রীকৃষ্ণের মৃদু-মন্দ-হাসিতে আকৃষ্ট হইয়া ব্রজনারীগণ শ্রীকৃষ্ণের মুখরূপ ফাঁদে পতিত হয় এবং দেহ-ধর্ম্ম, কুলধর্ম্ম, স্বজন-আর্য্যপথাদি সমস্ত ত্যাগ করিয়া শ্রীকৃষ্ণচরণে দাসী হইয়া পড়ে। অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণের মৃদু-মন্দ-হাসিতে আকৃষ্ট হইয়া এবং তাঁহার মুখচন্দ্রের অপরূপ মাধুর্য্যে মুগ্ধ হইয়া ব্রজসুন্দরীগণ এতই আত্মহারা হইয়া পড়েন যে, স্বজন-আর্য্যপথাদি সমস্ত ত্যাগ করিয়াও সেবাদ্বারা সর্ব্বতোভাবে শ্রীকৃষ্ণকে সুখী করার নিমিত্ত উন্মত্তপ্রায় হইয়া পড়েন।

৬৩। **বান্ধব**—রামানন্দরায়কে সম্বোধন করিয়া প্রভু "বান্ধব' বলিতেছেন। তাঁহাকে অত্যন্ত অন্তরঙ্গ বন্ধু মনে করিয়া তাঁহার নিকটে প্রাণের কথা ব্যক্ত করিতেছেন।

কৃষ্ণ করে ব্যাধের আচার—কৃষ্ণের আচরণ ব্যাধের আচরণের তুল্য নিষ্ঠুর। ব্যাধের আচরণের সঙ্গে কৃষ্ণের আচরণের সাদৃশ্য পরবর্ত্তী ত্রিপদীসমূহে দেখান হইতেছে। **নাহি গণে ধর্ম্মাধর্ম্ম**—মৃগবধ করার সময়ে ব্যাধ যেমন ধর্ম্মাধর্ম্ম বিচার করে না, প্রাণিবধ যে অধর্ম্মজনক তাহা যেমন মোটেই বিবেচনা করে না, তদ্রূপ ব্রজনারীগণের প্রাণ-মন হরণ করার সময়ে কৃষ্ণও ধর্ম্মাধর্ম্ম কিছুই বিচার করেন না, কুলবতীদিগের কুলধর্ম্ম নষ্ট করা যে অধর্ম্ম, কৃষ্ণ তাহা বিবেচনা করেন না।

হরে নারী-মৃগী-মর্ম্ম—নারীরূপ মৃগীগণের মর্ম্ম হরণ করে। ব্যাধ যেমন তীক্ষ্ণ বাণের দ্বারা মৃগীগণের বক্ষঃস্থল বিদ্ধ করে, শ্রীকৃষ্ণও তেমনি স্বীয় কটাক্ষ দ্বারা রমণীদিগের হৃদয়ের মর্ম্মস্থল বিদ্ধ করিয়া থাকেন। **হানে**—হনন করে, বিদ্ধ করে। **হরে**—মর্ম্ম হরণ করে। "হরে" স্থলে "হানে" পাঠান্তরও আছে। **মর্ম্ম**—হৃদয়। **করে নানা উপায় তাহার**—মর্ম্ম-হরণের নিমিত্ত নানাবিধ চেষ্টা করে। মৃগীগণকে বিদ্ধ করার নিমিত্ত ব্যাধ যেমন নানাবিধ কৌশল বিস্তার করিয়া থাকে, ব্রজনারীগণের চিত্ত হরণের নিমিত্ত শ্রীকৃষ্ণও বংশীধ্বনি-মৃদুহাস্য-আদি নানাবিধ কৌশল বিস্তার করিয়া থাকেন।

৬৪। "গণ্ডস্থলাধরসুধম্" এর অর্থ করিতেছেন। **গণ্ডস্থল ঝলমল**—দর্পণের মত চাক্‌চিক্যময় কপোলদেশ (শ্রীকৃষ্ণের)। **গণ্ড**—কপোল। **সেই নৃত্যে**—মকর-কুণ্ডলের নৃত্যে। **নারীচয়**—নারীসমূহ।

শ্রীকৃষ্ণের গণ্ডস্থল দর্পণের মত স্বচ্ছ ; কর্ণের মকর-কুণ্ডল যখন নড়িতে থাকে, তখন সুচিক্কণ গণ্ডস্থলে মকর-কুণ্ডলের আভা পতিত হয়, তাতে গণ্ডস্থল ঝলমল করিতে থাকে। এই সময়ে শ্রীকৃষ্ণের গণ্ডস্থলে লাবণ্যের যে অপূর্ব্ব তরঙ্গ প্রবাহিত হইতে থাকে, তাহা দেখিলে কোনও রমণীই আর স্ববশে থাকিতে পারেন না। পূর্ব্বপদে যে "করে নানা উপায় তাহার" বলা হইয়াছে, গণ্ডস্থলের এই চাক্‌চিক্য বিস্তার তাহার একটি। ব্যাধ যেমন নানা লোভনীয় বস্তুদ্বারা মৃগগণকে নিকটে আকর্ষণ করে, শ্রীকৃষ্ণও গণ্ডস্থলের লাবণ্য দেখাইয়া নারীগণকে নিকটে আকর্ষণ করেন।

অতি উচ্চ সুবিস্তার, লক্ষ্মী-শ্রীবৎস-অলঙ্কার,
কৃষ্ণের যে ডাকাতিয়া বক্ষ।
ব্রজদেবী লক্ষ লক্ষ তা-সভার মনোবক্ষ,
হরিদাসী করিবারে দক্ষ ॥ ৬৫

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

এক্ষণে, "হসিতাবলোকম্" এর অর্থ করিতেছেন। **সস্মিত**—স্মিত (মন্দহাসি); স্মিতের সহিত বর্ত্তমান সস্মিত। **কটাক্ষ**—নেত্রভঙ্গী। **সস্মিত-কটাক্ষ-বাণ**—মন্দহাসির সহিত যে কটাক্ষ, সেই কটাক্ষরূপ বাণ। **তা-সভার**—নারীগণের। **হানে**—বিদ্ধ করে।

মৃগগণকে নিকটে আকর্ষণ করিয়া ব্যাধ যেমন তাহাদের হৃদয়ে বাণ বিদ্ধ করে, শ্রীকৃষ্ণও নানা উপায়ে নারীগণকে নিজের নিকটে আনিয়া মন্দহাসিযুক্ত কটাক্ষ দ্বারা তাহাদের চিত্তকে হরণ করেন। শ্রীকৃষ্ণের মন্দহাসি ও মধুর কটাক্ষ দর্শন করিলে কোনও রমণীই আর তাহার কুলধর্ম্ম রক্ষা করিতে সমর্থা হয় না।

নারীবধে—কুলবতী রমণীগণের কুলধর্ম্ম নষ্ট করিলেই তাহাদের বধ করা হয়। **নারীবধে**—ইত্যাদি—মৃগের প্রাণবধ করিতে ব্যাধের মনে যেমন কোনও ভয়ের সঞ্চারই হয় না, নারীদিগের কুলধর্ম্ম নষ্ট করিতেও শ্রীকৃষ্ণের মনে কোনওরূপ ভয়ের সঞ্চার হয় না।

৬৫। "বক্ষঃ শ্রিয়ৈকরমণম্" অংশের অর্থ করিতেছেন।

অতি উচ্চ—অত্যন্ত উন্নত (শ্রীকৃষ্ণের বক্ষ)। **সুবিস্তার**—(শ্রীকৃষ্ণের বক্ষস্থল) অত্যন্ত বিস্তৃত। **শ্রীবৎস**—শ্রীকৃষ্ণের বক্ষঃস্থলের দক্ষিণ ভাগে কতকগুলি শ্বেত-রোমের দক্ষিণাবর্ত্ত আছে; তাহাকে শ্রীবৎস বলে। **লক্ষ্মী**—শ্রীকৃষ্ণের বক্ষের বামভাগে একটি স্বর্ণবর্ণ ক্ষুদ্র রেখা আছে, তাহাকে লক্ষ্মীরেখা বলে। মূল শ্লোকের টীকায় শ্রীজীব গোস্বামিচরণ লিখিয়াছেন—"শ্রিয়া বামভাগস্থ-স্বর্ণবর্ণ-লক্ষ্মীরেখা-রূপয়া লক্ষ্ম্যা।" **অলঙ্কার**—বক্ষঃস্থিত নানাবিধ হারের অলঙ্কার। অথবা লক্ষ্মীরেখা ও শ্রীবৎসচিহ্নরূপ অলঙ্কার। **লক্ষ্মী-শ্রীবৎস অলঙ্কার**—শ্রীকৃষ্ণের যে বক্ষ, স্বর্ণবর্ণ লক্ষ্মী-রেখা, শ্রীবৎসচিহ্ন এবং নানাবিধ অলঙ্কারে সুশোভিত। অথবা, স্বর্ণবর্ণ লক্ষ্মীরেখা এবং শ্রীবৎসচিহ্নই অলঙ্কারের ন্যায় যে বক্ষের শোভা বৃদ্ধি করিতেছে। **ডাকাতিয়া বক্ষ**—ডাকাইতের বক্ষের ন্যায় বিশাল বক্ষ। অথবা, ডাকাইতের বক্ষের ন্যায় নিষ্ঠুর বক্ষ। ডাকাইতের হৃদয়ে যেমন দয়া মায়া নাই, ডাকাইত যেমন অপরের প্রাণ হরণ করিয়াও নিজের কার্য্যোদ্ধার করিয়া থাকে, শ্রীকৃষ্ণের হৃদয়েও তদ্রূপ দয়া মায়া নাই। শ্রীকৃষ্ণ নানা উপায়ে কুলবতীদিগের সর্ব্বনাশ সাধন করিয়া থাকেন। অথবা, ডাকাইতের সুবিশাল বক্ষ দেখিলেই সাধারণ গৃহস্থ যেমন ভয়ে মৃতপ্রায় হইয়া পড়ে, শ্রীকৃষ্ণের সুবিশাল বক্ষস্থল একবার দেখিলেও কুলবতীগণ স্বজন-আর্য্যপথাদিতে জলাঞ্জলি দিতে বাধ্য হয়।

ব্রজদেবী লক্ষ লক্ষ—অসংখ্য ব্রজ-যুবতী। **তা-সভার**—লক্ষ লক্ষ ব্রজ-তরুণীর। **মনোবক্ষ**- মন এবং বক্ষ। **হরিদাসী**—হরির দাসী; মনপ্রাণ হরণ করেন যে শ্রীকৃষ্ণ, তাঁহার দাসী। **দক্ষ**—পটু। **হরিদাসী করিবারে দক্ষ**—শ্রীকৃষ্ণের বক্ষ ব্রজদেবীগণের মন এবং বক্ষকে শ্রীকৃষ্ণের দাসী করিতে সমর্থ। মনকে দাসী করার তাৎপর্য্য এই যে, মধুর-ভাবোচিত লীলা-বিলাসাদি দ্বারা শ্রীকৃষ্ণের প্রীতিবিধানের নিমিত্ত ব্রজদেবীগণের মন লালায়িত হয়। আর বক্ষকে দাসী করার তাৎপর্য্য এই যে, বক্ষের দ্বারা শ্রীকৃষ্ণকে আলিঙ্গন করিয়া তাঁহার প্রীতিবিধান করিবার নিমিত্ত ব্রজদেবীগণ উৎকণ্ঠান্বিতা হইয়া পড়েন—লক্ষ্মী-শ্রীবৎসচিহ্ন-শোভিত, বিবিধ হার-মাল্যাদি-ভূষিত শ্রীকৃষ্ণের সমুন্নত ও সুবিশাল বক্ষঃস্থল দর্শন করিলে সমস্ত ব্রজললনাই দাসীর ন্যায় তাঁহার সেবা করিবার নিমিত্ত উৎকণ্ঠান্বিত হইয়া পড়েন। রমণীগণের কথা তো দূরে, শ্রীকৃষ্ণের বক্ষঃস্থলের সৌন্দর্য্যে পুরুষের মন পর্য্যন্ত বিমোহিত হইয়া যায়; তাই মূল শ্লোকের টীকায় শ্রীপাদ সনাতন-গোস্বামী লিখিয়াছেন:—"জগতামেব বিশেষেণ লোকং দৃশ্যং যদ্বক্ষ স্তৎ পুংসামপি মনোহরত্বাৎ এতদেবোক্তং শ্রীকপিলদেবেন—বক্ষোঽধিবাসমৃষভস্য মহাবিভূতেঃ। পুংসাং মনোনয়ন-নির্বৃতিমাদধানম্ ॥"

স্ববলিত দীর্ঘার্গল,　　কৃষ্ণভুজ-যুগল,
ভুজ নহে,—কৃষ্ণসর্প-কায়।
দুই শৈলছিদ্রে পৈশে,　　নারীর হৃদয়ে দংশে,
মরে নারী সে বিষ-জ্বালায়॥ ৬৬

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

"হরি-দাসী"-শব্দের অন্তর্গত "দাসী"-শব্দের ধ্বনি এই যে, মধুর-ভাবোচিত লীলা-বিলাসাদি-দ্বারা (নিজাঙ্গ-দ্বারা সেবা করিয়া) শ্রীকৃষ্ণের আনন্দ-বিধানের নিমিত্ত ব্রজদেবীগণ লালসান্বিত হয়েন। ইহা শ্লোকস্থ "ভবাম দাস্যঃ" অংশের অর্থ।

৬৬। "দত্তাভয়ঞ্চ ভুজদণ্ডযুগং বিলোক্য"-অংশের অর্থ করিতেছেন। **স্ববলিত**—সুগঠিত, সুগোল ও স্থূল। অথবা বলশালী। **দীর্ঘার্গল**—দীর্ঘ (আজানুলম্বিত) এবং অর্গলতুল্য। **অর্গল**—কপাটের হুড়কাকে অর্গল বলে। এ স্থলে মূল শ্লোকের "দণ্ড"-শব্দ-স্থলেই "অর্গল"-শব্দ ব্যবহৃত হইয়াছে। মূলশ্লোকের টীকায় শ্রীপাদ সনাতন-গোস্বামী "দণ্ড"-শব্দের অর্থে লিখিয়াছেন—"দণ্ডরূপকেণ সুবৃত্তপৃথুদীর্ঘতাদ্যাকার-সৌষ্ঠবং—দণ্ডের সঙ্গে ভুজযুগলের তুলনা দেওয়ায় ভুজযুগলের সুগোলত্ব, স্থূলত্ব ও দীর্ঘত্বাদি আকার-সৌষ্ঠবই সূচিত হইয়াছে।" সুতরাং অর্গল-শব্দেও আকার-সৌষ্ঠবই সূচিত হইতেছে।

অর্গল-শব্দের "হুড়কা" অর্থ ধরিলে বোধ হয় একটী গূঢ়ভাবের ব্যঞ্জনাও দেখিতে পাওয়া যায়। শ্রীরাধিকা কখনও কখনও শ্রীকৃষ্ণের সুবিশাল বক্ষঃস্থলকে "ইন্দ্রনীলমণি-নির্ম্মিত কবাটের" সঙ্গেও তুলনা করিয়া থাকেন—এই পরিচ্ছেদে উদ্ধৃত পরবর্ত্তী "হরিন্মণি-কবাটিকা" ইত্যাদি শ্লোকই তাহার প্রমাণ। শ্রীমন্মহাপ্রভু বোধ হয় হৃদয়ের অন্তস্তলে ঐ হরিন্মণি-কবাটিকাতুল্য শ্রীকৃষ্ণ-বক্ষের প্রতি লক্ষ্য রাখিয়াই তাঁহার ভুজযুগলকে অর্গল (হুড়কা) বলিয়া থাকিবেন। "হরিন্মণি-কবাটিকা"-শ্লোকেও কৃষ্ণ-ভুজদ্বয়কে অর্গল বলা হইয়াছে। শ্রীকৃষ্ণের বক্ষ হইল কবাট, আর ভুজদ্বয় হইল ঐ কবাটের হুড়কা। হুড়কা টানিয়া দিলেই যেমন কবাট বন্ধ হইয়া যায়, গৃহমধ্য হইতে আর কেহ বাহির হইয়া আসিতে পারে না, তদ্রূপ ব্রজতরুণীগণকে হৃদয়ে ধারণ করিয়া বাহুদ্বয় দ্বারা আবদ্ধ করিয়া রাখিলেও শ্রীকৃষ্ণের বাহুবন্ধন হইতে ছুটিয়া আসার শক্তি কাহারও থাকে না। ঐস্থান হইতে ছুটিয়া আসার চেষ্টাও কেহ করে না, করিতেও পারে না; শ্রীকৃষ্ণের সুকোমল বক্ষঃস্পর্শে ব্রজতরুণীগণ আনন্দ-বিহ্বল হইয়া পড়েন।

ভুজযুগল—বাহুদ্বয়। **সর্পকায়**—সর্পের দেহ। **কৃষ্ণসর্পকায়**—কৃষ্ণসর্পের দেহ; সর্পের দেহ যেমন সুগোল এবং ক্রমশঃ সরু, তদ্রূপ শ্রীকৃষ্ণের বাহুও সুগোল এবং বাহুমূল হইতে আরম্ভ করিয়া ক্রমশঃ সরু হইয়া গিয়াছে। এইরূপ আকার-সৌষ্ঠবের সাদৃশ্যবশতঃই সর্পদেহের সঙ্গে ভুজযুগলের তুলনা দেওয়া হইয়াছে। শ্রীকৃষ্ণের বাহুযুগল কৃষ্ণবর্ণ বলিয়া, কৃষ্ণসর্পের (কৃষ্ণবর্ণ সর্পের) দেহের সঙ্গে তুলনা। অথবা, কৃষ্ণ-সর্প-শব্দের অপর একটি ব্যঞ্জনাও থাকিতে পারে; কৃষ্ণ-সর্পের সাধারণ নাম কালসাপ। ইহার বিষ অত্যন্ত তীব্র; কৃষ্ণসর্প যাহাকে দংশন করে, তাহার দেহে তীব্র বিষ-জ্বালা উপস্থিত হয় এবং অল্পক্ষণ মধ্যেই তাহার প্রাণবিয়োগ হয়। শ্রীকৃষ্ণের ভুজযুগলও গোপীদিগের সম্বন্ধে কালসাপের ন্যায় ক্রিয়া করে; স্ববলিত ভুজযুগল দর্শন করিলে ব্রজতরুণীদিগের চিত্তে তীব্র কন্দর্পজ্বালা উপস্থিত হয়, সেই জ্বালায় অস্থির হইয়া তাঁহারা প্রায় মুমূর্ষু হইয়া পড়েন।

শৈল-ছিদ্রে—শৈল অর্থ পাহাড়, আর ছিদ্র অর্থ গর্ত্ত; পাহাড়ের গায়ে যে গর্ত্ত থাকে, তাহাকেই শৈল-ছিদ্র বলে। পাহাড়ের গায়ে যে গর্ত্ত থাকে, তাহাতে প্রায়ই কোনও কোনও প্রাণী বাস করে; পাহাড়ের কৃষ্ণসর্প সেই গর্ত্তে প্রবেশ করিয়া ঐ সকল প্রাণীকে প্রায়ই দংশন করে।

এস্থলে উপমান কৃষ্ণ-সর্পের পক্ষেই "শৈল-ছিদ্র" শব্দ ব্যবহৃত হইয়াছে; উপমেয় কৃষ্ণ-ভুজযুগলের পক্ষে কোনও শব্দ প্রয়োগ করা হয় নাই; কিন্তু ব্রজনারীদিগের চক্ষুই বোধ হয় বিবক্ষিত হইয়াছে; মূলশ্লোকেও "ভুজদণ্ডযুগং বিলোক্য—ভুজদণ্ডযুগলকে দেখিয়া" কথা আছে; চক্ষুদ্বারাই দেখা হয়; ভুজযুগলের প্রতি দৃষ্টি-জনিত যে ফল, তাহা চক্ষুর যোগেই হৃদয়ে প্রবেশ করে; বিশেষতঃ, মূল শ্লোকে সর্ব্বত্রই চক্ষুর উপরে শ্রীকৃষ্ণ-রূপের

কৃষ্ণ-করপদ-তল, কোটিচন্দ্র-সুশীতল,
জিতি কর্পূর বেণামূল চন্দন।
একবার যারে স্পর্শে, স্মরজ্বালাবিষ নাশে,
যার স্পর্শে লুব্ধ নারীর মন ॥ ৬৭

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

প্রভাবের কথাই বর্ণিত হইয়াছে। সুতরাং এইরূপ অর্থই বোধ হয় সমীচীন হইবে :—কাল-সাপ যেমন পর্ব্বত-গর্ত্তে প্রবেশ করিয়া তত্রত্য প্রাণীকে দংশন করে, তদ্রূপ শ্রীকৃষ্ণের ভুজদ্বয়রূপ সর্পযুগলও রমণীর চক্ষুর্দ্বয়রূপ গর্ত্তে প্রবেশ করিয়া ব্রজ-নারীর হৃদয় দংশন করে। অর্থাৎ কৃষ্ণের ভুজযুগল নয়নের দ্বারা দর্শন করিলে ব্রজ-রমণীদিগের হৃদয়ে যে কন্দর্প-জ্বালা উপস্থিত হয়, তাহার দাহ কৃষ্ণসর্পের বিষদাহের মতই তীব্র।

শৈল-ছিদ্রে—ব্রজ-নারীর চক্ষুরূপ দুইটী শৈল-ছিদ্রে। **পৈশে**—প্রবেশ করে। **নারীর হৃদয় দংশে**—কৃষ্ণ-সর্প যেমন পর্ব্বত-গর্ত্তে প্রবেশ করিয়া তত্রত্য জীবকে দংশন করে, তদ্রূপ শ্রীকৃষ্ণের ভুজযুগলরূপ সর্পও ব্রজ-রমণীগণের চক্ষুরূপ ছিদ্রদ্বারা প্রবেশ করিয়া তাঁহাদের হৃদয়কে দংশন করে (হৃদয়ে বিষজ্বালার ন্যায় তীব্র কন্দর্প-জ্বালা উৎপাদন করে)। **মরে নারী** ইত্যাদি—কৃষ্ণসর্পের দংশনে শৈল-ছিদ্রস্থিত জীব যেমন মরিয়া যায়, শ্রীকৃষ্ণের ভুজরূপ সর্পের দংশনেও ব্রজনারী তেমনি বিষজ্বালায় মরিয়া যায়; কন্দর্প-জ্বালায় জর্জ্জরিত হইয়া মুমুর্ষু প্রায় হইয়া যায়।

৬৭। শ্রীরাধার ভাবে শ্রীকৃষ্ণের বক্ষ ও সুবলিত বাহুযুগলের মাধুর্য্যের কথা বলিতে বলিতে বোধ হয় ঐ বক্ষ ও বাহুযুগলের স্পর্শ-লাভের নিমিত্ত—স্বীয় বক্ষ দ্বারা শ্রীকৃষ্ণের বক্ষকে দৃঢ়রূপে আলিঙ্গন করিয়া শ্রীকৃষ্ণের বাহুযুগলের দ্বারা তাঁহার বক্ষোদেশে আবদ্ধ হওয়ার নিমিত্ত—রাধাভাবাবিষ্ট প্রভুর উৎকণ্ঠা জন্মিয়াছিল; তাই তিনি আবার শ্রীকৃষ্ণের স্পর্শের লোভনীয়তার কথা বলিতে আরম্ভ করিলেন—"কৃষ্ণকর-পদতল" ইত্যাদি বাক্যে; তারপর তাঁহার উক্তির মর্ম্ম-সূচক "হরিন্মণিকবাটিকা" ইত্যাদি শ্লোকটিও উচ্চারণ করিলেন; সুতরাং এই "হরিন্মণিকবাটিকা"-শ্লোকের মর্ম্মের প্রতি লক্ষ্য রাখিয়াই এই ত্রিপদীগুলির অর্থাস্বাদন করিতে হইবে।

কৃষ্ণকর পদতল—কৃষ্ণের করতল ও পদতল; হাত ও পায়ের তলা। **কোটিচন্দ্র-সুশীতল**—কোটি কোটি চন্দ্র অপেক্ষাও সুশীতল। সুশীতল-শব্দের "সু" অংশের তাৎপর্য্য এই যে, কৃষ্ণকর-পদতলের শীতলত্ব অত্যন্ত আরামদায়ক, অত্যন্ত প্রীতিপ্রদ; ইহা বরফাদির শীতলত্বের মত কষ্টজনক নহে। **জিতি**—জয় করিয়া। **বেণা**—এক রকম তৃণ। **জিতি কর্পূর-বেণামূল চন্দন**—কর্পূর, বেণামূল এবং চন্দন ইহাদের প্রত্যেকেই অত্যন্ত শীতল। কিন্তু শ্রীকৃষ্ণের করতল ও পদতলের শীতলতার নিকটে ইহাদের শীতলতাও পরাজিত।

এই ত্রিপদীতে "হরিন্মণিকবাটিকা"-শ্লোকের "সুধাংশু-হরিচন্দনোৎপলসিতাভ্রশীতাঙ্গকঃ'-অংশের মর্ম্ম প্রকাশিত হইয়াছে।

একবার যারে স্পর্শে—কৃষ্ণকর-পদতল একবার যাহাকে স্পর্শ করে। **স্মরজ্বালাবিষ**—কন্দর্প জ্বালার যাতনা। **যার স্পর্শে** ইত্যাদি—যে সুশীতল কৃষ্ণ-করপদতলের স্পর্শের নিমিত্ত ব্রজনারীর মন লুব্ধ (লালায়িত)।

কর্পূর-বেণামূল-চন্দনাদির শীতলত্ব লোকের দৈহিক তাপ কিঞ্চিৎ পরিমাণে নষ্ট করিতে পারে সত্য; কিন্তু অন্তরের তাপ নষ্ট করিতে পারেনা; কিন্তু শ্রীকৃষ্ণের সুশীতল করতল ও পদতলের স্পর্শে নারীগণের হৃদয়স্থিত কন্দর্পজ্বালার তীব্র যন্ত্রণাও বিনষ্ট হইয়া যায়। এজন্য ব্রজনারীগণ তাঁহার করপদতল স্পর্শ করিবার নিমিত্ত লালায়িত।

পূর্ব্ব ত্রিপদীতে বলা হইয়াছে, শ্রীকৃষ্ণের সুবলিত ভুজযুগলের দর্শনে যুবতীগণের হৃদয়ে কন্দর্প-জ্বালার উদয় হয়; এই ত্রিপদীতে বলা হইল, শ্রীকৃষ্ণের করপদ-তলের স্পর্শে সেই কন্দর্প-জ্বালা নিবারিত হয়। স্বীয় বক্ষঃস্থলাদিতে শ্রীকৃষ্ণ-কর-পদতলের স্পর্শের নিমিত্ত রাধাভাবাবিষ্ট প্রভুর উৎকণ্ঠার কথাই এই ত্রিপদীতে বলা হইল।

এতেক প্রলাপ করি,　　প্রেমাবেশে গৌরহরি,
এই অর্থে পঢ়ি এক শ্লোক।
যেই শ্লোক পঢ়ি রাধা　　বিশাখাকে কহে বাধা
উঘাড়িয়া হৃদয়ের শোক॥ ৬৮

তথাহি গোবিন্দলীলামৃতে (৮।৭)—
হরিন্মণিকবাটিকাপ্রততহারিবক্ষস্থলঃ
স্মরার্ত্ততরুণীমনঃকলুষহন্তৃদোরর্গলঃ।
সুধাংশুহরিচন্দনোৎপলসিতাভ্রশীতাঙ্গকঃ
স মে মদনমোহনঃ সখি তনোতি বক্ষঃস্পৃহাম্॥ ১০

শ্লোকের সংস্কৃত টীকা।

স্বস্পর্শেন বক্ষস্পৃহাং তনোতি কীদৃশঃ। ইন্দ্রনীলমণিনির্ম্মিতকবাটিকে ইব প্রততং বিস্তীর্ণং হারি মনোহরং বক্ষঃস্থলং যস্য সঃ। স্মরার্ত্ততরুণীনাং মনসঃ কলুষং মনস্তাপস্তস্য হন্তৃণী নাশকে দোষৌ বাহূ তদ্রূপার্গলে যস্য সঃ। অর্গলাভ্যাং রোধেনেব বাহুভ্যামালিঙ্গনেন মনস্তাপং নাশয়তীত্যর্থঃ। সুধাংশুশ্চন্দ্রশ্চ হরিচন্দনমুত্তমচন্দনঞ্চ উৎপলং পদ্মঞ্চ সিতাভ্রঃ কর্পূরশ্চৈতেভ্যোঽপি শীতং শীতলমঙ্গং যস্য সঃ। অথ কর্পূরমস্ত্রিয়াং ঘনসারশ্চন্দ্রসংজ্ঞঃ সিতাভ্রো হিমবালুকমিত্যমরঃ। সদানন্দবিধায়িনী। ১০

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

৬৮। **এতেক প্রলাপ করি**—পূর্ব্বোক্ত প্রকারে স্বীয় উৎকণ্ঠা প্রকাশ করিয়া। কোনও কোনও গ্রন্থে "প্রলাপ" স্থলে "বিলাপ" পাঠ আছে। **এই অর্থে**—"কৃষ্ণকরপদতলাদি"-ত্রিপদীতে উক্ত বাক্য-সমূহের অর্থে। **এক শ্লোক**—পরবর্ত্তী "হরিন্মণিকবাটিকাদি"-শ্লোক। **বাধা**—দুঃখ। **উঘাড়িয়া**—প্রকাশ করিয়া। **হৃদয়ের শোক**—শ্রীকৃষ্ণের বিরহ-জনিত দুঃখ।

"হরিন্মণিকবাটিকাদি"-শ্লোকে শ্রীরাধা বিশাখার নিকটে নিজ হৃদয়ের কৃষ্ণ-বিরহজনিত দুঃখ প্রকাশ করিয়াছিলেন; রাধাভাবাবিষ্ট প্রভুও ঐ শ্লোকেই রামানন্দরায়ের নিকটে নিজের বিরহ-কাতরতা প্রকাশ করিলেন।

শ্লো। ১০। অন্বয়। অন্বয় সহজ।

অনুবাদ। শ্রীরাধা বিশাখাকে বলিলেন—হে সখি! যাঁহার বক্ষঃস্থল বিস্তীর্ণ-ইন্দ্রনীলমণি-কবাটিকার ন্যায় মনোহর, যাঁহার অর্গলসদৃশ বাহুদ্বয় কন্দর্প-পীড়িত যুবতীগণের মনস্তাপ-বিনাশে সমর্থ, এবং চন্দ্র, চন্দন, নীলোৎপল ও কর্পূরের অপেক্ষাও সুশীতল যাঁহার অঙ্গ, সেই মদনমোহন শ্রীকৃষ্ণ আমার বক্ষঃস্থলের স্পৃহা বর্দ্ধিত করিতেছেন। ১০

হরিন্মণিকবাটিকা-প্রততহারি-বক্ষঃস্থলঃ—হরিৎবর্ণ মণিদ্বারা (ইন্দ্রনীলমণি দ্বারা) নির্ম্মিত কবাটিকার (কবাটের) ন্যায় প্রতত (বিস্তীর্ণ) এবং হারি (মনোহর) বক্ষঃস্থল যাঁহার; শ্রীকৃষ্ণের বক্ষঃস্থল কবাটের ন্যায় প্রশস্ত এবং তাহার বর্ণও ইন্দ্রনীলমণির বর্ণের ন্যায় নীল এবং মনোহর; তাই তাহার সহিত ইন্দ্রনীলমণি-নির্ম্মিত কবাটের তুলনা করা হইয়াছে। **স্মরার্ত্ততরুণীমনঃকলুষহন্তৃদোরর্গলঃ**—স্মর (কন্দর্প, কাম) তদ্দ্বারা আর্ত্ত (পীড়িত) তরুণীগণের (যুবতীগণের) মনের (চিত্তের) যে কলুষ (তাপ, সন্তাপ), তাহার হন্তা (হরণকারী) যে দোঃ (বাহু), তদ্রূপ অর্গল আছে যাঁহার; শ্রীকৃষ্ণের বক্ষঃস্থলকে কবাটের তুল্য বলিয়া তাঁহার বাহুকে সেই কবাটের অর্গল তুল্য বলা হইয়াছে; এই অর্গল সদৃশ বাহুযুগল কামবাণখিন্না তরুণীদের মনস্তাপ—কামপীড়াজনিত সন্তাপ দূর করিতে সমর্থ। (পূর্ব্ববর্ত্তী ৬৬ ত্রিপদীর টীকা দ্রষ্টব্য)।

সুধাংশুহরিচন্দনোৎপলসিতাভ্রশীতাঙ্গকঃ—সুধাংশু (চন্দ্র), হরিচন্দন (উত্তম চন্দন), উৎপল (পদ্ম) এবং সিতাভ্র (কর্পূর) হইতেও শীত (শীতল—স্নিগ্ধ) অঙ্গ যাঁহার; যাঁহার অঙ্গসমূহ চন্দ্র, চন্দন, নীলোৎপল এবং কর্পূর অপেক্ষাও স্নিগ্ধ ও শীতল। সেই শ্রীকৃষ্ণ—যাঁহার দর্শনে স্বয়ং মদন পর্য্যন্ত মোহিত হইয়া যায়, সেই শ্রীকৃষ্ণ—আমার (শ্রীরাধার) বক্ষঃস্পৃহাকে—বক্ষঃদ্বারা তাঁহার মনোহর ও সুবিশালবক্ষকে আলিঙ্গন করার নিমিত্ত আমার বাসনাকে—বর্দ্ধিত করিতেছেন।

প্রভু কহে—কৃষ্ণ মুঞি এখনি পাইলুঁ।
আপনার দুর্দ্দৈবে পুন হারাইলুঁ॥ ৬৯
চঞ্চল স্বভাব কৃষ্ণের, না রয় একস্থানে।
দেখা দিয়া মন হরি করে অন্তর্ধানে॥ ৭০

তথাহি (ভাঃ—১০।২৯।৪৮)—
তাসাং তৎ সৌভগমদং বীক্ষ্য মানঞ্চ কেশবঃ।
প্রশমায় প্রসাদায় তত্রৈবান্তরধীয়ত॥ ১১

শ্লোকের সংস্কৃত টীকা।

তৎসৌভগেন মদম্ অস্বাধীনতাম্। মানং গর্ব্বম্। কেশবঃ কশ্চ ঈশশ্চ তৌ বশয়তীতি তথা সঃ। স্বামী। ১১

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

৬৯। **এখনি পাইলুঁ**—রাস-লীলার আবেশে সমুদ্রতীরস্থ উদ্যানে যে প্রভু শ্রীকৃষ্ণ-দর্শন পাইয়াছিলেন, সেই কথাই বলিতেছেন।

দুর্দ্দৈবে—দুর্ভাগ্যবশতঃ।

৭০। **করে অন্তর্ধানে**—দৃষ্টির অগোচর হয়েন।

রাসস্থলী হইতে শ্রীকৃষ্ণের অন্তর্ধানের প্রমাণরূপ নিম্নোদ্ধৃত "তাসাং তৎসৌভগমদমিত্যাদি" শ্লোকটীদ্বারা এই পয়ারোক্তির প্রমাণ দিতেছেন।

শ্লো। ১১। অন্বয়। কেশবঃ (কেশব—শ্রীকৃষ্ণ) তাসাং (সেই গোপীদিগের) তৎ (সেই) সৌভগমদং (সৌভাগ্যের গর্ব্ব) মানং চ (এবং মান) বীক্ষ্য (দেখিয়া) প্রশমায় (গর্ব্বের প্রশমন) প্রসাদায় (এবং মানের প্রসন্নতা বিধানের নিমিত্ত) তত্র এব (সেই স্থানেই) অন্তরধীয়ত (অন্তর্ধান প্রাপ্ত হইলেন)।

অনুবাদ। শ্রীকৃষ্ণ সেই গোপীগণের সৌভাগ্য-গর্ব্ব এবং মান দেখিয়া তাঁহাদের গর্ব্বের প্রশমন এবং মানের প্রসন্নতা বিধানের নিমিত্ত সেই স্থানেই অন্তর্হিত হইলেন। ১১

শারদীয় মহারাসের প্রারম্ভে শ্রীকৃষ্ণ গোপীদিগের সহিত কিছুক্ষণ বিলাসাদি করিলেন; পরে তিনি বুঝিতে পারিলেন যে, তাঁহার সহিত বিলাসাদির সৌভাগ্য লাভ করাতে গোপীদের চিত্তে গর্ব্ব ও মানের (প্রণয়-মানের) উদয় হইয়াছে; তাই এই গর্ব্ব-প্রশমনের এবং মান-প্রসাদনের উদ্দেশ্যে শ্রীকৃষ্ণ অকস্মাৎ রাসস্থলী হইতে অন্তর্হিত হইলেন। তাহাই এই শ্লোকে বলা হইয়াছে।

সৌভগমদং—সৌভগের (সৌভাগ্যের) মদ (গর্ব্ব)। রাসস্থলীতে শ্রীকৃষ্ণ সকল গোপীর সহিতই একভাবে বিলাসাদি করিতেছিলেন। কাহারও প্রতি কোনওরূপ বিশেষত্ব প্রথমতঃ দেখাইতেছিলেন না; তাহা দেখিয়া গোপীদের মধ্যে সর্ব্বমুখ্যতমা শ্রীমতী বৃষভানুনন্দিনীর চিত্তে ঈর্ষ্যার উদয় হইল, তিনি মানিনী হইলেন। "সাধারণ প্রেম দেখি সর্ব্বত্র সমতা। রাধার কুটিল প্রেম হইল বামতা॥ ২।৮।৮৩॥"

আর অন্য গোপীগণ—যাঁহারা প্রেম-পারিপাকাদিতে শ্রীরাধা অপেক্ষা ন্যূনা, শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গলাভের সৌভাগ্যে তাঁহাদের চিত্তে গর্ব্বের সঞ্চার হইল। "সর্ব্বাসু ভগবতঃ সাধারণ্যেনৈব রমণাৎ যা সর্ব্বমুখ্যতমা বৃষভানুকুমারী সা সহসোদ্ভবদীর্ষ্যা কষায়িতাক্ষী মানিনী বভুব; ততো ন্যূনা অন্যাঃ সৌভাগ্যগর্ব্ববত্যো বভূবুঃ—চক্রবর্ত্তী।" অন্য গোপীদের গর্ব্বের হেতু এই যে, তাঁহাদের প্রত্যেকেই মনে করিয়াছিলেন—"শ্রীকৃষ্ণ কেবলমাত্র আমার সঙ্গেই বিলাসাদি করিতেছেন,—অহমেব অনেন রমিতা ইতি (শ্রীসনাতন গোস্বামী)—অন্য কাহারও সঙ্গে এরূপ বিলাসাদি করিতেছেন না"; এইরূপ মনোভাবের ফলেই তাঁহাদের চিত্তে স্বীয় সৌভাগ্যের জ্ঞানজনিত গর্ব্বের উদয় হইয়াছিল। শ্রীকৃষ্ণ এই গোপীদের গর্ব্ব এবং শ্রীরাধার **মান**—প্রণয়মান **বীক্ষ্য**—বিশেষরূপে দেখিয়া গোপীদের গর্ব্বের **প্রশমায়**—প্রশমনের নিমিত্ত এবং শ্রীরাধার মানের **প্রসাদায়**—প্রসন্নতা বিধানের নিমিত্ত সেই রাসস্থলীতেই অন্তর্ধান প্রাপ্ত হইলেন—অকস্মাৎ অদৃশ্য

স্বরূপগোসাঞিকে কহে—গাও এক গীত।
যাতে আমার হৃদয়ের হয়ে ত সংবিত ॥ ৭১
শুনি স্বরূপগোসাঞি তবে মধুর করিয়া।
গীতগোবিন্দের পদ গায় প্রভুকে শুনাঞা ॥ ৭২

তথাহি গীতগোবিন্দে (২।৩)—
রাসে হরিমিহ বিহিতবিলাসম্।
স্মরতি মনো মম কৃতপরিহাসম্॥ ১২

শ্লোকের সংস্কৃত টীকা।

বিহিতবিলাসং বিবিধরূপেণ কৃতঃ বিলাসঃ যেন তম্; চক্রবর্ত্তী। ১২।

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

হইয়া গেলেন—কোন্ দিক্ দিয়া কোথায় গেলেন, তাহা কেহই দেখিতে পাইলেন না। শ্রীকৃষ্ণ সেই রাত্রিতে রাসলীলার নিমিত্তই সংকল্প করিয়াছিলেন; কিন্তু গোপীদের গর্ব্ব ও মান তিরোহিত না করিলে রাসলীলা সম্ভব হইত না। কারণ, লোক যখন গর্ব্বের বশীভূত হইয়া থাকে, তখন তাহার স্বাধীন স্বচ্ছন্দ সহজ ভাব থাকে না; গর্ব্বের দ্বারাই তখন সে লোক চালিত হইতে থাকে; কিন্তু ব্রজসুন্দরীদের স্বাধীন স্বচ্ছন্দ সহজ ভাব না থাকিলে তাঁহাদের সঙ্গে রাসবিলাস সিদ্ধ হইতে পারে না—রাসরসের সম্যক্ স্ফুরণ হইতে পারে না —"মদং বীক্ষ্য তস্য প্রশমায় অন্যথা স্বাধীনত্বাভাবেন নিজ-প্রেষ্ঠরাস-বিলাসাসিদ্ধিঃ—বৃহদ্বৈষ্ণবতোষণী।" তাই তাঁহাদের গর্ব্ব প্রশমনের নিমিত্ত শ্রীকৃষ্ণের প্রয়াস। আর মানসম্বন্ধে বক্তব্য এই যে, শ্রীরাধাই হইলেন রাসলীলার প্রধান সহায়, তিনিই রাসেশ্বরী; তিনি যদি মানবতী হইয়া বাম্য-বক্রভাব ধারণ করিয়া থাকেন, তাহা হইলেও স্বচ্ছন্দ সহজ ভাবে তিনি রাসক্রীড়ায় যোগ দিতে পারিবেন না, শ্রীকৃষ্ণের অভিলষিত কেলি-আদিতেও তিনি বাম্যভাব প্রকাশ করিবেন; তাই রাসলীলা সিদ্ধির নিমিত্ত তাঁহারও প্রসন্নতা সম্পাদন আবশ্যক হইয়া পড়িয়াছিল। তিনি মানবতী হইয়াছিলেন—অন্যগোপী অপেক্ষা বিশিষ্ট ব্যবহার তিনি পাইতেছিলেন না বলিয়া। শ্রীকৃষ্ণ অন্তর্হিত হইলেন তাঁহাকে লইয়া। তাহাতেই—অন্য সকলকে ত্যাগ করিয়া একমাত্র তাঁহাকে লইয়া অন্তর্হিত হওয়াতেই—তাঁহার প্রতি বিশিষ্টতা প্রকাশ পাইল; অন্তর্ধানের পরেও অবশ্য আরও অনেক বিশিষ্ট বিশিষ্ট রহোলীলা সম্পাদিত হইয়াছিল, যাহা হইতে শ্রীরাধিকা অনুভব করিতে পারিয়াছিলেন যে, তাঁহাকেই শ্রীকৃষ্ণ তাঁহার প্রেয়সী-শিরোমণি বলিয়া মনে করেন।

কেশবঃ—কেশান্ বয়তে সংস্করোতীতি—চক্রবর্ত্তী। কেশ-সংস্কার করিয়া দেন যিনি, তিনি কেশব। কেশ-প্রসাধনাদিদ্বারা মানবতী শ্রীরাধার প্রসন্নতা বিধানের নিমিত্তই শ্রীকৃষ্ণের বিশেষ চাতুর্য্য আছে, কেশব-শব্দে (রাধাপক্ষে) ইহাই সূচিত হইতেছে। আবার, কেশৌ ব্রহ্মরুদ্রৌ বয়তে প্রশাস্তীতি কেশবঃ—যিনি ব্রহ্মা এবং রুদ্রকেও শাসন করিয়া থাকেন, তিনি কেশব—(শ্রীপাদবলদেববিদ্যাভূষণ)॥" যিনি ব্রহ্মা-রুদ্রাদিকেও শাসন করিয়া থাকেন, গোপীদের গর্ব্ব-প্রশমন রূপ কার্য্য যে তাঁহার পক্ষে অনায়াস-সাধ্য, কেশব-শব্দে (অন্য গোপীদের পক্ষে) তাহাই সূচিত হইতেছে।

৭০-পয়ারোক্তির প্রমাণ এই শ্লোক।

৭১। **যাতে**—যে গীত শুনিলে।

সংবিত—চেতন, জ্ঞান; বিরহ-দুঃখের অবসান; সুখ।

৭২। **গীত গোবিন্দের**—শ্রীগীতগোবিন্দ নামক গ্রন্থের। পরবর্ত্তী "রাসে হরিমিহ" ইত্যাদি পদ স্বরূপ-দামোদর কীর্ত্তন করিয়াছিলেন।

শ্লো। ১২। অন্বয়। ইহ রাসে (এই মহা রাসে) বিহিতবিলাসং (যিনি বিবিধরূপে বিলাস করিয়াছিলেন, সেই) কৃতপরিহাসং (কৃতপরিহাস—পরিহাসবিশারদ) হরিং (শ্রীকৃষ্ণকে) মম মনঃ (আমার মন) স্মরতি (স্মরণ করিতেছে)।

স্বরূপগোসাঞি যবে এই পদ গাইলা।
উঠি প্রেমাবেশে প্রভু নাচিতে লাগিলা ॥ ৭৩
অষ্ট সাত্ত্বিক অঙ্গে প্রকট হইল।
হর্ষাদি ব্যভিচারী সব উথলিল ॥ ৭৪

ভাবোদয় ভাবসন্ধি ভাবশাবল্য।
ভাবে ভাবে মহাযুদ্ধ,—সভার প্রাবল্য ॥ ৭৫
একেক পদ পুনঃপুন করায় গায়ন।
পুনঃপুন আস্বাদয়ে বাঢ়য়ে নর্ত্তন ॥ ৭৬

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

অনুবাদ। শ্রীরাধিকা তাঁহার সখীকে বলিলেন—এই মহারাসে—যিনি বিবিধরূপে বিলাস করিয়াছিলেন, সেই কৃতপরিহাস (পরিহাসবিশারদ) শ্রীকৃষ্ণচন্দ্রকে আমার মন স্মরণ করিতেছে। ১২

ইহ রাসে—এই রাসলীলায়। **বিহিতবিলাসং**—বিহিত (কৃত হইয়াছে) বিলাস (বিহার) যাঁহা কর্ত্তৃক; যিনি বিবিধরূপে—অশেষবিশেষে—লীলাবিলাস করিয়াছেন। **কৃতপরিহাসং**—কৃত হইয়াছে পরিহাস (নর্ম্ম-রহস্যাদি) যাঁহাকর্ত্তৃক; রাস-সময়ে ব্রজযুবতীদিগের সহিত আলাপাদিতে যিনি নর্ম্ম-পরিহাসাদির চরমপটুতা প্রদর্শন করিয়াছেন। সেই **হরিং**—হরিকে, আমাদের সর্ব্বচিত্তহরণকারী, প্রণমন-হরণকারী শ্রীকৃষ্ণকে আমার মন স্মরণ করিতেছে, তাঁহার রূপ-গুণ-লীলা-মাধুর্য্যাদির কথা আমার মনে জাগ্রত হইতেছে। ৩।১৫।৭৬ পয়ারের টীকার শেষাংশ দ্রষ্টব্য।

সম্পূর্ণপদটী পরবর্ত্তী ৭৬ পয়ারের টীকায় উদ্ধৃত হইয়াছে।

৭৩। স্বরূপদামোদরের গীতে "রাসে হরিমিহ" ইত্যাদি পদে রাসমণ্ডলস্থিত নৃত্যবিলাস-পরায়ণ শ্রীকৃষ্ণের চিত্রই প্রকটিত হইয়াছিল; তাই এই পদ শুনিয়াই প্রভু আবার রাধাভাবে আবিষ্ট হইলেন, এবং সম্ভবতঃ রাধাভাবেই নিজেকে রাসস্থলীতে উপস্থিত মনে করিয়া প্রেমাবেশে নৃত্য করিতে লাগিলেন।

৭৪। অষ্ট সাত্ত্বিক—স্তম্ভ, স্বেদ, রোমাঞ্চ, স্বরভঙ্গ, কম্প, বৈবর্ণ্য, অশ্রু ও প্রলয়, এই অষ্ট সাত্ত্বিক ভাব। ২।২।৬২ ত্রিপদীর টীকা দ্রষ্টব্য। **হর্ষাদি-ব্যভিচারী**—হর্ষাদি তেত্রিশটী ব্যভিচারী বা সঞ্চারী ভাব। ২।৮।১৩৫ পয়ারের টীকা দ্রষ্টব্য। **উথলিল**—উত্থিত হইল; প্রকট হইল।

এই পয়ার হইতে বুঝা যাইতেছে যে, রাধাভাবাবিষ্ট শ্রীমন্মহাপ্রভু নিজে রাসস্থলীতে উপস্থিত হইয়া শ্রীরাধাভাবে রাসবিহারী শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গসুখ উপভোগ করিতেছেন; তাহাতেই অষ্ট-সাত্ত্বিক এবং হর্ষাদি ব্যভিচারী ভাবসমূহের উদ্গম হইয়াছে। সমস্ত ভাবের উদয়ের কথায় বুঝা যায় যেন প্রভুতে মাদনাখ্য মহাভাবের উদয় হইয়াছিল।

৭৫। ভাবোদয়—সাত্ত্বিকাদি ভাবের উদয়। **ভাব-সন্ধি**—সমান কিম্বা বিভিন্ন দুইটী ভাবের মিলনকে ভাব-সন্ধি বলে। **ভাব-শাবল্য**—ভাবসমূহের পরস্পর সম্মর্দ্দনকে ভাবশাবল্য বলে। ২।২।৫৪ ত্রিপদীর টীকায় সন্ধি ও শাবল্যের লক্ষণ এবং ২।২।৫৮ ও ২।২।৬০ ত্রিপদীর টীকায় তাহাদের দৃষ্টান্ত দ্রষ্টব্য। **ভাবে ভাবে মহাযুদ্ধ**—ভাব-শাবল্য। প্রত্যেক ভাবই যেন অন্য ভাবসমূহকে পরাজিত করিয়া স্বীয় প্রবলতা খ্যাপন করিতে উদ্যত। **সভার প্রাবল্য**—সকল ভাবই প্রবল। ইহাতেও মাদনাখ্য-মহাভাবই সূচিত হইতেছে। ২।২।৫৪ ত্রিপদীর টীকা দ্রষ্টব্য।

৭৬। একেক পদ—"রাসে হরিমিহ" ইত্যাদি ধুয়াযুক্ত শ্রীগীতগোবিন্দের পদসমূহের প্রত্যেক পদ। গীত-গোবিন্দ হইতে পদগুলি নিম্নে উদ্ধৃত হইল:—"সঞ্চরদধর-সুধা-মধুর-ধ্বনি-মুখরিত-মোহন-বংশম্। বলিত-দৃগঞ্চল-চঞ্চল-মৌলি-কপোল-বিলোল-বতংসম্ ॥ রাসে হরিমিহ বিহিত-বিলাসম্। স্মরতি মনো মম কৃতপরিহাসম্ ॥ ধ্রুবম্ ॥ চন্দ্রক-চারু-ময়ূর-শিখণ্ডক-মণ্ডল-বলয়িত-কেশম্। প্রচুর-পুরন্দর-ধনুরনুরঞ্জিত-মেদুর-মুদির-সুবেশম্। গোপকদম্ব-নিতম্ববতী-মুখচুম্বন-লম্ভিত-লোভম্। বন্ধুজীব-মধুরাধর-পল্লবমুল্লসিত-স্মিতশোভম্ ॥ বিপুল-পুলকভুজ-পল্লব-বলয়িত-বল্লব-যুবতি-সহস্রম্। কর-চরণোরসি-মণিগণ-ভূষণ-কিরণ-বিভিন্ন-তমিস্রম্ ॥ জলদ-পটল-বলদিন্দু-বিনিন্দক-চন্দন-তিলক-ললাটম্। পীন-পয়োধর-পরিসর-মর্দ্দন-নির্দ্দয়-হৃদয়-কবাটম্ ॥ মণিময়-মকর-মনোহর-কুণ্ডল-মণ্ডিত-গণ্ডমুদারম্। পীতবসনমনুগত-মুনি-মনুজ-

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

সুরাসুর-বর-পরিবারম্॥ বিশদ-কদম্বতলে মিলিতং কলিকলুষভয়ং শময়ন্তম্। মামপি কিমপি তরঙ্গদনঙ্গদৃশা মনসা রময়ন্তম্॥—শ্রীরাধার সহিত শ্রীকৃষ্ণ যে ভাবে বনে বিহার করিতেছিলেন, অন্যান্য গোপীদের সঙ্গেও সেই ভাবেই বিহার করিতেছেন দেখিয়া ঈর্ষ্যার উদয়ে শ্রীরাধা সেই স্থান ত্যাগ করিয়া এক লতাকুঞ্জে গিয়া বসিলেন এবং সেই স্থানে তাঁহার সখীর নিকটে অতিদীনার ন্যায় মনের অতি গোপন-কথা এইভাবে প্রকাশ করিয়া বলিতে লাগিলেন—"সখি, যাঁহার সুধাময় অধর-ফুৎকারে মোহন-বংশী মধুর-ধ্বনিতে মুখরিত, ইতস্ততঃ কটাক্ষ-বিক্ষেপে যাঁহার মুকুট চঞ্চল এবং যাঁহার কপোলদেশে কুণ্ডল দোদুল্যমান, যিনি মহারাসে নানাভাবে বিহার করিয়াছিলেন এবং কত রকমে পরিহাসাদিও করিয়াছিলেন, আমার মন সেই প্রাণমনোহরণকারী শ্রীকৃষ্ণকেই স্মরণ করিতেছে। কেশদাম অর্দ্ধচন্দ্রাকারে সজ্জিত ময়ূরপুচ্ছ দ্বারা বেষ্টিত থাকায় যিনি বিশাল ইন্দ্রধনুদ্বারা অনুরঞ্জিত (সুশোভিত) নব-জলধরের শোভা ধারণ করিয়াছিলেন, গোপ-নিতম্বিনীদিগের মুখচুম্বনের লোভে যিনি প্রলুব্ধ, যাঁহার বান্ধুলীফুলের ন্যায় অরুণ এবং মধুর অধর-পল্লব মৃদুহাস্যে উল্লসিত এবং সুশোভিত, যাঁহার বিপুল পুলকান্বিত পল্লববৎ সুকোমল ভুজদ্বয়ে সহস্র বল্লব-যুবতী আলিঙ্গনাবদ্ধ, যাঁহার কর, চরণ ও বক্ষের মণিময়-ভূষণের কিরণচ্ছটায় সমস্ত অন্ধকার অপসারিত, যাঁহার ললাটস্থিত চন্দন-তিলক জলদ-পটল-বেষ্টিত চন্দ্রকেও নিন্দিত করে, যাঁহার হৃদয়-কবাট রমণীগণের পীন-পয়োধরের পরিসর-মর্দ্দন-বিষয়ে নির্দ্দয়ের তুল্য, যাঁহার কপোল-দেশ মণিময় মকরাকৃতি কুণ্ডলে পরিশোভিত; মুনি, মানব, সুর ও অসুরকুলের শ্রেষ্ঠ পরিজনবর্গ (সুন্দরীগণ) যাঁহার পীতবসনের আনুগত্য করেন; ফুল্লকুসুম-শোভিত কদম্বতরুতলে মিলিত হইয়া চাটুবাক্যদ্বারা প্রেম-কলহ হইতে উদ্ভূত ক্লেশাদি যিনি প্রশমিত করেন এবং অনঙ্গ-তরঙ্গায়িত দৃষ্টি এবং মনের দ্বারা যিনি আমারই চিত্ত-বিনোদন করেন, সেই প্রাণ-মনোহারী শ্রীকৃষ্ণকেই আমার মন স্মরণ করিতেছে।"

যে ঘটনার পরে মানবতী হইয়া শ্রীরাধা লতাকুঞ্জে বসিয়া উল্লিখিতরূপে স্বীয় সখীর নিকটে নিজের মনের কথা ব্যক্ত করিয়াছেন, সেই ঘটনাটী সংঘটিত হইয়াছিল বসন্তকালে। "বিহরতি হরিরিহ সরস-বসন্তে। নৃত্যতি যুবতিজনেন সমং সখি বিরহিজনস্য দুরন্তে॥ গীতগোবিন্দ। ১।২৮॥" এই "সরস-বসন্তে" বিহার-সময়েই শ্রীরাধা লক্ষ্য করিলেন যে, শ্রীকৃষ্ণ সকল গোপীর সহিতই সমান ব্যবহার করিতেছেন, শ্রীরাধার সহিত তাঁহার ব্যবহারের কোনও বৈশিষ্ট্যই নাই; ইহা লক্ষ্য করিয়াই শ্রীরাধা মানবতী হইয়া ক্রীড়াস্থল ত্যাগ করিয়া কোনও লতাকুঞ্জে প্রবেশ করিলেন। "বিহরতি বনে রাধা সাধারণপ্রণয়ে হরৌ বিগলিতনিজোৎকর্ষাদীর্ষ্যাবশেন গতান্যতঃ। ক্বচিদপি লতাকুঞ্জে গুঞ্জন্মধুব্রতমণ্ডলী-মুখরশিখরে লীনা দীনাপ্যুবাচ রহঃ সখীম্॥ গীতগোবিন্দ। ২।১॥" শ্রীল কবিরাজ-গোস্বামীও শ্রীল রায়-রামানন্দের মুখে এ কথাই প্রকাশ করিয়াছেন। "শতকোটী গোপীসঙ্গে রাসবিলাস। তার মধ্যে এক মূর্ত্তি রহে রাধাপাশ॥ সাধারণ প্রেম দেখি সর্ব্বত্র সমতা। রাধার কুটীল প্রেম হইল বামতা॥ ক্রোধ করি রাস ছাড়ি গেলা মান করি। তাঁরে না দেখিয়া ব্যাকুল হইলা শ্রীহরি॥ ২।৮।৮২-৮৪॥" "সরস-বসন্তে" বিহারাদির পরে শ্রীরাধা অন্তর্হিত হইয়া গেলে শ্রীকৃষ্ণের যে অবস্থা হইয়াছিল, গীতগোবিন্দের "কংসারিরপি সংসার-বাসনাবদ্ধ-শৃঙ্খলাম্।" ইত্যাদি (৩।১) এবং "ইতস্ততস্তামনুসৃত্য রাধিকাম্"-ইত্যাদি (৩।২)-শ্লোকে তাহা বর্ণিত হইয়াছে। এই শ্লোকদ্বয়ের মর্ম্ম উদ্ঘাটন করিতে যাইয়াই রায়-রামানন্দ উল্লিখিতরূপ কথা বলিয়াছেন। এই প্রসঙ্গে তিনি আরও বলিয়াছেন—শ্রীকৃষ্ণ "গোপীগণের রাসনৃত্য মণ্ডলী ছাড়িয়া। রাধা চাহি বনে ফিরে বিলাপ করিয়া॥ ২।৮।৮০॥" এই সমস্ত উক্তি হইতে স্পষ্টই জানা যায়—"সরস বসন্তে" রাসলীলার কথা—বসন্ত-মহারাসের কথাই—বলা হইতেছে। এই বসন্ত-মহারাসস্থলী ছাড়িয়াই শ্রীরাধা লতাকুঞ্জে আশ্রয় নিয়াছিলেন। সেই লতাকুঞ্জে বসিয়া দীনভাবাপন্না শ্রীরাধা স্বীয় সখীর নিকটে বলিয়াছেন—যিনি রাসে নানাভাবে বিহার করিয়াছিলেন এবং নানাবিধ পরিহাস-বাক্যাদি প্রকাশ করিয়াছিলেন, আমার মন সেই হরির কথাই স্মরণ করিতেছে। "রাসে হরিমিহ বিহিত-

এইমত নৃত্য যদি হৈল বহুক্ষণ।
স্বরূপগোসাঞি পদ কৈল সমাপন ॥ ৭৭
'বোল বোল' বলি প্রভু কহে বারবার।
না গায় স্বরূপগোসাঞি শ্রম দেখি তাঁর ॥ ৭৮
'বোল বোল' প্রভু কহে ভক্তগণ শুনি।
চৌদিগে সভে মিলি করে হরিধ্বনি ॥ ৭৯
রামানন্দরায় তবে প্রভুকে বসাইল।
বীজনাদি করি প্রভুর শ্রম ঘুচাইল ॥ ৮০
প্রভু লঞা গেলা সভে সমুদ্রের তীরে।
স্নান করাইয়া পুন লঞা আইলা ঘরে ॥ ৮১
ভোজন করাঞা প্রভুকে করাইল শয়ন।
রামানন্দ-আদি সভে গেলা নিজস্থান ॥ ৮২

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

বিলাসমিত্যাদি।" এক্ষণে প্রশ্ন হইতেছে—শ্রীরাধা এস্থলে কোন্ রাসের কথা বলিতেছেন? শ্রীগীতগোবিন্দ-বর্ণিত বসন্ত মহারাসের কথা? না কি শ্রীমদ্‌ভাগবত-বর্ণিত শারদীয়-মহারাসের কথা? প্রকরণ-বলে বসন্ত-মহারাসের কথাই বলা হইতেছিল বলিয়া মনে হয়; বসন্ত-মহারাসস্থলী হইতেই শ্রীরাধিকার অন্তর্দ্ধান হইয়াছিল। বিশেষতঃ, "রাসে হরিমিহ"-বাক্যের "ইহ"-শব্দেও যেন তাহারই সমর্থন পাওয়া যায়।

কিন্তু শ্রীশ্রীগীতগোবিন্দের বালবোধিনীটীকাকার শ্রীপাদ পূজারী-গোস্বামী "রাসে হরিমিহ"-বাক্যের টীকায় লিখিয়াছেন—"রাসে শারদীয়ে কৃতঃ পরিহাসঃ যেন তম্।" তাঁহার টীকা হইতে বুঝা যায়, শারদীয় মহারাস-বিলাসী শ্রীকৃষ্ণের কথাই শ্রীরাধা বলিয়াছেন। বসন্ত-মহারাসে এবং শারদীয়-মহারাসে শ্রীরাধা-সম্বন্ধে শ্রীকৃষ্ণের ব্যবহারের পার্থক্যের কথা চিন্তা করিলে শারদীয়-মহারাসের কথা শ্রীরাধার মনে পড়া অস্বাভাবিক নহে। শারদীয় মহারাসে শ্রীকৃষ্ণ অন্য গোপীদের অজ্ঞাতসারে গোপনে শ্রীরাধাকে লইয়া অন্তর্হিত হইয়াছিলেন এবং অন্তর্হিত হইয়া নানাবিধ রহোলীলা সম্পাদন করিয়া এবং নানাবিধ পরিহাস-বাক্যাদি প্রকাশ করিয়া শ্রীরাধার প্রতি আদরের আধিক্য প্রকাশ করিয়াছিলেন। শারদীয়-মহারাসে শ্রীকৃষ্ণের ব্যবহারে শ্রীরাধা-সম্বন্ধে অপূর্ব্ব বৈশিষ্ট্যই প্রকাশ পাইয়াছে। কিন্তু বসন্ত-মহারাসে এই জাতীয় বৈশিষ্ট্যের অভাব; বৈশিষ্ট্যের অভাবে মনঃক্ষুণ্ণ হইয়া যিনি রাসস্থলী ত্যাগ করিয়া নিভৃত লতাকুঞ্জে আশ্রয় নিয়াছেন, তাঁহার পক্ষে শারদীয় মহারাসে তাঁহার সম্বন্ধে শ্রীকৃষ্ণের অপূর্ব্ব বৈশিষ্ট্যের কথা চিন্তা করা স্বাভাবিক। কিন্তু উপরে উদ্ধৃত শ্লোকগুলির মধ্যে শারদীয়-মহারাসেরই পরিচায়ক কোনও বিশেষ উক্তি দৃষ্ট হয় না।

কোন কোন গ্রন্থে "একেক পদ" স্থলে "সেই পদ" পাঠ আছে; এস্থলে "সেই পদ" বলিতে "রাসে হরিমিহ" ইত্যাদি পদকেই বুঝায়।

করায় গায়ন—স্বরূপদামোদরকে আদেশ করিয়া গান করান। **বাঢ়য়ে নর্ত্তন**—নৃত্য বৃদ্ধি হয়, আনন্দাধিক্যবশতঃ। "করেন নর্ত্তন" পাঠান্তরও আছে।

৭৭। **পদ কৈল সমাপন**—পদকীর্ত্তন শেষ করিলেন অর্থাৎ গীত বন্ধ করিলেন, প্রভুর শ্রম জানিয়া আবেশ ছুটাইবার উদ্দেশ্যে।

৭৮। **না গায়**—প্রভুর আদেশ সত্ত্বেও স্বরূপ-দামোদর আর গান করিলেন না। **শ্রম দেখি তাঁর**—নৃত্যাদিতে প্রভুর অত্যন্ত পরিশ্রম হইতেছে; আরও কীর্ত্তন করিলে প্রভু আরও নৃত্য করিবেন; তাতে প্রভু আরও ক্লান্ত হইবেন, এ সমস্ত ভাবিয়া।

৭৯। **করে হরিধ্বনি**—প্রভুর ভাব-সম্বরণের উদ্দেশ্যে উচ্চস্বরে হরিধ্বনি করিলেন। অথবা, প্রভুর আনন্দ দেখিয়া আনন্দে সকলে হরিধ্বনি করিলেন।

৮০। **বীজনাদি**—ব্যজন করিয়া দেহের উত্তাপ দূর করিলেন, এবং অঙ্গের ঘাম মুছিয়া দিলেন, প্রভুর গা টিপিয়া দিলেন; ইত্যাদি প্রকারে শ্রম দূর করিলেন।

৮২। **নিজস্থান**—নিজ নিজ বাসায়।

এই ত কহিল প্রভুর উদ্যানবিহার।
বৃন্দাবনভ্রমে যাহাঁ প্রবেশ তাঁহার ॥ ৮৩
প্রলাপসহিত এই উন্মাদবর্ণন।
শ্রীরূপগোঁসাঞি ইহা করিয়াছে বর্ণন ॥ ৮৪

তথাহি স্তবমালায়াং প্রথম-চৈতন্যাষ্টকে (৬)

পয়োরাশেস্তীরে স্ফুরদুপবনালিকলনয়া
মুহুর্বৃন্দারণ্যস্মরণজনিতপ্রেমবিবশঃ।
ক্বচিৎ কৃষ্ণাবৃত্তিপ্রচলরসনো ভক্তিরসিকঃ
স চৈতন্যঃ কিং মে পুনরপি দৃশোর্য্যাস্যতি পদম্ ॥ ১৩

অনন্ত চৈতন্যলীলা, না যায় লিখন।
দিঙ্মাত্র দেখাইয়া করিয়ে সূচন ॥ ৮৫
শ্রীরূপ-রঘুনাথ-পদে যার আশ।
চৈতন্যচরিতামৃত কহে কৃষ্ণদাস ॥ ৮৬

ইতি শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে অন্ত্যখণ্ডে উদ্যান-বিহারো নাম পঞ্চদশপরিচ্ছেদঃ ॥ ১৫

শ্লোকের সংস্কৃত টীকা।

পয়োরাশেঃ সমুদ্রস্য তীরে তীরোপান্তভূমৌ স্ফুরদুপবনালিকলনয়া কৃত্রিম-বনসমূহদর্শনহেতুভূততয়া কৃষ্ণবৃত্ত্যা শ্রীকৃষ্ণ-নামোচ্চারণবৃত্তিভূতয়া প্রচলা চঞ্চলা রসনা জিহ্বা যস্য সঃ। চক্রবর্ত্তী। ১৩

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

৮৪। শ্রীরূপগোস্বামী তাঁহার স্তবমালা নামক গ্রন্থে মহাপ্রভুর এই উদ্যান-বিহারের কথা বর্ণন করিয়াছেন; সেই বর্ণনা দেখিয়াই গ্রন্থকার এস্থলে তাহা বিস্তৃতভাবে বর্ণনা করিয়াছেন। শ্রীরূপ গোস্বামীর শ্লোক নিম্নে উদ্ধৃত হইয়াছে—"পয়োরাশেস্তীরে" ইত্যাদি।

শ্লো। ১৩। অন্বয়। ক্বচিৎ (কোনও সময়ে) পয়োরাশেঃ (সমুদ্রের) তীরে (তীরে) স্ফুরদুপবনালি-কলনয়া (সুন্দর উপবন-সমূহ দর্শন করিয়া) মুহুঃ (বারম্বার) বৃন্দারণ্যস্মরণজনিত-প্রেমবিবশঃ (যিনি বৃন্দাবন-স্মরণ-জনিত প্রেমে বিবশ হইয়াছিলেন) কৃষ্ণাবৃত্তিপ্রচলরসনঃ (পুনঃ পুনঃ কৃষ্ণনাম উচ্চারণে যাঁহার রসনা চঞ্চল হইয়াছিল) ভক্তিরসিকঃ (ভক্তিরসিক) সঃ (সেই) চৈতন্যঃ (শ্রীচৈতন্য) পুনঃ অপি কিং (পুনরায় কি) মে (আমার) দৃশঃ (নয়নের) পদং যাস্যতি (পথগোচর হইবেন)?

অনুবাদ। কোনও সময়ে যিনি সমুদ্রতীরে উপবন-শ্রেণী দেখিয়া বৃন্দাবন স্মরণ-জনিত প্রেমে বারম্বার বিবশ হইয়াছিলেন, পুনঃ পুনঃ কৃষ্ণ-নাম-উচ্চারণে যাঁহার রসনা চঞ্চল হইয়াছিল, সেই ভক্তি-রসিক শ্রীচৈতন্য কি পুনরায় আমার নয়ন-গোচর হইবেন? ১৩

পয়োরাশেঃ—পয়ঃ (জল), তাহার রাশি (সমূহ), তাহার; যাহাতে অপরিমিত জল থাকে, সেই সমুদ্রের **তীরে**—কূলে **স্ফুরদুপবনালিকলনয়া**—স্ফুরৎ (শোভমান, সুন্দর) উপবনের (উদ্যানের) আলির (শ্রেণীর), কলনদ্বারা (দর্শনদ্বারা); সমুদ্রের তীরে যে কৃত্রিম উদ্যান-শ্রেণী শোভা পাইতেছিল, তাহা দর্শন করিয়া **মুহুঃ**—পুনঃ পুনঃ **বৃন্দারণ্যস্মরণ-জনিতপ্রেমবিবশঃ**—যিনি বৃন্দারণ্যের (বৃন্দাবনের) স্মরণজনিত প্রেমদ্বারা বিবশ (বিহ্বল) হইয়াছিলেন; সমুদ্রতীরস্থিত উপবনের দর্শনে যাঁহার চিত্তে যমুনাতীরবর্ত্তী বৃন্দাবনের স্মৃতি উদ্দীপিত হইয়াছিল এবং বৃন্দাবনের স্মৃতি উদ্দীপিত হওয়াতেই যিনি পুনঃ পুনঃ প্রেমে বিহ্বল হইয়াছিলেন এবং **কৃষ্ণাবৃত্তি-প্রচলরসনঃ**—কৃষ্ণের আবৃত্তিদ্বারা (পুনঃ পুনঃ উচ্চারণদ্বারা) প্রচল (চঞ্চল) হইয়াছিল রসনা (জিহ্বা) যাঁহার; পুনঃ পুনঃ কৃষ্ণনামাদির উচ্চারণ করার ফলে যাঁহার জিহ্বা চঞ্চল হইয়া উঠিয়াছিল, **ভক্তিরসিকঃ**—ভক্তিরস-রসিক, ভক্তের প্রেমরস-নির্য্যাসের আস্বাদনের নিমিত্ত লালসাযুক্ত, ভক্তের প্রেমরসনির্য্যাস-আস্বাদনপরায়ণ সেই শ্রীচৈতন্য-দেবকে পুনরায় দর্শন করার সৌভাগ্য কি আমার হইবে?

সমুদ্রতীরস্থিত উদ্যানকে যে মহাপ্রভু বৃন্দাবন বলিয়া ভ্রম করিয়াছিলেন, পূর্ব্ববর্ত্তী ২৬-২৭ পয়ারে তাহা বলা হইয়াছে এবং তৎপরবর্ত্তী পয়ার-শ্লোক-ত্রিপদী-আদিতে, কৃষ্ণ-রূপ-গুণ-লীলাদির কথায় প্রভুর রসনা-চাঞ্চল্যের এবং প্রেমবৈবশ্যের বর্ণনা দেওয়া হইয়াছে। এসমস্ত বিবরণ যে সত্য, তাহার প্রমাণরূপেই শ্রীরূপগোস্বামিকৃত এই শ্লোকটী এস্থলে উদ্ধৃত হইয়াছে।

৮৫। দিঙ্‌মাত্র—দিগ্‌দর্শনরূপে; অতি সংক্ষেপে। **করিয়ে সূচনা**—সূচনা করি; ইঙ্গিতে জ্ঞাপন করি।